NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ হাইকোর্টের এই রায় রাজ্যে ব্যাপক দুর্নীতির আবহে এক কড়া চেতাবনি

চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানকে শোকজ নোটিশ কমিশনের ৬

কলকাতা ২৫ এপ্রিল ২০২৪ ১২ বৈশাখ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩১৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.4.2024, Vol.17, Issue No. 313, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা থেকে বিজেপি দলটাকেই তুলে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার মুর্শিদাবাদের নির্বাচনী সভা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দাবি, বিজেপি থেকে দলবদলের জন্য ১০ জন বিধায়ক পা বাড়িয়ে আছে। ঠিক সময় দলের দরজা খুলবেন বলেও হুঙ্কার দিয়ে রাখলেন তিনি। একুশের ভোটের আগে থেকেই বাংলায় 'ফুল বদলে'র খেলা জলভাত। সম্প্রতি তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায় বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। পালটা আবার বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী তৃণমূলে এসেছেন। সেই কথা উল্লেখ করে অভিষেকের দাবি, 'ওরা আমাদের দুই মন্ত্রী-মীরজাফর ও গদ্দারকে দলবদল করিয়েছিল। এর পরই ওদের দুজন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ও অর্জুন সিং দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন।' এর পরই তাঁর চ্যালেঞ্জ, 'বিজেপির ১০ জন এমএলএ লাইনে বসে আছে। ঠিক টাইমে দরজা খুলব। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, বাংলা থেকে বিজেপি দলটাকে তুলে দেব।'

ইলেক্টোরাল বন্ড দুর্নীতি, সিট গঠনের দাবি

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: ইলেক্টোরাল বন্ডে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি! তদন্তে গঠন করতে হবে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। এই দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানাল দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তাঁদের দাবি, নির্বাচনী বন্ড কেলেঙ্কারির তদন্তে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠিত হোক। ওই দুই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হয়ে মামলা দায়ের করেছেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

ভিভিপ্যাট নিয়ে 'সন্তুষ্ট' সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ইভিএম-ভিভিপ্যাট মামলার শুনানি চলাকালীন এই কথা জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, ভিভিপ্যাট নিয়ে যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা কাটিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাই আমজনতার মনে সংশয়ের ভিত্তিতে কোনও নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। লোকসভা নির্বাচন চলাকালীনই সুপ্রিম কোর্টে ইভিএমের ভোটের সঙ্গে ভিভিপ্যাট স্লিপ মিলিয়ে দেখার আবেদনের শুনানি চলছে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

কনৌজ থেকে অখিলেশ

লখনউ, ২৪ এপ্রিল: কনৌজ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র প্রধান অখিলেশ যাদব। বুধবার দলের রাজ্যসভার নেতা তথা অখিলেশের কাকা রামগোপাল যাদব এ কথা জানিয়েছেন। রামগোপাল বুধবার বলেন, 'আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোকসভা ভোটে কনৌজ আসন থেকে লড়বেন অখিলেশ।' ২০০০ সালে উপনির্বাচনে জিতে প্রথম কনৌজ থেকেই সাংসদ হয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মুলায়ম সিং যাদবের পুত্র অখিলেশ।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

প্রচারে গিয়ে অনুব্রতকে 'মাটির ছেলে' বলে দরাজ সার্টিফিকেট

একযোগে বিজেপিকেও আক্রমণ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের অনুব্রত মণ্ডলের প্রশংসায় তৃণমূল সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধারে তাঁকে 'মাটির ছেলে' বলে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। অন্যদিকে বলে রাখলেন, অনুব্রত ছিলেন বড় মনের মানুষ। তাঁর কাছে হাত পাতলে কোনও গরিব মানুষ খালি হাতে ফিরতেন না। সবমিলিয়ে বোলপুরের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মালের প্রচারে গিয়ে ফের একবার কেষ্টর নাম উঠে এল মমতার বক্তব্যে। এদিন ফের একবার অনুব্রতকে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন তিনি।

বুধবার আউশগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ফুটবল ময়দানে বোলপুরের তৃণমূল প্রার্থী অসিত কুমার মালের সমর্থনে জনসভা করেন মমতা। সেখানেই উঠে আসে অনুব্রতের প্রসঙ্গ। গোরু পাচার মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে বর্তমানে অনুব্রতের ঠিকানা এখন তিহার জেল। মমতা বলেন, 'কেষ্ট এখানকার মাটির ছেলে। ওঁকে আপনারা কত ভালবাসতেন। ওর বিরুদ্ধে মামলায় কী আছে আমি জানি না। ওর অগুণ কী আছে, জানি না। আইন আইনের পথে চলবে। তবে এটুকু বলতে পারি, কোনও গরিব লোক ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, ও তাঁকে ফিরিয়ে দিত না। গোটা জেলাটা ওর হাতের মুঠোয় ছিল।'

মমতার দাবি, 'প্রতি ইলেকশনে ওকে নজরবন্দি করে রাখত। যাতে ইলেকশনের দিন বেরতে না পারেন।' এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিন্‌হার বাড়িতে ইডি তল্লাশির কথাও বলেন তিনি। মমতার কটাক্ষ, 'চাঁদুর বাড়িতেও রেড করল। রেড করেই বলছে, হয় বিজেপিকে ভোট দাও নাহলে ইডির কাছে যাও।' আদালত বিজেপির মহা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তৃণমূল নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বিজেপি আদালতে আপিল করলে যা চাইবে তাই হবে আর অন্য কেউ যদি বিচার চায় তাদের জন্য দরজা বন্ধ। ডাকাত মাফিয়াদের বেল দেওয়া হচ্ছে। নাম না করে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে বলেন, তার বিরুদ্ধে মার্ডার কেস থাকলেও তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।

আদালতের নির্দেশে ২৬ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল নিয়ে এদিনও তিনি সরব হন। বাংলায় কি সব স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে, শিক্ষকের চাকরি কি আর হবে না এ প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিজেপির উদ্দেশ্যে বলেন, চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই, চাকরি কেড়ে নিতে পারে। হাইকোর্ট টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে বিজেপি। সুপ্রিম কোর্টের কথা আমি বলছি না। সেখানে এখনও আমরা বিচারপ্রার্থী। কিন্তু হাইকোর্টে বিজেপি চাইলেই শুধু বিচার হয়। ওরা যা চায়, হয়ে যায়। আর কেউ বিচার পায় না। নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকেও কটাক্ষ করেন মমতা। বলেন, সবচেয়ে বড় গদ্দার যে, তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা থাকলেও কোনও বিচার হয় না। তার জেল হয় না।

বিচারকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সারা জীবন চাকরি করার পর যে সরকারি টাকা পেয়েছেন তা যদি ফেরত দিতে হয় বলা হয় তাকি তারা দিতে পারবেন? এদিনও প্রধানমন্ত্রীকে তিনি প্রচার বাবু বলে কটাক্ষ করে বলেন, 'মিথ্যে প্রচার করে চলেছেন। জনগণকে মিথ্যে কথা বলে ভাঁওতা দিয়ে গরিবের পকেট কেটে সেই টাকা দিয়ে নিজেদের প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার আগে নরেন্দ্র মোদির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে, তার একটি টাকাও কেউ পায়নি।' তিনি দাবি করেন, ন'কোটি মানুষকে বিনা পয়সার রেশন দেয় রাজ্য সরকার। কোভিডের সময় কেন্দ্রীয় সরকার একবার বিনা পয়সার আসন দিয়েছিল তারপর তা বন্ধ করে দিয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করেছিল। এবারে এত আসন আর পাবে না। বিহার, উত্তর প্রদেশ, তেলঙ্গানা ইত্যাদি রাজ্যে গতবারে তুলনায় বিজেপির আসন সংখ্যা কমবে।

তৃণমূল নেত্রী বলেন, কোনওভাবেই এনআরসি করতে দেওয়া হবে না। বিজেপিকে হটানোর ডাক দিয়ে তিনি বলেন, মোদি সরকার ক্ষমতায় এলে থাকবে না ধর্মের ব্যবহার, মানুষের অধিকার, কথা বলার অধিকার, জীবন জীবিকার অধিকার কেড়ে নেবে। ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু হলে মানুষের ধর্ম বিক্রি হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, আসলে বিজেপি ভুলে যায় যে মানুষের সমর্থন তাদের সঙ্গে আর নেই। মানুষ বিজেপিকে আর ভরসা করে না। একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে জব্দ করবে। বাংলার ন্যায্য অধিকার আদায়ে তৃণমূল সাংসদরাই লড়াই করে গিয়েছেন বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। বিজেপির যোগ্য জবাব দেবে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। তাই অন্য কোনও দল নয়, তৃণমূল কংগ্রেসকেই বেছে নেওয়ার ডাক দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১৬-র নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল

হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিমে রাজ্য, এসএসসি, পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল সার্ভিস কমিশনের অধীনে ২৫,৭৫৩টি চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য সরকার। বুধবার শীর্ষ আদালতে পৃথক ভাবে মামলা করেছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর, এসএসসি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এসএসসির চেয়ারম্যান রায় ঘোষণার দিনই জানিয়েছিলেন, তাঁরা শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হবেন।

এসএসসির নিয়োগে 'দুর্নীতি'র মামলায় শুনানির পর সোমবার রায় ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬ সালের নিয়োগের প্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করে। তার ফলে চাকরি যায় ২৫,৭৫৩ জনের। যাঁরা মেয়াদ-উত্তীর্ণ প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন, যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ হারে সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে বলা হয়েছে ওই চাকরিপ্রাপকদের।

সোমবার এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছিলেন, হাইকোর্টের এই রায়ে তিনি খুশি নন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'পাঁচ হাজার জনের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে, তার জন্য ২৬ হাজার জনের কেন চাকরি বাতিল হবে?' সিদ্ধার্থ সে দিনই জানিয়েছিলেন, আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সেই মতোই চাকরি বাতিলের নির্দেশের বিরুদ্ধে বুধবার সুপ্রিম কোর্টে স্পেশ্যাল লিভ পিটিশন (এসএলপি) করল এসএসসি।

বুধবার সিদ্ধার্থ বলেন, 'সিবিআই তদন্তে পাঁচ হাজার চাকরির ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। এর বাইরেও ১৯ হাজারের বেশি শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী রয়েছেন, যাঁরা এই মুহূর্তে চাকরিহারা। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষেই আমরা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করছি।' সোমবার হাইকোর্ট জানায়, এসএসসি দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগগুলি নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাবে সিবিআই। প্রয়োজনে তারা সন্দেহভাজনদের হেপাজতে নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। অভিযোগ ছিল, অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার জন্য বাড়তি পদ তৈরি করা হয়েছিল এসএসসিতে। সেই পদ তৈরির অনুমোদন দিয়েছিল খোদ মন্ত্রিসভা। সোমবারের রায়ে আদালত জানায়, সিবিআই চাইলে মন্ত্রিসভার সদস্যদেরও হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে।

হাইকোর্টের এই রায়ের খবর প্রকাশ্যে আসতে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে চাকরিহারাদের মধ্যে। তাঁদেরও প্রশ্ন, কয়েক জনের দুর্নীতির জন্য সকলের চাকরি কেন বাতিল করা হবে? বিক্ষোভ দেখাতে রাস্তায় নেমেছেন তাঁরাও।

আরও সাতদিন দক্ষিণবঙ্গে চলবে তাপপ্রবাহের দাপট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরও সাতদিন দক্ষিণবঙ্গে সব জেলায় চলবে তাপপ্রবাহ। বুধবার দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে চরম তাপপ্রবাহের লাল ও কমলা সতর্কতার কথা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এর পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় চলবে তীব্র তাপপ্রবাহ। এখানেই শেষ নয়, সঙ্গে আবার বাড়বে তাপমাত্রা। আগামী তিনদিনে তাপামাত্রা বাড়তে পারে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর থেকে স্পষ্ট তাপপ্রবাহের জেরে দেশের সমতল অঞ্চলে পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, তাপপ্রবাহের বিশেষ প্রভাব পড়বে দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলিতে। পাশাপাশি, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান ও বীরভূমে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বেশিরভাগ এলাকায় দাবদাহে জ্বলবে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এরই পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের কমলা সর্তকতা আর উত্তর দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে। উল্টোদিকে, উত্তরবঙ্গের ৩ জেলায় জারি থাকবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি। তবে ধীরে ধীরে কমবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ।

এদিকে বুধবার সকাল থেকেই পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমানে তীব্র তাপপ্রবাহের ছবি নজরে আসে। পাশাপাশি, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে মঙ্গলবার কিছুটা হলেও তাপমাত্রা কমেছিল, যা স্বস্তি দিয়েছিল সাধারণ মানুষকে। এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি বেশি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৭৭ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৩৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবারও কলকাতায় দেখা মিলবে এই একই ছবির।

'আম্বেদকরের পিঠে ছুরি মেরেছে'

ভোপাল, ২৪ এপ্রিল: ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আসলে বাবাসাহেব আম্বেদকরের পিঠে ছুরি মেরেছে কংগ্রেস। বুধবার নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে ফের মুসলিম প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর কথায়, কর্নাটকে বেআইনিভাবে মুসলিমদের ওবিসি কোটার অন্তর্ভুক্ত করা হল। তার ফলে ওবিসিদের একটা বড় অংশের থেকে সংরক্ষণের সুবিধা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বুধবার মধ্যপ্রদেশের সাগরে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে বলেন, 'কর্নাটকে আবারও ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করেছে কংগ্রেস। সমস্ত মুসলিমদের ওবিসি কোটার আওতায় এনেছে তারা। সেই জন্য সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বহু ওবিসি মানুষ। ওবিসিদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে কংগ্রেস। আমাদের সংবিধান কখনই ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ চায় না। আম্বেদকরও এর বিরোধী ছিলেন।' কংগ্রেস এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করে আম্বেদকরের পিঠে ছুরি মেরেছে বলে তোপ দাগেন মোদি।

স্বাস্থ্য পরিষেবাই এবার 'বার্নিং ইস্যু' বালুরঘাটে

শুভাশিস বিশ্বাস

বালুরঘাট আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী জেলা। সমস্যাও রয়েছে অনেক। অনুপ্রবেশ, পাচারে কুখ্যাত। আজকাল সাপের বিষ কিংবা সোনা পাচারের করিডর হিসাবেও এই জেলা কার্যত 'স্বীকৃত'। রয়েছে বেকারত্ব, অপর্যাপ্ত রেল যোগাযোগ, স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো আরও বহু সমস্যা। ২০১৯-এ বেশ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন বর্তমান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ২০২৪-এও বিজেপি ভরসা রেখেছে তাঁরই ওপরে। ফলে এবারের নির্বাচনে সবার নজর রয়েছে এই বালুরঘাটের দিকেই। এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী করেছে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য বিপ্লব মিত্রকে। এদিকে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এবার এই কেন্দ্রটি জিততে মরিয়া।

কারণ, তৃণমূলের থিঙ্ক ট্যাংক খুব ভালো করেই জানে, এই নির্বাচনে এই আসনে জয় পাওয়া গেলে সেটাই হবে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের ইউএসপি। তবে ২০২৪-এ বালুরঘাট কেন্দ্রের ভোটে এবার মূল ইস্যু, দক্ষিণ দিনাজপুরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন। কারণ, গঙ্গারামপুরের সভা থেকে বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারকে প্রতিশ্রুতি দিতে শোনা গিয়েছিল, তিনি এবারে জিতলে এইমস চালু করতে চান দক্ষিণ দিনাজপুরে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে এনেছেন বলেও দাবি করেন তিনি। পাল্টা তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'যিনি পাঁচ বছরে একটি পানের দোকান করে দিতে পারেনি, তিনি এইমসের কথা বললে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবে কেন?' আদতে বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাসিন্দাদের চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে ভরসা বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল ও গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতাল। এদিকে হাসপাতালগুলিতে রয়েছে পরিকাঠামোর অভাব। দক্ষ চিকিৎসক না মেলায় একটু জটিল অসুখ হলেই বাসিন্দাদের ছুটতে হয় অন্য জেলায়। আর সেই কারণেই এবার বালুরঘাটে জ্বলন্ত ইস্যু স্বাস্থ্য পরিষেবা।

এদিকে প্রার্থী হিসেবে ব্যক্তিগত বিচারে কেউ কম যান না। সুকান্ত মজুমদার অধ্যাপক মানুষ। বঙ্গ রাজনীতিতে স্বচ্ছ ইমেজ। অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র। মন্ত্রিসভায় থাকার জেরে হেভিওয়েট বলে মানতেই হবে। তবে বালুরঘাটের প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর তাঁকে নিয়ে বেশ কিছুটা অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল তৃণমূলের অন্দরে। কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে দলের একাংশের অভিযোগ, জেলায় প্রভাব বাড়তেই ছেঁটে ফেলেছিলেন পুরনোদের। এদিকে এই বালুরঘাট কেন্দ্রে এখনও রয়েছেন অর্পিতা ঘোষের অনুগামীরা। বিপ্লবের ক্ষমতা বৃদ্ধির পর যাঁদের ওপর চাপ বাড়ে। এর ফলে তৃণমূলেরই একটা বড় অংশ বিপ্লব বিরোধী হয়ে ওঠে। পরে অবশ্য তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে ড্যামেজ কন্ট্রোল হয়। শুধু তাই নয়, নির্বাচনী প্রচারেও সব পক্ষকেই নামতে দেখা যায় বিপ্লববাবুর হয়ে। তবে সামগ্রিক বিচারে সুকান্তবাবুর ওজন অনেকটাই বেশি। কারণ, তিনি বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তার উপর অমিত শাহ ঘনিষ্ঠ।

সেই কারণেই বহু মানুষের পছন্দের মানুষ এই সুকান্ত মজুমদার। তবে প্রার্থী হিসেবে প্লাস পয়েন্টের সঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে কিছু মাইনাস পয়েন্টও। যেমন, বিজেপির ডেডিকেটেড ভোটারদের বাদ দিলে, সাধারণ মানুষের জন্য সুকান্তবাবুর হাতে রেল ছাড়া আর কিছু নেই। গত পাঁচ বছরের টার্মে তিনটি ট্রেন নিজের কেন্দ্রের মানুষের জন্য নিশ্চিত করতে পেরেছেন তিনি। সঙ্গে বালুরঘাটকে রাজ্যের মূল রেল মানচিত্রের সাথে জুড়েছেন। এটা তাঁর ২০২৪-এর নির্বাচনে বড় এক ভরসার জায়গা। তবে আমজনতার ন্যূনতম চাহিদার মধ্যে পড়ে-'রোটি, কাপড়া অউর মকান'। এই 'মকান' প্রসঙ্গেই প্রশ্ন উঠেছে মাথার উপর ছাদ কেন হয়নি তা নিয়ে।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

কাকুর কণ্ঠস্বর-রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা করল ইডি

রিপোর্টে অসন্তুষ্ট বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ টালবাহানার পর প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা হাতে পেয়েছে ইডি। সেই রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা জানাল, তারা যা সন্দেহ করেছিল, তা মিলে গিয়েছে। তবে কোন কথোপকথনের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের নমুনা মিলিয়ে দেখা হয়েছে, তা স্পষ্ট করা হয়নি। যদিও ওই কণ্ঠস্বর নিয়ে রিপোর্টে সন্তুষ্ট হতে পারেননি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা। ইডির রিপোর্ট সংক্ষিপ্ত বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত করছে ইডি। সেই মামলায় তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট বুধবার আদালতে জমা দেওয়ার কথা ছিল। ওই তদন্তের সূত্রেই 'কাকু'র কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সিন্‌হা। সম্প্রতি ইডি সেই রিপোর্ট হাতে পেয়েছে। বুধবার আদালতে তা জমা দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট দিয়ে ইডি জানায়, তাঁরা 'কাকু'র কণ্ঠস্বর নিয়ে যে সন্দেহ করছিল, তা মিলে গিয়েছে। সেই সন্দেহের সপক্ষেই রিপোর্ট এসেছে। বুধবার আদালতে ইডি যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে, তা পাঁচ পাতার। তার মধ্যে তিন পাতা জুড়েই 'কাকু'র কণ্ঠস্বরের তথ্য রয়েছে। বাকি দু'পাতায় ছিল এই মামলায় ইডির সার্বিক তদন্তের রিপোর্ট। এতেই বিচারপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ইডির তদন্তের রিপোর্ট এত সংক্ষিপ্ত কেন? প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি সিন্‌হা। আদালতে ইডি যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে, তাতে শেষ দু'পাতায় সুজয়কৃষ্ণের সূত্রে এবং প্রাথমিক মামলায় সার্বিকভাবে এখনও পর্যন্ত ইডি কী কী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে, তার হিসাব দেওয়া হয়েছে। মোট ১৩৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। বিচারপতি সিন্‌হার প্রশ্ন, '২০১৪ সাল থেকে যে দুর্নীতি হচ্ছে, তাতে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ এত কম কেন? টাকার অঙ্কই বা এত কম কেন?' ইডি আদালতে জানিয়েছে, আরও কিছু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছ থেকে তার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে। প্রতি দিনই তদন্ত এগোচ্ছে। কিন্তু ইডির এই বক্তব্যেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি বিচারপতি। ইডির হয়ে আদালতে এই মামলাটি লড়ছেন আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী। এ ছাড়া, মূল মামলাকারীদের আইনজীবী হিসাবে ছিলেন ফিরদৌস শামিম এবং সুদীপ্ত দাশগুপ্ত। আগামী ১২ জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি। উল্লেখ্য, বুধবার ইডির পাশাপাশি সিবিআইও এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা দিয়েছে। সিবিআই আবার পৃথক ভাবে জেলে গিয়ে সুজয়কৃষ্ণকে জেরা করার আবেদন জানিয়েছে কলকাতার বিচার ভবনে। নিয়োগ মামলাতেই জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চেয়েছে তারা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪৪১ নং এফিডেভিট বলে Samir Das S/o. Swapan Das ও Samir Kr. Das S/o. S. Kr. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sukumar Kole ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kartik Chandra Kole ও K. Kole সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৫২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sarbani Dey, Sarbani Hota Dey ও Sarbani Hota W/o. Biswaranjan Hota R/o. B-2/2 Mitali Apartment, 340 N.S.Road, Chinsurah, Hooghly সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Arunangshu Hota.

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Dayamay Dhabaldeb ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bhabataran Dhabaldeb ও S. Dhabaldeb সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২২/০৪/২০২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ১০৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Gopal Rajak S/o. Laddu Lal Rajak নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Alauddin নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৪২৯ নং এফিডেভিট বলে Asit Ghosh S/o. Suddana Ghosh ও Asit Kr. Ghosh S/o. S. Ghosh সাং নালিকুল, হরিপাল, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে এপ্রিল। ১২ই বৈশাখ। বৃহস্পতিবার, দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র মহাদশা। বিংশোত্তরী বৃহস্পতির মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ। কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর ছারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ বৃহস্পতিবার। অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন। আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধ্য। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হাবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বৃদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : বৃহস্পতিবার।আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : বৃহস্পতিবার ।পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ডিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মে কালো পথ। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বৃহস্পতিবার।বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ বৃহস্পতিবার।প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দূর্গা মায়েব

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৮৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Abdul Odud ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Joynal Abedin ও Sk. Joynal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৫৪৮ নং এফিডেভিট বলে Kartick Chandra Adhikary S/o. Binay Krishna Adhikary ও Kartick Ch. Adhikari S/o. Lt. B. K. Adhikari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৫৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Amit Banik Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Subodh Ranjan Banik Biswas ও G. B. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৫৪৯ নং এফিডেভিট বলে Deben Adak S/o. Nemai Adak, Debendra Nath Adak ও Adak Debendranath S/o. N. Adak, Nemai Upen Adak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

আমি Asis Kusum Ghosh পিতা Late Subhas Chandra Ghosh ঘোষণা করিতেছি যে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB01 19830435728 এ আমার নাম A.K.Ghosh পিতার নাম S.C.Ghosh আছে, গত ১৬.০৪.২০২৪ তারিখে এল.ডি মেট্রোপলিট্যান ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস ক্যালকাটা কোর্টের এফিডেভিট নং 1669 দ্বারা Asis Kusum Ghosh পিতা Late Subhas Chandra Ghosh এবং A.K.Ghosh পিতা S.C.Ghosh বর্তমানে সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

নাম – পদবী পরিবর্তন

আমি আদিল আলম, পিতা– আকতাব আলম, বয়স–২৫, ধর্ম– ইসলাম । Judicial Magistrate First Class আলিপুর –এর Affidavit(dated-20.04.2024)- 25301 দ্বারা আদিত্য সিকদার নামে পরিচিত হয়েছি। এখন থেকে আমার সমস্ত পরিচিতি পত্রে যথা – আধার কার্ড, প্যানকার্ড, ভোটার কার্ড ইত্যাদিতে আমি আদিত্য সিকদার নামে পরিচিত হবে । আদিল আলম এবং অদিত্য সিকদার এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

আদিত্য সিকদারের পক্ষে
Antara Chatterjee
-Advocate

হারানো-প্রাপ্তি

আমরা **ইন্দু সিং** এবং **অজয় কুমার সিং** এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমরা আমাদের ফ্ল্যাট নং 902, টাওয়ার 8, ইউনিওয়ার্ল্ড সিটি গার্ডেন, AA - III, নিউ টাউন, কলকাতা 700156 - এর বরাদ্দ পত্র এবং বিল্ডারের চুক্তি হারিয়ে ফেলেছি 21.4.24 তারিখে পরের দিন বিধাননগর টেকনোসিটি থানায় জিডি করা হয়েছে। যদি কেউ উপরোক্ত নথি গুলি খুঁজে পান তাহলে অনুগ্রহ করে 6206789109 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

১) সুশীল চন্দ্র বৈরাগী (মোহান্ত), পিতা – স্বর্গীয় বলাই দাস বৈরাগী (মোহান্ত), সাং – চুঁচুড়া, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা – হুগলী, **২) শ্যামসুন্দর বৈরাগী (মোহান্ত),** পিতা - স্বর্গীয় সচ্চিদানন্দ বৈরাগী (মোহান্ত), সাং – বৈঁচিগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী, **৩) মনমিলা বৈরাগী (মোহান্ত),** স্বামী - স্বর্গীয় শম্ভুনাথ বৈরাগী (মোহান্ত), সাং তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী, **৪) দিলীপ বৈরাগী (মোহান্ত),** পিতা - স্বর্গীয় শম্ভুনাথ বৈরাগী (মোহান্ত), সাং তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী, **৫) জয়দেব বৈরাগী,** পিতা – স্বর্গীয় কানাইলাল বৈরাগী, সাং – চুঁচুড়া মনসাতলা, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা – হুগলী, **৬) গীতা রায়,** স্বামী – স্বর্গীয় সুধীর রায়, সাং – বাঁটিকা, পান্ডুয়া, হুগলী, **৭) বুলা চ্যাটার্জী,** স্বামী – জ্ঞান প্রভাত চ্যাটার্জী, সাং – হাতনী, পান্ডুয়া, হুগলী, বিগত ইং ০৭/১০/২০১৩ তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে ৪ নং বহির ০১২৬ নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমাকে (শশাঙ্ক বৈরাগী (মোহান্ত), পিতা – স্বর্গীয় আনন্দ দাস বৈরাগী (মোহান্ত), সাং - বাঁটিকা, পান্ডুয়া, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি ৮৮৭/২৪ নং দলিল মূলে বিক্রয় করি।

তপশীল

জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা – তৈলকোপা, জে. এল. নং - ৯, এল. আর. খতিয়ান নং ১৬/২, ৮৯/১, ২৮৩/২, ২৮৯/১ ও ৩৫১/১, আর. এস ও এল. আর দাগ নং ১২১৮, ভিটী, ষোল আনায় ২৩ শতক আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন ।

ইতি
শশাঙ্ক বৈরাগী (মোহান্ত)
বাঁটিকা, পান্ডুয়া, হুগলী

নাম-পদবী

আমি Mainul Hok পিতা-Md. Ainul Hok vill & P.O. Jhikra, P.S. Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal আমার পিতার নাম Md. Ainul Hok যাহা আমার Aadhaar Card No. 7431 7248 5405, ভোটার কার্ড No GNN0845149 এবং Educational documents-এ আছে। আমার পিতার নাম Ainul Haque Mondal আছে তার Aadhaar Card No. 6540 8310 5529 এবং Voter Card No ZUY2097566-এ Berhampore SDEM(S) Coart-এ Affidavit No- 2189 Dt. 19/04/2024 বলে আমার পিতা Md. Ainul Hok এবং Ainul Haque Mondal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি Kamana Rajbanshi, W/O. Binoy Rajbanshi যা আমার আধার কার্ডে আছে। LICI পলিসি 428625474-এতে নমীনি স্থানে আমার নাম Daibaki Rajbanshi, W/O. Binoy Kumar Rajbanshi আছে। গত ১২/০৪/২০২৪ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Kamana Rajbanshi W/O. Late Binoy Rajbanshi এবং Daibaki Rajbanshi W/O. Binoy Kumar Rajbanshi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of District Delegate, Kharagpur,
Dist-Paschim Medinipur
Probate Case No- 08/2023

Sri Swarup Shit, S/O-Badal Shit Vill- Nemai Nagar, P.O + P.S-Nayagram, Dist- Paschim Medinipur Present Dist-Jhargram Pin-721159 .... Petitioner

-Vs-

General Public Of Vill-Uttar Dhanyasri, P.O- Chhoto Chatla P.S- Belda, Dist-Paschim Medinipur Pin-721424

...... Opposite Party's

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উত্তর ধান্যশ্রী মৌজার, পোষ্ট- ছোট চাটলা থানা- বেলদা সাকিনের সর্ব্ব সাধারন গনকে জানানো যাইতেছে যে, বর্তমানে মৃত অমূল্য শীট, পিতা- ৺নরেন্দ্র শীট মহাশয়ের সম্পাদিত আনরেজিস্টার্ড উইল প্রোবেট গ্রহন জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী **Probate Case No- 08/2023, Kharagpur District Delegate** আদালতে উত্থাপন করিয়াছেন এবং নিম্ন তপশীল বর্ণিত ভূমি উইল ভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত উইল প্রোবেট সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

-ঃ তপশীল সম্পত্তির বিবরন :-

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- বেলদা, মৌজা- উত্তর ধান্যশ্রী, জে.এলনং-৬৭৮, সাবেক খতিয়ান নং- ১২১, হাল খতিয়ান নং-২৬

দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
২	জল	২২ ডেঃ
৪৭৬	কালা	১৩ ডেঃ
৪৭৭	কালা	০৩ ডেঃ
৪৮১	জল	০১ ডেঃ

আদেশানুসারে
তাং-০৪/০৪/২০২৪ **মদন মিশ্র**
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, খড়গপুর

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, আমার মক্কেল **সেখ আব্দুল জাব্বর,**পিতা- স্বর্গীয় সেখ আনজের আলি, সাং- ভান্ডারহাটি, মুসলমানপাড়া, পোঃ- ভান্ডারহাটি, থানা - ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৩০১, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি খরিদ করিবার নিমিত্তে উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক ও দখলিকার **১) শ্রী সমীর ঘোষ,** পিতা - শ্রী নারায়ন চন্দ্র ঘোষ, **২) শ্রীমতী মঞ্জু ঘোষ,** স্বামী - শ্রী সমীর ঘোষ, উভয়ের সাং – জয়পুর (মান্দাড়া), পোঃ - মান্দাড়া, থানা- ধনিয়াখালী, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০২, এর সহিত বায়নানামা চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির অনান্য অংশিদার কিম্বা উক্ত সম্পত্তির কোন দাবী দারের উক্ত প্রস্তাবিত হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোনরূপ ওজর আপত্তি দাবী থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আমার সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ সাক্ষাৎ করুন নচেৎ পরবর্তীকালে কোন অংশীদারের বা দাবীদারের অগ্রক্রয়ের অধিকার সহ অনান্য দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা - হুগলী, এ.ডি.এস.আর. ও থানা - ধনিয়াখালীর সামিল ভান্ডারহাটি মৌজাস্থীত জে.এল. নং- ৮০, তৌজি হাল ৫ নং, প্রজাস্বত্ব খতিয়ান আর.এস. ১২৫৮ নং এল.আর. ২০৭০ ও নং ৩৪২৮ নং রায়ত দখলীস্বত্ব ।

১। আর.এস ২৭০৩ তথা এল.আর. ৩৩০৩ দাগে ভিটি হাল বাস্তু ১ আনায় ১২ শতক মধ্যে চিহ্নিত ০৮ শতক মাত্র। মায় উপরিস্থিত নীচুতলে ৮০০ বর্গফুট পাকা ঘর দ্বিতলে ৮০০ বর্গফুট গৃহাদী সহ।

২।আর.এস ২৭০৩ সাতাশ শত তিন এল.আর ৩৩০২ তেত্রিশ শত দুই দাগে ডাঙ্গা হাল বাস্তু ১ আনায় ৩১ শতক মধ্যে ০৮ শতক আট শতক মাত্র। মায় উপরিস্থিত নীচুতলে ১১০০ বর্গফুট পাকা ঘর সহ, দ্বিতলে ১১০০ বর্গফুট মায় সিড়ি ইলেকট্রিক লাইন, জল কলের লাইন সুবিধা সহ ।

বিনীত-
মহঃ রাজীব
তাং- ২৪.০৪.২০২৪ **এ্যাডভোকেট,**
জেলা জজ আদালত,
চুঁচুড়া, হুগলী । মোঃ-৯৮৩১৬০৭৫১১

সন্ধান চাই

নিরুদ্দিষ্ট ব্যাক্তির প্রতি আবেদন

তুমি বিশ্বজিত দত্ত (বাপি) আমার একমাত্র পুত্র হইতেছো। তুমি গত ৯/১০/২০০০ তারিখ হইতে নিখোঁজ। এযবাৎ কাল বহু খোঁজাখুঁজির পরও তোমার কোনো হদিশ পাইনি। তুমি যদি কোথাও সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকো অবিলম্বে বাড়ী ফিরে এসো। তোমার অপেক্ষায় আমি দিন গুনছি। কোনো ব্যাক্তি এর সন্ধান পেলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় বা ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন। থানা- নিমতা, জিডিই নং- ৩২২। তারিখ- ৯/১০/২০০০।

সুকুমার দত্ত
রামকৃষ্ণ রোড, ক্ষুদিরাম পল্লী,
পোষ্ট- নিমতা, কলকাতা-৭০০০৪৯,
ফোন নম্বর- ৯৮৩১৪৩৪৬৭৮

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

সোহাগী বিবি স্বামী - মরহুম সেখ ইসমাইল, সাকিম - ঘোষপুকুর, পোঃ - সোমড়া, থানা - বলাগড়, জেলাঃ হুগলী বিগত ইং ০৪.১২.২০২৩ তারিখে হুগলী সাবরেজিস্ট্রী অফিসে ১নং বহির ১০৮৫৪ নং আমমোক্তার দলিলমূলে **মহম্মদ আশিক** পিতা – শেখ আবদুল আলীম - ঘোষপুকুর, পোস্ট - সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিক্রয় করি।

তপশীল

জেলা হুগলী, মৌজা – সোমড়া, জে.এল. - ৩৭, এল.আর. খতিয়ান ২৫৭৭, আর.এস. দাগ ৭৮১ ও এল.আর. দাগ ১০৫৮, ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমাণ ৪৬ শতক।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি
মহম্মদ আশিক

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর চুঁচুড়াস্থ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৬/২০১১

শ্রীমতী কৃষ্ণা পাল ...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা অত্র কেসের সাবস্টিটিউটেড নিয়ার রিলেসান নং শ্রীমতী পূর্ণিমা চন্দ্র স্বামী শ্রী দিলীপ চন্দ্র, সাং- পালপাড়া চন্দননগর, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৬ পঃ বঃ ও কুমারী বিজলী দত্ত পিতা-৺ বিমলা চরন দত্ত, সাং- কল্পতরু এ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং-এ-১, মাখন চ্যাটার্জী লেন, ফটোকগোড়া, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা- হুগলী পিন- ৭১২১৩৬ দ্বয়কে জানান যাইতেছে যে অত্র কেসের দরখাস্তকারী শ্রীমতী কৃষ্ণা পাল স্বামী শ্রী অসীম কুমার পাল, অধূনামৃত নির্মলা পালের গত ২০/১২/২০০৬ তারিখের উইলের একজিকিউটর হিসাবে উক্ত উইলের প্রবেট পাইবার নিমিত্ত অত্র কেস দায়ের করিয়াছেন। অত্র কেসের বিরুদ্ধে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে হুজুর আদালতে হাজির হইয়া অত্র কেসে আপনাদের আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় অত্র কেসের একতরফা শুনানি হইবে।

দরখাস্তকারীর তরফ উকিলবাবু
শ্রী রঞ্জন পাল

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
District Delegate, Hooghly.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী শক্তিপদ মান্ডি,** পিতা- মঙ্গল মান্ডি, সাং – দেবীপুর, পোঃ - ভান্ডারহাটি, থানা ধনিয়াখালী, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০১, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির মালিক ও দখলিকার হইতেছেন যাহা তিনি ১৬/০৫/২০০২ তারিখে ধনিয়াখালী এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯৬৭ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আব্দুল রফিক সেখ দীগর মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া তাহার নামে হাল বরাবর ৮০৮ নং খতিয়ানে নথীভুক্ত করতঃ ভোগদখলে কায়েম রহিয়াছে। বর্তমানে বাড়ির নিকট উৎকৃষ্টমানের সম্পত্তি খরিদ করিবার নিমিত্তে জনৈক বাবলু দাসের সহিত বায়নানামা চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন ফলে টাকার আবশ্যক হওয়ায় আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনরূপ আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ তথা জনপ্রতিনিধী নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন নচেৎ উক্ত সময় উত্তীর্ণের পর আমার মক্কেল আদিবাসী সম্প্রদায় ব্যাতিত অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের নিকট উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন। সেক্ষেত্রে আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত জনপ্রতিনিধীর কোনরূপ দাবী দাওয়া থাকিবে না ।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা ও ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী এবং এ.ডি.এস.আর. ও থানা ধনিয়াখালির অধীনস্থ বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মৌজা - দক্ষিন অভিরামপুর, জে.এল নং- ৭৮, হাল খতিয়ান নং – ৮০৮ ভুক্ত। সাবেক দাগ ১১৬ (এক শত ষোলো) তথা হাল দাগ - ১২৯ (এক শত উনত্রিশ), ১ আনায় উপরোক্ত খতিয়ান ভুক্ত ১৫ শতকের মধ্যে উপরোক্ত খতিয়ান ভুক্ত ০৬ শতক, শ্রেনী-শালি।

বিনীত-
মহঃ রাজীব
তাং- ২৪.০৪.২০২৪ **এ্যাডভোকেট,**
জেলা জজ আদালত,
চুঁচুড়া, হুগলী । মোঃ-৯৮৩১৬০৭৫১১

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

শ্রী **বিশ্বনাথ হালদার** পিতা স্বর্গীয় নাচু গোপাল হালদার, সাং - ৪৮/এ পড়ুই দাসপাড়া রোড, নবপল্লী ৩য় লেন, পোস্ট - সরশুনা, থানা - পর্ণশ্রী, জেলা – দক্ষীন ২৪ পরগনা, বিগত ইং - ২৪.০৮.২০২২ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রী হুগলী অফিসে ১ নং বহির ১০১৭৫ নং **আমমোক্তার দলিলমূলে** আমাকে (**শেখ আব্দুল আলিম** পিতা - মরহুম শেখ তাহার আলী সাং - ঘোষ পুকুর, পোস্ট সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিক্রয় করি।

তপশীল

জেলা হুগলী, মৌজা – নটাগড়ি, জে.এল.- ৩৪, এল. আর. খতিয়ান - ১২৬২, আর. এস ও এল. আর দাগ-১১০৭, ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমাণ ৩৩.৫০ শতক ।

এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি
শেখ আবদুল আলিম

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য জেলা প্রতিনিধির আদালত,
বারাসত
উত্তরাধিকার মামলা নং ১৫৭-২০২২ সালের
ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫-এর
অধীনে পাবলিক নোটিশ

শ্রীমতী শাওলি চক্রবর্তী, পিতা শঙ্কর মুখার্জী, ঠিকানা - এসি-১২৫, সেক্টর-১, বিধাননগর (এম), সল্টলেক, সেচ ভবন, কলকাতা - ৭০০০৬৪

-বনাম-
সাধারণ জনগণ

১২.০৩.২০২০ তারিখে প্রয়াত একে-১৮৩, গীতাঞ্জলি সেক্টর ২, ৮ নং ট্যাঙ্ক, বিধাননগর (এম), সল্টলেক, সেচ ভবন, কলকাতা - ৭০০০৯১ ঠিকানার বাসিন্দা প্রয়াত শঙ্কর মুখার্জি, পিতা প্রয়াত নিত্যানন্দ মুখার্জি কর্তৃক মজুত কৃত ১৪,১৬,০৫৫ টাকা (চোদ্দ লাখ ষোলো হাজার পঞ্চান্ন টাকা) পরিমাণ পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট (সুতারকিন স্ট্রিট এস.ও.) সম্পর্কিত উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য মহামান্য আদালত সমীপে উক্তনাম্নী শ্রীমতি শাওলি চক্রবর্তী কর্তৃক এক আবেদন দাখিল করা হয়েছে। এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে উক্তনাম্নী কর্তৃক নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট উক্তনাম্নী আবেদনকারীর পক্ষে অনুমোদনের ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি থাকলে এই আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে পারেন, ব্যর্থ হলে একতরফা শুনানি হবে।

আদেশক্রমে
সুপ্রিয় গুপ্ত
সেরেস্তাদার
জেলা প্রতিনিধি আদালত
উত্তর ২৪ পরগনা বারাসত

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

১। ওসমান হারুন, পিতা - নুরুল হুদা সাং - গ্রাম ও পোঃ - ভিটাসিন, থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা – হুগলী, **২। সেকেন্দার আলি সেখ** পিতা - মহম্মদ আলি সেখ, সাং - পান্ডুয়া সাতঘড়িয়া, স্থায়ী সাং - নামাজগ্রাম, পোঃ ও থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা - হুগলী। বিগত ইং ১৯/০৫/২০১৫ তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে ৪ নং বহির ১১৭ নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমাকে (মহম্মদ সালমান সেখ, পিতা - মরহুম আবদুল গাফফার, সাং - পাণ্ডুয়া কামারপাড়া পোস্ট ও থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা - হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিক্রয় করি।

তপশীল

জেলা হুগলী, মৌজা – নমাজগ্রাম, জে. এল. নং - ১০৪, এল. আর. খতিয়ান নং ১৪৪৩ ও ১৪৪৭, আর. এস ও এল. আর দাগ নং ১০৮০ ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমাণ ১১শতক।

এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি
মহম্মদ সালমান শেখ

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

১। শ্রী দীনবন্ধু শীল ২। শ্রী সুজিত শীল উভয়ের পিতা - স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্র নাথ শীল সাং - সোমড়া, পোস্ট - সোমড়া, থানা - বলাগড়, জেলা - হুগলী **৩। শ্রীমতী রিনা শীল মল্লিক** ওরফে রিনা মল্লিক শীল পিতা – স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্র নাথ শীল সাং - আমড়াতলা গলি, পোস্ট ও থানা – চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী **৪। শ্রীমতী নীতা দত্ত** পিতা - স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্র নাথ শীল সাং - বেনেপাড়া, পোস্ট - দ্বাড়বাসিনী, থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী বিগত ইং ১৫.১২.২০২৩ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রী হুগলী অফিসে ১ নং বহির ১১৫৬৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (শ্রী বিধান চন্দ্র দাস পিতা - বীরেন্দ্র নাথ দাস সাং - পুনুই, পোস্ট সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিক্রয় করি।

তপশীল

জেলা হুগলী, মৌজা শুখড়িয়া, জে.এল. - ৯৬, এল.আর. – ১৫৯ নং খতিয়ানে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি হইতেছে ১। আর. এস. - ১১৩৭ ও এল. আর – ১৩৬৭ নং দাগে বাস্ত জমি ষোল আনার মধ্যে ১৫ শতক। ২। আর. এস. ১৩৩৭ ও এল. আর ১৫৮২ নং দাগে ষোল আনায় শালি জমি ০.৩০ শতক। ৩। আর. এস. ১৬০৬ ও এল. আর. ১২১৮ দাগে ষোল আনায় শালি জমি ০.১৫ শতক।

এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি
শ্রী বিধান চন্দ্র দাস

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

স্বাস্থ্য পরিষেবাই এবার ‘বার্নিং ইস্যু’ বালুরঘাটে

প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ কেন তাও। দুর্নীতির সাফাই ছাড়া অন্য উত্তর সুকান্তবাবুর কাছে কিন্তু এই মুহূর্তে আর কিছু নেই। কারণ, তিনিও বিলক্ষণ জানেন, পাঁচজনের বেনিয়ম করেছে বলে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষের টাকা আটকে রাখা যায় না বা উচিতও নয়। এখন হাতে রইল মেরুকরণ। এদিক থেকে তাঁর পাশে রয়েছে আরএসএস। সঙ্ঘ পরিবার এবারের ভোটে যে কয়েকটি বাছাই করা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের জন্য এগিয়ে এসেছে, তার মধ্যে বালুরঘাট একটি। আপাতদৃষ্টিতে বালুরঘাট শহরে এর প্রভাব ভালই পড়েছে।

এদিকে সুকান্তবাবুর আশা, এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি লিড পাবেন। খুব এদিক-ওদিক না হলে হবেও হয়তো তাই। এছাড়া গঙ্গারামপুর ও তপন এলাকা তাঁকে কিছুটা এগিয়ে দিতে পারে। তপনের ক্ষেত্রে যেমন তাঁকে সেরকম কিছু করতে হয়নি। দণ্ডিকাণ্ডের জন্য আদিবাসীদের একটা অংশ তৃণমূলের উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তার প্রভাব এবারের লোকসভা নির্বাচনে পড়তে বাধ্য। দণ্ডিকাণ্ডে তৃণমূল মরিয়া চেষ্টা চালালেও এই ক্ষত সহজে সারার নয়। ফলে এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের লিড নেওয়ার সম্ভাবনা দূর-অস্ত।

এবার দেখার বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে বিপ্লব মিত্র ঠিক কোথায় বিপক্ষ শিবিরের থেকে এগিয়ে। এখানে তুরুপের তাস হতে পারে ইটাহার বিধানসভা। ইটাহার যদি তৃণমূলকে ৮০ থেকে ৮৫ হাজারের লিড দেয় তাহলে সুকান্ত মজুমদার পরবর্তীতে বালুরঘাটের ‘প্রাক্তন সাংসদ’ হিসেবেই পরিচিত পাবেন। সঙ্গে রয়েছে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক । ২০২৪-এও এই সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক তৃণমূলের পক্ষেই থাকবে বলেই বিশ্বাস বিপ্লববাবুর। আরও একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ রয়েছে তৃণমূলের। তা হল ব্যবসায়ীরা এবার মোটামুটি তৃণমূলের দিকেই ঝুঁকে রয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি এলাকায় থাকলে অনেকাংশেই কাজ করতে সুবিধা হয়। তার উপর পরিষেবার দিক থেকেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রহণযোগ্যতার ধারকাছে কেউ নেই। সঙ্গে এক্সট্রা ডিভিডেন্ড দিতে হাত বাড়িয়েই রয়েছে ‘লদীর ভান্ডার’ বা ‘স্বাস্থ্যসাথী’-র মতো বেশ কিছু প্রকল্প।

এখানে জনান্তিকে একটা কথা বলে রাখতেই হয়, ‘সি-ভোট সমীক্ষা’ বলছে প্রার্থী হিসেবে বালুরঘাট লোকসভার মানুষ পছন্দ করছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকেই। সেখানে ধারে কাছে নেই আইএসএফ প্রার্থী মোজাম্মেল হক বা জোট প্রার্থী জয়দেব সিদ্ধান্ত। মূল লড়াই হবে তৃণমূলের বিপ্লব মিত্রের সঙ্গেই।

দ্বিতীয় দফায় তিন আসনে ভোটের জন্য প্রস্তুত কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় আগামী শুক্রবার রাজ্যের ৩ আসনে ভোট নেওয়া হবে। ওই তিন কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ৫১ লক্ষ ৩২ হাজার ৪১৩ জন ভোটদাতা মোট ৪৭ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। যার মধ্যে ৪৪ জন পুরুষ এবং তিনজন মহিলা প্রার্থী। এর মধ্যে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে মোট ১৪ জন প্রার্থী ভোটে লড়ছেন। যার মধ্যে পুরুষ প্রার্থী ১২ জন এবং মহিলা দুজন। রায়গঞ্জ লোকসভা আসনে মোট প্রার্থী রয়েছেন, যার মধ্যে একজন মহিলা। বালুরঘাট লোকসভা আসনে ১৩ জন প্রার্থী রয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকে পুরুষ প্রার্থী। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব বুধবার এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় দফায় ৯৮ শতাংশ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রকে ক্রিটিকাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে সমস্ত বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। এই সঙ্গে ভোটের দিন কোনো গণ্ডগোল হলে চটজলদি ব্যবস্থা গ্রহণ এর জন্য থাকবে ২৭০ কোম্পানি কুইক রেসপন্স টিম। এ ছাড়াও থাকবে ১১ হাজারের বেশি রাজ্য পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মোতায়েন করা হচ্ছে ৭৩ কোম্পানি বাহিনী। থাকছে ৭৩টি কুইক রেসপন্স টিম। দার্জিলিঙে রাখা হচ্ছে মোট ৫১ কোম্পানি বাহিনী এবং ৫০টি কুইক রেসপন্স টিম। কালিম্পঙে মোতায়েন করা হবে ১৬ কোম্পানি বাহিনী ও ১৫টি কিউআরটি। এছাড়া সমতলে অর্থাৎ শিলিগুড়ি এলাকায় মোতায়েন করা হচ্ছে ২১টি কোম্পানি বাহিনী এবং ২১টি কিউআরটি। উত্তর দিনাজপুর জেলার ক্ষেত্রে মোতায়েন করা হচ্ছে মোট ১১১ কোম্পানি বাহিনী। তার মধ্যে ইসলামপুরে রাখা হচ্ছে ৫১ কোম্পানি বাহিনী এবং রায়গঞ্জে রাখা হচ্ছে ৬০ কোম্পানি বাহিনী। সঙ্গে ইসলামপুরের জন্য ৫১টি কিউআরটি ও রায়গঞ্জে ৬০টি কিউআরটি রাখা হচ্ছে।

এর পাশাপাশি যে তিন আসনে ভোট হয়ে গিয়েছে, সেখানেও রাখা হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। একই সঙ্গে একই সঙ্গে সমস্ত বুথ থেকে ওয়েব কাস্টিং করা হবে। দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার দুর্গম ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছনোর জন্য ভোটের দু’দিন আগে বুধবারই ভোট কর্মীরা রওনা হয়েছেন।

ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকে গিয়েছে, কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকে গিয়েছে। বুধবার এভাবেই বিজেপি বিরোধী ‘ইন্ডিয়া’ জোটকে কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তাঁর কথায়, ‘ইন্ডি জোটের শরিক দলগুলো নির্বাচনী ইস্তেহারে মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে ভোট পেতে চাইছে।’ এদিন নৈহাটির দলীয় কার্যালয় সিং ভবনে ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। সেই বৈঠকে ইন্ডি জোটের নির্বাচনী ইস্তেহার নিয়ে তিনি সরব হলেন। সাংবাদিক বৈঠকে ইন্ডিয়া জোটকে নিশানা করে অর্জুন সিং বলেন, দেশের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস বদলে দিতে চাইছে ইন্ডি জোট। নির্বাচনী ইস্তেহারে মা-বোনদের সঞ্চয় ও সম্পত্তির ওপর নজর দেওয়া হয়েছে। অথচ অসাধু ব্যবসায়ী যারা আয়কর ফাঁকি দিয়ে রোজগার করছে। তাদের বিষয়ে ইস্তেহারে কিছুই উল্লেখ নেই।

জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘তৃণমূল একটা আঞ্চলিক দল। কিন্তু ইলেক্ট্রোরাল বন্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থের ভিত্তিতে দেশে দু’নম্বরে ওই আঞ্চলিক দল। জোটের নির্বাচনী ইস্তেহারে এই বিষয়েও কিছুই উল্লেখ নেই।’ তাঁর কটাক্ষ, ইন্ডিয়া জোটের প্রধান শরিক তৃণমূল রাজ্যে ৪২ টি আসনে লড়ছেন। ৪২ টি আসন নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তাঁর কথায়, ‘কারও দয়ায় অন্য তিন রাজ্যে তৃণমূলের তরফে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভিন রাজ্যে ওরা নোটার থেকে কম ভোট পাবে।’ ঘাসফুল সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘বাংলাকে রসাতলে পৌঁছে দিয়েছে মমতার সরকার। এখানে উন্নয়ন বলে কিছুই নেই।’ অর্জুনের দাবি, চাকরি চুরি কাণ্ডের বড় মাথারাও গ্রেপ্তার হবেন। দেশে আইনের ঊর্দ্ধে কেউ নন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল যদি গ্রেপ্তার হন, তাহলে বাকিরাও ছাড় পাবেন না। বিজেপি প্রার্থীর দাবি, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। ভাটপাড়ার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে বিপুল সংখ্যক বোমা মজুতের বিষয় তিনি নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বোমার ছবি-সহ তিনি টুইট করার পর টনক নড়ে প্রশাসনের। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এদিন তিনি সরব হলেন। তাঁর অভিযোগ, আমডাঙার আইসি ও বারসাতের এসপি মিটিং করে ২০০ জন কর্মীর তালিকা তৈরি করেছেন। যারা তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসেছেন কিংবা তৃণমূলে থেকেই বিজেপিকে সমর্থন করছেন। সেই ২০০ জন কর্মীকে হেনস্থা করার পরিকল্পনা চলছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৫ এপ্রিল ২০২৪ ১২ বৈশাখ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

২০১৭-য় টেট প্রশ্ন ভুল মামলায় বিশেষজ্ঞ কমিটিকে একমাসে রিপোর্টের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০১৭ সালের টেট পরীক্ষার প্রশ্ন ভুল মামলায় বিশ্ব ভারতী বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাহায্য চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৭ সালে প্রাথমিকের টেট মামলায় বাংলা, পরিবেশ বিজ্ঞান-সহ তিন বিষয়ে মোট ২১ টি প্রশ্নে ভুল থাকার অভিযোগ ওঠে। তার ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের হয়। মামলাকারীদের দাবি ছিল, প্রশ্ন যদি ভুলই থাকে, তাহেল যাঁরা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই নম্বর দিতে হবে।

এই প্রসঙ্গেই বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে বিতর্কিত প্রশ্ন পরীক্ষা করার নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। বাংলা, পরিবেশ বিজ্ঞান সব তিন বিষয়ে প্রশ্ন ভুলের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে উপাচার্য কমিটি গঠন করবেন। সেই কমিটি সব খতিয়ে দেখে এক মাসের মধ্যে সঠিক উত্তর কী হওয়া উচিত সেই বিষয়ে তাঁদের মতামত দেবে। তার আগে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদকে ফের বিতর্কিত উত্তর খতিয়ে দেখে তাদের বিশেষজ্ঞদের মতামতও মামলাকারীদের ওই প্রশ্নের সঙ্গে বিশ্ব ভারতীয় উপাচার্যের কাছে পাঠাতে হবে। ১১ জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি হতে চলেছে। সংশ্লিষ্ট কমিটির রিপোর্ট খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে বুধবার নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। প্রসঙ্গত, মামলাকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম মঙ্গলবার দাবি করেছিলেন, প্রশ্ন ভুল যে ছিল সেই বিষয়ে নিশ্চিত। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের টেট নিয়েও বিস্তর 'বিতর্ক' তৈরি হয়। এই পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে ২০১৬ সালের প্রাথমিকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই নিয়ে দুর্নীতি নিয়ে এখনও আদালতে মামলা চলছে। সেখানে ৬টি প্রশ্ন ভুলের প্রসঙ্গ উঠে আসে। এই নিয়ে বিস্তর আইনি লড়াই চলেছিল। এরপর যে প্রশ্নগুলি ভুল ছিল সমস্ত চাকরিপ্রার্থীকেই সেই প্রশ্নগুলির উপর ভিত্তি করে নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত।

চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ টেট-এ প্রশ্ন 'ভুল' নিয়ে দাবি করেন, '২০১৪ থেকে শুরু করে ২০২২-এর মধ্যে যে কটি টেট হয়েছে সেখানে প্রশ্ন ভুল নিয়ে মামলা হয়েছে।' এরই মধ্যে ২০১৭ সালের টেট পরীক্ষা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এই নির্দেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে সোমবার এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রায় ২৬ হাজার জনের চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। যদিও এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা জানায় স্কুল সার্ভিস কমিশন।

বেআইনি নির্মাণ রুখতে এবার আম জনতার সাহায্য চায় কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচে বেআইনি বহুতল ভেঙে পড়ে ১৩ জনের মৃত্যুর ঘটনায় প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে পুর-প্রশাসনকে। কলকাতার বুকে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে সরব হয়েছে আম জনতা থেকে বিরোধীরা। এ বার বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে নজরদারির কাজে কলকাতার নাগরিকদের সাহায্য নিতে চায় কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, শহরে কোনও নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন জাগলে যে কোনও ব্যক্তি পুরসভার ওয়েবসাইটে গিয়ে অনুমোদিত নকশার সঙ্গে নির্মীয়মাণ বাড়ির নকশা মিলিয়ে নিতে পারবেন। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ পাওয়ার পরেই কলকাতা পুরসভা এই সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। প্রত্যেক দিনের অনুমোদিত নকশা নিয়ম করে পুরসভার ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেওয়া হচ্ছে। বেআইনি নির্মাণ রুখতে একটি অ্যাপ চালু করেছে কলকাতা পুরসভা। বিল্ডিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারেরা নিয়মিত এলাকা পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট নির্মাণের ছবি আপলোড করছেন সেই অ্যাপে। ফলে বেআইনি নির্মাণের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পুরসভার সুবিধা হচ্ছে বলেই দাবি করেছেন বিল্ডিং বিভাগের এক কর্তা। সেই সঙ্গে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে নাগরিক সচেতনতাও বৃদ্ধি করা যাবে বলেই মনে করছে কলকাতা পুরসভা।

ওয়েবসাইটে বিল্ডিং বিভাগের জায়গায় সেই নকশাগুলি আপলোড করা হচ্ছে। কোনও নির্মাণ নিয়ে কেউ লিখিত অভিযোগ করার আগে পুরসভার ওয়েবসাইটে ঢুকে তাঁর অভিযোগের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পারবেন। কোনও বাড়ির নির্মাণ বৈধ না কি অবৈধ, তা ঠিকানা দিয়ে নকশা খুঁজে দেখে নেওয়া যাবে।

জানা গিয়েছে, গত ১০ বছর ধরে কলকাতা পুরসভা এলাকায় অনুমোদিত নতুন নির্মাণের নকশা সবটাই ওয়েবসাইটে তোলার কাজও শুরু হয়েছে। বলেই কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর।তবে গার্ডনরিচের ঘটনার পর বিল্ডিং বিভাগের এক শীর্ষকর্তার কথায়, 'কলকাতা শহরের অলিতে-গলিতে যে সব বেআইনি নির্মাণ হয়, তা পুরসভার নজর এড়িয়ে যেতেই পারে। কিন্তু শহরের নাগরিকেরা যদি সচেতন ভাবে বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ পুরসভাকে জানান, তা হলে আমাদের যেমন সুবিধা হবে, তেমনই নাগরিকেরাও সুরক্ষিত থাকবেন।'

'পানশালার বাউন্সার থেকে এখন হয়েছেন শ্রমিক নেতা'

নৈহাটির বিষ্ণুকে কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানশালার বাউন্সার থেকে এখন আইএনটিটিইউসি নেতা। বুধবার ভাটপাড়া পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের 'চায়ে পে চর্চায়' এভাবেই নৈহাটির তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা বিষ্ণু অধিকারীকে কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, ভাটপাড়ার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের ফাইভ-এ দিঘির পাড় এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক বোমা উদ্ধার হয়েছে। যদিও বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং আগেই বোমার ছবি-সহ নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানান। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও পদক্ষেপ না হয়নি বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে তিনি বোমার ছবি দিয়ে টুইট করেন। এরপরই টনক নড়ে পুলিশ প্রশাসনের। অবশেষে সিআইডি-র বম্ব স্কোয়াড ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমাগুলো নিস্ক্রিয় করে দেয়। বোমা উদ্ধার নিয়ে এদিন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ কায়েম করতে সনৎ দে আর বিষ্ণু অধিকারী ওখানে বোমাগুলো মজুত রেখেছিল ।' তাঁর কটাক্ষ, 'একদা পানশালার বাউন্সার এখন আইএনটিটিইউসি নেতা। এই তো হাল তৃণমূলের।'

বিপুল সংখ্যক বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি করেছেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। বিজেপি প্রার্থী বলেন, 'এনআইএ তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে।' তাঁর দাবি, শান্ত এলাকা অশান্ত করার জন্য ওখানে বোমা মজুত রাখা হয়েছিল। যাতে ভোটের সময় এলাকার মানুষজন ভয়ে বাইরে না বের হয়।

সাধারণ কর্মী জানিয়ে ভোট প্রচারে বিজেপির শীলভদ্র দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তিনি হেভিওয়েট নন।বিজেপির একজন সাধারন কর্মী। বুধবার বিকেলে নিজেকে সাধারণ কর্মী দাবি করেই খড়দা বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় ভোট প্রচার সারলেন দমদম কেন্দ্রের বি(জপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত। এদিন সন্ধেয় তিনি খ ড়দার সুখচর একফোর্ড রোডের শীতলা মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার শুরু করেন। পুলিন পাড়া, বলরাম সেবা মন্দির হাসপাতাল ছুঁয়ে পিডি মোড় হয়ে বিটি রোড ধরে খড়দার সূর্যসেন দুর্গা মন্দিরের কাছে তিনি প্রচার শেষ করেন। প্রচার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শীলভদ্র দত্ত বলেন, তিনি হেভিওয়েট নন। তিনি একজন বিজেপির সাধারন কর্মী। নরেন্দ্র মোদীর প্রতিনিধি হয়ে তিনি ভোটে লড়ছেন। তাঁর বিশ্বাস, দমদমের মানুষ এবার নরেন্দ্র মোদিকেই ভোট দেবেন। বিদায়ী সাংসদকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'সবচেয়ে বড় আবর্জনার নাম সৌগত রায়। তারপরের আবর্জনার নাম নির্মল ঘোষ। এখানকার মানুষ এই সকল আবর্জনাকে সরাতে চাইছেন।' শীলভদ্রের কথায়, অনেক উন্নয়ন হতে পারতো। কিন্তু কেউ কথা রাখে নি। সেইরকম বিদায়ী সাংসদও কথা রাখেননি। এখানকার বিধায়কও কথা রাখেননি। তাই পানিহাটির মানুষ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যের বেহাল দশা। তাই এখানকার রাস্তাঘাট বেহাল তো হবেই। কারন, সব টাকাই তো কাটমানিতে চলে যাচ্ছে।

পদ্মে ভোট দেওয়ার আর্জি জানাতে শশীর বাড়িতে তাপস! শুরু জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট প্রচারে বেরিয়ে সটান শশী পাঁজার বাড়িতে হাজির হলেন তাপস রায়। একসময় দু'জনেই ছিলেন সহযোদ্ধা। এখন অবশ্য প্রতিপক্ষ। তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তাপস রায়। তিনি এবার উত্তর কলকাতায় বিজেপির হয়ে ভোটে লড়ছেন।

ফলে সকাল বেলাতেই কেন শশীর বাড়িতে তাপস, এ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই গুঞ্জন শুরু হয়। যদিও পরে জানা যায়, এটা নিছক সৌজন্যের রাজনীতি। জানা গিয়েছে, তৃণমূলের বিধায়ক-মন্ত্রী শশী পাঁজার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই প্রয়াত অজিত পাঁজার ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। কথা বলেন শশী পাঁজা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। সকলের কাছে তাঁকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান।

তাপসবাবুর এই ভোট চাওয়ার সময় প্রয়াত অজিত পাঁজার ভাই রঞ্জিত পাঁজার ছেলে অরিন্দ্রজিৎ পাঁজা বলেন, 'তাপসবাবু আমার বাবার মতো। ব্যবহার এবং আবেদন অমায়িক। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। আমার পরিবারের প্রতি তাপস রায়ের ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক। আমার পরিবারের সদস্যের থেকে পৃথক নয়। তাই তাপস রায়ের আবেদন অগ্রাহ্য করব কীভাবে? তাপস রায়ের ব্যবহার বা ভোট চাওয়ার আবেদনকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।' স্বাভাবিকভাবেই খে দ মন্ত্রীর বাড়ির ছেলের এই বক্তব্য বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়কে অনেকটাই অক্সিজেন যোগাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিকে তাপস রায়ের কথাতেই তাঁর 'রাজনৈতিক গুরু' প্রয়াত সাংসদ অজিত পাঁজা। সঙ্গে এও জানান, 'ভোট এমন একটা জিনিস, যে যাঁদের কাছে আশা করছেন, পাবেন না, আবার যাঁদের কাছে আশা করছেন না, তাঁরাই হয়তো দেবেন। কিন্তু আমাকে তো ভোট চাইতেই হবে। অজিত পাঁজার হাত ধরে আমার হাইকোর্টের প্রবেশ। এই বাড়ি আমাদের কাছে মন্দির।' এদিকে শশী পাঁজা জানান, 'আমার বাবার সঙ্গে রাজনীতি করেছেন তাপস দা। তাপসদা আমাদের বাড়িতে অনেকবার এসেছেন। বাবার সান্নিধ্যেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাপসদার পরিসর বেড়েছে।'

প্রসঙ্গত, দিন দুয়েক আগে আলিমুদ্দিনে পৌঁছে গিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। দেখা করেছিলেন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ বিমান বসুর সঙ্গে। তাঁর কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। বিমান বসু তাঁকে আশীর্বাদও করেছিলেন। যদিও স্পষ্টভাবেই বিমানবাবু জানিয়েছিলেন যে উত্তর কলকাতায় বাম সমর্থিত কংগ্রেসের প্রার্থী রয়েছেন। তাঁর হয়েই লড়াই করবে লাল পার্টি।

মমতার মন্তব্য নিয়ে বিচারপতিকে চিঠি দিলেন কৌস্তভ, ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি বিজেপি নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে গেলেন কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যাওয়া আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। ২০১৬ সালে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করেছে কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। এই ঘটনার পর রায়গঞ্জে এক রাজনৈতিক সভা থেকে তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক যোগের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'এটা ওই বিজেপির চিহ্নে দাঁড়ানো জজের কীর্তি।' মমতার এই মন্তব্য আদালতের প্রতি অপমানজনক বলে অভিযোগ তুলে প্রধান বিচারপতির কাছে কৌস্তভের আবেদন, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মুখ ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক আদালত।

প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমকে চিঠি লিখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন বিজেপি নেতা তথা কৌস্তভ। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক সভা থেকে দেশের বিচার বিভাগের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে কৌস্তভ লিখে ছেন, 'আদালতের রায় নিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা মিথ্যা ও সত্যের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আদালতের প্রতি বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক উদ্দেশে এই মন্তব্য করা হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রীর সেই মন্তব্যও চিঠিতে তুলে ধরেন কৌস্তভ। যেখ ানে আদালতের নির্দেশের পর মুখ ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, 'একজনকে দেখলেন না বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে গেল তাঁর অর্ডার ছিল এটা। শীর্ষ আদালত এটাকে একদম সেট এসাইড করে দিয়েছিল, বলেছিল নতুন ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করতে। আরে কাকে নিয়ে করবেন ডিভিশন বেঞ্চ?' পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি বিচারক নিয়ে বলছি না। আমি রায় নিয়ে বলছি। এই অর্ডার বেআইনি অর্ডার। চিন্তা করবেন না আমরা এর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাচ্ছি। যখন বিপদে পড়বেন, তখন আর কেউ না থাকলেও আমি থাকবো। আমি কারোর পাশ থেকে সরে দাঁড়াবো না।'

সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলায় আরও ১৬ জনকে তলব সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় আরও ১৬ জনকে তলব সিবিআইয়ের। ঘটনার দিন অর্থাৎ ৫ জানুয়ারি ইডিকে ঘিরে ধরেছিল কারা, শেখ শাহজাহানকে সাহায্য করছিল কারা সেই সব জানতে তলব বলে খবর।রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। উদ্দেশ্য ছিল শাহজাহান শেখের বাড়িতে তল্লাশি।

কিন্তু সেখানে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েন ইডি আধিকারিকরা। তাঁদের মারধরও করা হয়। কার্যত প্রাণ হাতে নিয়ে এলাকা ছাড়েন ইডি আধিকারিকরা।

সেই ঘটনার পর থেকেই অবশ্য ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলায়। শেখ শাহজাহান এলাকা থেকে কার্যত গা ঢাকা দিতে একসময়ের দাপুটে নেতা শাহজাহান ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে জমি দখল, মহিলাদের ওপর নির্যাতন-সহ খুন করে গুম করে দেওয়ার মতো অভিযোগ উঠতে থাকে। জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। ৫৫ দিনের মাথায় জালে ধরা পড়ে সন্দেশখালির একসময়ের বেতাজ বাদশা। সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। ইতিমধ্যেই একাধিক ব্যক্তিকে তলব করা হয়েছে। এবার আরও ১৬ জনকে তলব করল সিবিআই।

মা উড়ালপুলের সংস্কারের কাজে হাত দিল কেএমডিএ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মা উড়ালপুলের সংস্কারের কাজে হাত দিল কেএমডিএ। সরকারি সূত্রে খ বর, শহরের অন্যতম ব্যস্ত এই উড়ালপুল সংস্কারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩ কোটি ১০ লাখ টাকা। জানা গিয়েছে, এই টাকায় উড়ালপুলের বিয়ারিং ও পিলারের গার্ডার বদলানো হবে। পাশাপাশি উড়ালপুলে জমা হওয়া বৃষ্টির জল যাতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারে সেজন্য পাইপলাইন সংস্কারের কাজও করা হবে।

প্রসঙ্গত, শহর কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উড়ালপুল মা ফ্লাইওভার। প্রতিদিনই হাজার হাজার যানবাহন ও মানুষের যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যমে এই উড়ালপুল। সেই মা ফ্লাইওভারেই এবার সংস্কারের কাজ। জানা গিয়েছে, মা উড়ালপুলের বেশ কিছু বিয়ারিং অনেকটাই জীর্ণ হয়ে গিয়েছে, তাই সেগুলির পরিবর্তন প্রয়োজন। আর সেই কারণেই সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় উড়ালপুলটি। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই মা উড়ালপুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ওই সংস্থার তরফে জানান হয়, উড়ালপুলের বেশ কিছু বিয়ারিং ইতিমধ্যেই জীর্ণ হয়ে গিয়েছে, সেগুলির দ্রুত পরিবর্তন জরুরি। তবে এই সংস্কারের কাজ চলবে মূলত রাতের দিকেই। কারণ, দিনের বেলা এই উড়ালপুলে যানবাহনের চাপ বেশি থাকে। সেই কারণেই এই সংস্কারের কাজ করার সময় বেছে নেওয়া হয়েছে রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কেএমডিএ-র তরফে জানানো হয়েছে কলকাতা পুলিশকে। এই বিষয়ে কেএমডিএ-র এক কর্তা জানিয়েছেন, শুক্রবারের মধ্যে কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। যেহেতু রাতের দিকে কাজ হবে, ফলে মানুষের সমস্যা হবে না বলেই আশা করা হচ্ছে।

এদিকে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার পর্যন্ত এই সংস্কারের কাজ চললেও কোনও দিনই সম্পূর্ণ উড়ালপুল বন্ধ রাখার প্রয়োজন পড়বে না। যে অংশে কাজ হবে শুধু সেই জায়গাতেই যান চলাচল বন্ধ করা হবে। যেমন, সোমবার রাতে যেমন পাক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং থেকে বর্তমান ভবন এবং গড়িয়ার দিকে যান চলাচল বন্ধ ছিল। রাতে কাজ চলায় সকালে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে না গাড়ির চালকদের। তাছাড়া গোটা উড়ালপুল বন্ধ করার প্রয়োজন না পড়ায় খুব একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে না। এদিকে সূত্রে খবর, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার চেষ্টা করছেন কেএমডিএ-র কর্তারা।

জলপথে পরিবহণ নিয়ে বিশেষ ভাবনা, অত্যাধুনিক জেটির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সড়কপথে যানবাহনের চাপ কমাতে রাজ্য সরকার জলপথ পরিবহণের ওপর জোর দিচ্ছে। এই লক্ষ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলির বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে গঙ্গার দুই পাড়ে মোট ১৫টি অত্যাধুনিক ভাসমান জেটি তৈরি হবে। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর ব্যারাকপুরের বাবাজি ফেরিঘাট, বৈদ্যবাটির কানাইদিওয়ার ফেরি ঘাট, ভাটপাড়ার আতপুর ঘাট, চন্দননগরের গোন্দলপাড়া, হাওড়ার বালি ঘাট, উত্তর ২৪ পরগনার বরানগর, হাওড়ার জগন্নাথ ঘাট, হাওড়ার সাঁকরাইলের পোদরা, কলকাতার রাজাবাগান ঘাট, হুগলির চুঁচুড়ার চাঁদনি ঘাট, তামলিপাড়া ও হুগলি ঘাট, হালিশহরের জুটমিল ঘাট, এছাড়া মেটিয়াবুরুজ জেটি ঘাট এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুজালি ঘাট।

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সেখানে একাধিক শৌচালয় সহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে। প্রতিবন্ধীরাও যাতে লঞ্চে যাতায়াত করতে পারেন তার জন্য সিঁড়ির বদলে র‍্যাম্প তৈরি করা হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফ্রাসট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন এই প্রকল্প রূপায়ণ করবে । বছর দেড়েকের মধ্যেই এই কাজ শেষ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। হুগলি নদীতে অত্যাধুনিক জেটি তৈরির পাশাপাশি বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় মোট ১৩টি ইলেকট্রিক ফেরি কিনতে চলেছে রাজ্য সরকার। তার মধ্যে সাতটি নন এসি এবং বাকিগুলো এসি ডেকযুক্ত। এর ফলে জলপথের প্রতি লোকে বেশি করে আকৃষ্ট হবেন বলে মনে করছেন পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা।

সম্পাদকীয়

বিচারকের পক্ষপাতিত্বকে হেয় করা বা হীন চোখে দেখে তাঁকে আক্রমণ বা অপমান করা সমীচীন নয়

বিচার সকলের অধিকার হলেও সকলে বিচার চায় না, মানেও না। যে অন্যায় বা অপরাধ করে তার বিচার চাইলেই ক্ষতি, হলেই বিপদ আর মানলেই শাস্তি ভোগ। আর যে অন্যায়-অপরাধের শিকার তার বিচারই একমাত্র ভরসা। সেক্ষেত্রে বিচারের ঐশ্বরিক বিভূতি জগৎজুড়ে। দুষ্টের দমন,শিষ্টের পালনের স্ববাকমূর্তি ধর্মীয় আধারেও সম্প্রসারিত। সেখানে বিচারকের ঐশ্বরিক অস্তিত্ব নানাভাবে হাতছানি দেয়, রাজার ত্রাতার ভূমিকাও জেগে ওঠে। যার কেউ নেই, তার ভগবান থাকার মতো সুবিচারের আশা জেগে থাকে আজীবন। শুধু তাই নয়, সুবিচারের প্রত্যাশাই বেঁচে থাকার বিশল্যকরণী হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে বিচারের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস যত সুদৃঢ় হয়,বিচার ব্যবস্থার প্রতি ততই পরম নির্ভরতা জেগে থাকে। তাতে সুবিচার প্রাপ্তিতে যেমন ধর্মের জয়ধ্বনি বেজে ওঠে, সুবিচার দাতা বিচারককে তেমনই বিধাতার অবতার মনে হয়। আর সেখানেই বিচারকের নিরপেক্ষ ভূমিকা শ্রদ্ধার বেদিমূলে যেভাবে প্রত্যাশায় নিবিড়তা লাভ করে, সেভাবেই তাঁর নিরপেক্ষতার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর ব্যক্তিগত মতামতও বিচারকের নিরপেক্ষতার অভাবে জুড়ে যায়, তাঁর সক্রিয়তাকেও অতি সক্রিয়তায় পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলে। বিচারের মূল কাণ্ডারি হিসাবে বিচারকের ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণ্যের ধারণা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং সংবেদনশীল। তাঁর নিরপেক্ষতার বিষয়টি যেভাবে সদা সতর্কতায় সক্রিয়তা লাভ করে, তাঁর সক্রিয় উদ্যোগও তেমনই অতি সক্রিয়তা বোধে বিচারের পরিপন্থী মনে হয়। অন্যদিকে বিচারকের সহৃদয় মানসিকতা নিয়ে আমাদের গড়ে তোলা ধারণা সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বিচারের চেতনা যেভাবে মহত্ত্ব লাভ করেছে,তা আজও প্রবহমান। আসলে বিচারের নিরপেক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে বিচারকের নিরপেক্ষতাকে আমরা এক করে দেখি। অথচ ভেবে দেখি না বিচারকও একজন সমাজ সচেতন স্বতন্ত্র মানুষ। তাঁরও নিজস্ব কণ্ঠ রয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা বর্তমান। নিজস্ব মূল্যবোধের আলোয় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলেও মতামত প্রকাশের সদিচ্ছা থাকতেই পারে। শুধু তাই নয়, তাঁকে নিরপেক্ষ ভাবার কারণও যথোপযুক্ত নয়। তিনি তো সৎ-এর পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে। সেক্ষেত্রে তাঁর নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশ জরুরি নয়, সবচেয়ে জরুরি বিচারকে নিরপেক্ষ করা বা রাখা। বিচারের নিরপেক্ষতা দিয়ে বিচারকের পক্ষপাতিত্বকে হেয় করা বা হীন চোখে দেখে তাঁকে আক্রমণ বা অপমান করা সমীচীন নয়।

জন্মদিন

আজকের দিন

অরিজিৎ সিং

১৯১৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হেমবতী নন্দন বহুগুণার জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় আই এম বিজয়নের জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অরিজিৎ সিংয়ের জন্মদিন।*

হাইকোর্টের এই রায় রাজ্যে ব্যাপক দূর্নীতির আবহে এক কড়া চেতাবনি ময়লা সাফের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপও

শান্তনু রায়

অবশেষে এস এস সি'র নিয়োগ দূর্নীতি মামলার রায় ঘোষিত হলো। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে গঠিত কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সাব্বার রশিদির বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চের এক ঐতিহাসিক রায়ে সোমবার ২০১৬সালের এস এসসির নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় দূর্নীতির কারণে এক ধাক্কায় ২৫৭৫৩ জনের চাকরি খারিজ হয়ে গেল। এতো বেশি সংখ্যকজনের চাকরির নিয়োগ বাতিল হওয়ায় সমাজ পরিসরের একাংশে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এমনকী রাস্তায় বসে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনকারী 'যোগ্য' অথচ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের অনেকেও রায়ে খুশি হয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পুরো প্যানেল বাতিল হওয়ায়-কিঞ্চিৎ হতাশও।তাঁদের আশা ছিল অর্থের বিনিময়ে হওয়া অযোগ্যদের নিয়োগ খারিজ করে আদালত প্যানেল থেকে যোগ্যদের নিযুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন।হতাশায় অনেকে ভেঙ্গে পড়েছেন এতোদিন পরে আবার চাকরির জন্য নতুন করে পরীক্ষায় বসতে হবে ভেবে-এঁদের মধ্যে কারোর হয়ত বয়সসীমাও পার হয়ে গেছে। এখানে হয়ত কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি হচ্ছে।আদালতের রায়ে এস এস সিকে নতুন কবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে বলা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া মানে নতুন করে পরীক্ষা হয়ত নয়। আর পুরো প্যানেল বাতিল করার পক্ষে আদালতের যুক্তি রাজ্য সরকার ও এস এস সি'র সহযোগিতার অভাবের জন্যই এই ব্যাপক দূর্নীতির প্রেক্ষিতে কার কার নিয়োগ যথার্থ আর কার নিয়মবহির্ভূতভাবে নিযুক্ত তা পৃথক করা সম্ভব নয়। আদালতের পর্যবেক্ষণে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যে অনিয়ম ও দূর্নীতি প্রমানিত সেগুলি হল, ১) সংবিধানের ১৪ ও ১৬ ধারা উলঙ্ঘন করে এস এস সি এক গোপন টেণ্ডারের মাধ্যমে নাইসা নামে এক সংস্থাকে ও এম আর শিট মূল্যায়ন ও স্ক্যানিং এর কাজের বরাত দেয়। নাইসা আবার এস এস সি'র চেয়ারম্যানের বক্তব্য অনুসারে তাঁর বা এস এস সি'র অজান্তে ও এম আর শিট স্ক্যানিং এর কাজে ডাটা স্ক্যানটেক নামে একটি সংস্থাকে নিযুক্ত করে যদিও উক্ত স্ক্যানিং এর কাজ এস এস সি'র অফিসেই হয়েছিল বলে দাবি। ২) এস এস সি আসল ও এম আর শিট গুলি বিনষ্ট করে সেগুলির 'মিরর ইমেজ' সার্ভারে রাখা আছে এই বিধায় যদিও তদন্তকালে সিবি আই এস এস সি'র সার্ভারে এম আর শিট এর স্ক্যানড কপি বা 'মিরর ইমেজ'খুঁজে পায়নি। অর্থাৎ এম আর শিট এর স্ক্যানড কপি এস এস সি'র সার্ভারে সংরক্ষিত না করেই আসল এম আর শিট গুলি বিনষ্ট করা হয়েছে। উল্লেখ্য কিন্তু ২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত এস এস সি তাদের ডাটাবেস থেকে স্ক্যান করা ও এম আর শিট আর টি আই আবেদনকারীদের সরবরাহ করেছে। ৩) চার বিভাগের সকল ক্ষেত্রেই ঘোষিত শূণ্যপদের চেয়ে অধিক পদের জন্য নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। প্যানেলভুক্ত নয় এমনদের এমনকী যারা ফাঁকা এম আর শিট জমা দিয়েছে তাদেরকেও নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। ৪) মেয়াদ ফুরোনো প্যানেল থেকেও নিয়োগ হয়েছে। প্যানেলে উচ্চতর স্থানাধিকারীকে নিয়োগপত্র না দিয়ে পরের দিকের স্থানাধিকারীকে দেওয়া হয়েছে। ৫) মেধা তালিকায় প্রাপ্ত নম্বর প্রকাশ করা হয়নি। ৬) প্যানেলের মেয়াদ ফুরোনো পরও কাউন্সেলিং হয়েছে। ৭) বেআইনীভাবে চাকরি পাওয়াদের স্বার্থ রক্ষা করতে অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির আবেদন হয়েছে। ৮) চারটি বিভাগের নিয়োগের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট নিয়োগনীতি কোনভাবেই মানা হয়নি। ৯) বেআইনিভাবে নিযুক্তদের এখনও চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয়নি রাজ্য সরকার এস এস সি ও পর্ষদের ভূমিকায়। একারণে আদালতের রায়ে মানবিক কারণে সোমা দাসকে ছাড় দিয়ে ২০১৬ সালের প্রক্রিয়ায় সব এস এস সি'র সব নিয়োগ বাতিল করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে— লোকসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। প্যানেলের মেয়াদ ফুরোনোর পরে কিংবা সাদা খাতা জমা দিয়েও কিংবা প্যানেলের বাইরে থাকা বেআইনি ভাবে নিযুক্তদের বেতনের টাকা ফেরৎ দিতে ১২ শতাংশ সুদ সহ চার সপ্তাহের মধ্যে অনাদায়ে টাকা আদায়ের পদক্ষেপ নেবেন সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকেরা। সি বি আই তদন্ত চালিয়ে তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করবে এবং কারা অতিরিক্ত পদ তৈরি করতে চেয়েছিলেন তা নিয়েও তদন্ত হবে এবং প্রয়োজনে তাঁদের ও বেআইনিভাবে নিযুক্তদেরও সিবিআই হেফাজতে নিতে পারবে। সমস্ত ওএমআর শিট এস এস সি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে। প্রসঙ্গত বছর তিনেক আগে এস এস সি'র শিক্ষক-অশিক্ষক পদে নিয়োগ কাণ্ডে ব্যাপক দূর্নীতির অভিযোগ আসতে থাকলে ২০২১ এর জুনে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে শুনানী শুরু হয়। ঐ বছরের নভেম্বরে এক গ্রুপ ডি নিয়োগ মামলায় প্রথম সিবিআই তদন্তের আদেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। যে আদেশ বিচারপতি হরিশ ট্যাণ্ডন ও বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্তের ডিভিশন বেঞ্চ ৬ই ডিসেম্বরের আদেশে স্থগিত করে দিয়ে প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিৎ কুমার বাগের নেতৃত্বে এক অনুসন্ধান কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে গ্রুপ সি নিয়োগেও দূর্নীতির অভিযোগের মামলায়ও বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সিবিআই তদন্তের আদেশ স্থগিত করে ডিভিশন বেঞ্চ বাগ কমিটিকেই অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন। এপ্রিল ২০২২ নবম-দশম এবং মে মাসে একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগ মামলায়ও সিবি আই তদন্তের আদেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এবং রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যার বেআইনী নিয়োগ বাতিল করে সেস্থলে প্যানেলের অন্য এক প্রার্থীকে নিয়োগেরও আদেশ দেন। ইতিমধ্যে প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিৎ কুমার বাগের কমিটি রিপোর্ট দাখিল করলে ১৮ মে ২০২২ বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চ রিপোর্ট গ্রহণ এস এস সি'র নিয়োগ সংক্রান্ত সব মামলার তদন্তভার সিবি আই এর হাতে তুলে দেয়। ২০২২ এর জুলাই এর তেইশ তারিখে নিয়োগ দূর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আগের দিন তাঁর নাকতলার বাড়ি সহ ১৪টি স্থানে ইডির একযোগে আকস্মিক অভিযান ও তল্লাশিকালে মন্ত্রীর বাড়িতে মন্ত্রী-বান্ধবীর নামে একাধিক দলিলের সন্ধান পাওয়ার সূত্রে সেই বান্ধবীর দুটি ফ্ল্যাট থেকে নগদ ৫০ কোটি টাকা ও প্রচুর স্বর্নালঙ্কার উদ্ধারে কূট ষড়যন্ত্রের পরদাফাঁস হতে থাকে — যা দেখে একদা ছাত্র রাজনীতিতে সহযোগী ও পরবর্তীতে মন্ত্রিসভার এক সহকর্মী যাঁকে সারদাকান্ডের কারণে কিছুদিন জেলে কাটাতে হয়েছিল তিনিও কটাক্ষ করে বলেছিলেন— '...দার পারফর্ম্যান্সের সামনে আমি তো চুনোপুঁটি!' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। মন্ত্রী ও তার বান্ধবী ছাড়াও এ ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে আরও কয়েকজন ইডি বা সিবি আইএর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন উদ্ধারকৃত বিপুল টাকা ও সম্পদের খতিয়ান দেখে অনেকেরই চক্ষু চড়কগাছ এবং স্বাভাবিক অনুমান যে ব্যাপক দূর্নীতির হিমশৈলের এ চূড়ামাত্র যা রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর তো বটেই সামগ্রিক প্রশাসনের হাল হকিকতের নিদর্শন। বাস্তবিক দূর্নীতি অনেকদিন ধরেই গা-সওয়া হয়ে গেলেও সারা রাজ্যের মানুষ বিস্মিত মর্মাহত হতবাক হয়েছিল শিক্ষামন্ত্রীর পদে আসীন এক ব্যাক্তির এমন অপকর্ম ও দূর্নীতির বহর দেখে। সেই শুরু; এরপর একে একে গ্রেফতার হয়ে হাজতে আছেন এস এস সি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিংহ এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিটও দাখিল হয়েছে। গ্রেফতার শাসকদলের কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তনু-ঘনিষ্ঠ প্রমোটার অয়নশীল যার বাড়ি থেকে শতাধিক ওএমআর শিটের প্রতিলিপি উদ্ধার করে ইডি। গ্রেফতার কালিঘাটের 'কাকু' সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র। সিবি আই এর হাতে দলীয় বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা এবং আরও অনেকে।

তবে এত বড় দূর্নীতি একজন মন্ত্রী বা তার দু'চারজন অনুগামী মিলে করা সম্ভব নয়। 'আহত সিংহে'র তখন 'আলকাতারা' নিয়ে প্রস্তুতির হুংকার দিলেও বিরোধী রাজনৈতিক দল ছাড়াও সাধারণ জনমানসের একাংশেও দৃঢ় ধারণা যে বৃহত্তর নেটওয়ার্ক এবং প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের অনুপ্রেরণা ও অনুমোদন ব্যতিরেকে এমত ব্যাপক দূর্নীতি করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য প্রথম যেদিন মন্ত্রীর বাসস্থানে ইডি হানা দিয়ে তল্লাশি শুরু করে তখন কিন্তু মন্ত্রিসভার এক সদস্য বলেছিলেন— এ অকারণ হয়রানি। দলের আরেক মন্ত্রী হুশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন — এ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মাত্র যেজন্যই নাকি তাঁরা আগে দলের কয়েকজন নেতাকে হারিয়েছেন কিন্তু এবার আর তারা সহ্য করবেন না। এ থেকে অনুমান করা যায়, হয় তারা দূর্নীতির এ ব্যাপ্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না অথবা তারা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে 'কুশলী' মন্ত্রীর বাড়িতে ইডি তেমন কিছু পাবে না।

স্বাধীনতার পর রাজ্যে এত বড় দূর্নীতির পরদাফাঁস হতে চুপ করে থাকা দল ও প্রশাসন অবশেষে মুখরক্ষায় হলেও ইডি হেফাজতে থাকা মন্ত্রিকে দায়িত্ব থেকে রেহাই দিয়ে এবং দলের সকল পদ থেকে অপসারণের পর সাসপেণ্ড করে একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, হয়ত দায় ঝেড়ে ফেলার লক্ষ্যেও। যদিও তারপরই সদ্য প্রাক্তন সেই মন্ত্রীরও যেন বোধধয় হল যে তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার। কি সেই ষড়যন্ত্র-কে বা কারা সে ষড়যন্ত্র করেছে সেকথা প্রায় দু'বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তিনি খোলশা করেননি, যদিও বলেছেন 'কেউ পার পাবে না' ইত্যাদি তবে তিনি দলের সঙ্গেই আছেন। অনেকেরই মনে হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অজুহাত নিছক ভনিতা মাত্র বরং সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেই মেধা তালিকাভুক্তদের সাথে প্রতারণা করেছেন ও অর্থের বিনিময়ে অন্যায়ভাবে চাকরি পাইয়ে দিয়ে অথচ এই ব্যাপক দূর্নীতির কথা প্রকাশ পেলেও দলের নেতারা বলছিলেন এতো অভিযোগ আগে তো প্রমাণ হোক। বিস্মিত ও ব্যথিত হতে হয়েছিল এ দেখেও যে কুকথার স্রোতে অংশগ্রহণ করে দলের এক প্রবীন প্রাক্তন অধ্যাপক মহাশয়ও প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে হুমকী দিয়েছিলেন — 'দলের দূর্নীতির বিরুদ্ধে সমালোচকদের চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি হবে' ইত্যাদি বচনে। এবিধ প্ররোচণামূলক ভাষণে 'অনুপ্রাণিত' হয়ে অন্যত্রও অনুগামী ও মাঝারি ও হাফ নেতারাও আস্ফালন করেছেন।

মানুষ কিন্তু সব দেখছেন-বুঝছেনও অনেককিছু। বস্তুত বাগ কমিটির রিপোর্টেই প্রাথমিকভাবে প্রমান হয়েছিল ষড়যন্ত্র করে সুসংগঠিত এই দূর্নীতি ও তার চক্রের কথা। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দৌলতে অসৎ দূর্নীতি ও কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত রাজনৈতিক নেতাদের ভণ্ডামি আর গোপন থাকেনা। এঁরা অসুস্থতার ভান করে তদন্তের মুখোমুখি হতে চান না, অন্যদিকে গ্রেপ্তার হওয়ার পরও ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পেতে কসুর করেন না। এদের এসব আচরণে জনসাধারণের মনে এদের প্রতি কি ক্ষোভ ও ঘৃনা পুঞ্জীভূত হয়েছে তার কিছুটা নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল জোকা ইএসআই হাসপাতালের সামনে সদ্য প্রাক্তন দোর্দণ্ডপ্রতাপ মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে সাধারন এক মহিলার পায়ের চটি ছুড়ে মারার পর খালি পায়ে বাড়ি ফেরার ঘটনা ও এসএসকেএম হাসপাতালে আগত বীরভুমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতাকে উডবার্ন ওয়ার্ডের সামনে দেখে ঐ হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা সাধারনের মধ্য থেকে ওঠা 'গরু চোর গরু চোর' ধ্বনিতে কিংবা বোলপুরের বাড়ি থেকে আটক করে আসানসোলে সিবিআই ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে দাঁড়ান মানুষের পায়ের জুতো খুলে দেখিয়ে বা জুতো গাড়ির দিকে ছুড়ে 'গরু চোর গরু চোর' রবে। যদিও এই ধরনের ঘটনাগুলি একধরনের অভব্যতা বা অসংযত আচরণের নিদর্শন যা প্রতিবাদের সুস্থ পদ্ধতি নয়। ঘটনাগুলি আসলে সাধারন মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র ক্ষমতায় আসীন দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতাদের নক্কারজনক দূর্নীতির বিরুদ্ধে।

অবদমিত অসহায় সাধারন মানুষের এই প্রতিক্রিয়ায় সামান্যতম লজ্জিত না হয়ে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সান্ধ্য তরজায় সংশ্লিষ্ট দলের প্রতিনিধিরা সোচ্চার হতেন—'অভিযোগ আগে প্রমানিত হোক' বা 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা'র ধুয়ো তুলে। এত বড় দূর্নীতি সামনে এলেও দৃষ্টি ঘোরানোর অপচেষ্টায় বিভিন্ন অজুহাত দিতেন। আজ হাইকোর্টে মামলার রায় হওয়ার পর কি বলবেন? এরাই হয়ত শীর্ষ নেতৃত্বের অনুপ্রেরণায় রায় না পড়েই সোচ্চার হবেন— রায় অবৈধ, বিজেপির কথায় রায় এই অপপ্রচারে দৃষ্টি ঘোরাতে। অবশ্য একটি প্রশ্ন বার বার উঠে আসে— একি শুধু এক/দু'জন মন্ত্রী বা একজন জেলাসভাপতি কিংবা এক দু'জন বা তিন-চারজন মানুষের ব্যক্তিগত পদস্খলন ও অন্যায় ও দূর্নীতির মাধ্যমে অফুরান অর্থের মালিক হওয়ার অপচেষ্টার নিদর্শন? বা দু'-একটি দপ্তরেই এবিধ দূর্নীতি সীমাবদ্ধ? না, এ সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ ও পরিকল্পিত লুণ্ঠনের অন্যতম দলীয় নীল নকশার রূপায়ন? সে কারণেই কি হুঙ্কার আর কুকথার স্রোত!

উল্লেখ্য ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পটপরিবর্তনে নতুন সরকার এলে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে নিজের পছন্দমত লোকদের দিয়ে গঠিত স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে কিছু লোকদের নিয়োগ করলেও এরপর ঐ কমিশন তুলে দেওয়া হয়। একসময় প্রতিবছর পি এস সি'র ক্লার্কশিপ পরীক্ষার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য করণিক নিযুক্ত হতেন সেক্রেটারিয়েট বা ডিরেক্টোরেট-এ। অনেকেই মনে করেন যে যাদের কোন মুরুব্বি নেই তাদের সরকারি চাকরি পাওয়ার ভরসা ও আস্থার একমাত্র স্থান ছিল যে পিএসসি— স্বচ্ছতার জন্য তাতেও ব্যাঘাত ঘটে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাক্রমের প্রেক্ষিতে! পিএসসি'র পরীক্ষায়ও অস্বচ্ছতা বা দূর্নীতির পরশ হতাশ করে মেধাবী চাকুরিপ্রার্থী পরীক্ষার্থীদেরও। যেমন অভিযোগ উঠছে কলেজ সার্ভিস কমিশনের কাজকর্মের স্বচ্ছতা নিয়েও।

বাস্তবে দূর্নীতি আজ যেন সর্বগ্রাসী, রাজনৈতিক মদতে। মানুষ অবশ্য সবই দেখছেন। যদিও মা মাটি মানুষের উচ্চকিত আখ্যানের মাটি ও মানুষ বোধকরি আজ গৌন। সর্বগ্রাসী দূর্নীতি আর দলবাজির আবহেও- মানুষকে বিভ্রান্ত করে সামান্য 'কিছু' পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে তাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে আগ্রাসী 'লিড' নেওয়ার ভোট রাজনীতি তো আছেই। কোন রাজনৈতিক দলই এব্যাপারে ধোয়া তুলসীপাতা নয়।

জনপরিসরে এ প্রশ্নও জাগছে— কোথায় গেলেন প্রতিক্রিয়া জানাতে সদাব্যস্ত এ বঙ্গের সেই বুদ্ধিজীবীবৃন্দ। সত্য গত এক/দেড় দশকে গঙ্গা দিয়ে বহে গেছে বিস্তর জল, ঘটে গেছে অবস্থা ও অবস্থান এর গুণগত পরিবর্তন, আপন স্বার্থে লক্ষ্যে অযাচিত আত্মসমর্পন আত্মবিপননও আজ অস্বাভাবিক নয়। বধ্যভূমিতে গুলিতে হাত দীর্ণ হলেও 'বলেছিলুম কিনা আমার হাত শিকলে বাধাঁ থাকবে না' (কবির মৃত্যু) কবির এ উক্তি চলতি সময়ে যেন বড় অবাস্তব ঠেকে যখন সততা বিশেষ গুণ নয় বা সৎ না হওয়া লজ্জার নয় যেভূমে-শুধু নিজেরটা গুছিয়ে নেওয়া 'খেলা'য়। তবু প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মুক না থেকে- ব্যক্তিগত প্রাপ্তি কিঞ্চিৎ হারানোর ঝুঁকি নিয়েও শিরদাঁড়ার তফাৎ এর পরিচয় জ্ঞাপনের এই কি এক উপযুক্ত সুযোগ ও সময় নয়। হাইকোর্টের রায়কে অবান্তর সমালোচনা কিংবা মাননীয় বিচারপতিদের অকারন নিন্দামন্দ না করে এই রায়কে হাতিয়ার করে একে এক চেতাবনি গণ্য করে সমাজ পরিসরে চলতি আবহে শুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টা কি নেওয়া যায় না ভবিষ্যত প্রজন্মের মুখ চেয়ে! সময় বিশেষে শীতঘুম থেকে ক্ষণিক জাগরণে কী কখনো আত্মবীক্ষনে উপলব্ধি করা যায় না — 'মানুষ বড় কাঁদছে তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও' !

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভোটের উন্মাদনা নেই, উত্তাপহীন জঙ্গলমহল!

চিত্ত মাহাতো ● ঝাড়গ্রাম

ষষ্ঠ দফায় ভোট। কিন্তু বেলপাহাড়ি জঙ্গলমহলে ভোট নিয়ে তেমন কোনও উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে না।

ভোটারদের অনেকেই দাবি করেছেন, 'আগের সাংসদরা আমাদের জন্য কী করেছেন জানা নেই। সেই ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত একটানা ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে সিপিএমের সাংসদ ছিলেন। তারপর ২০১৪ সালে এই আসনে তৃণমূল জেতে। পরের বার ২০১৯ সালে আসনটি যায় বিজেপির হাতে। এলাকার জন্য কোনও সাংসদ কী করেছেন কেউ জানেন না। রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সমস্যা মেটেনি। কর্মসংস্থানের তো কোনও ব্যবস্থা কেউ করতে পারেননি। শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের তাই কাজের জন্য যেতে হচ্ছে ভিন রাজ্যে। তা হলে বারবার ভোট দেওয়ার মানেটাই বা কি, কেন ভোট দিতে হবে?' ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাঁরা মারাত্মক অভিযোগ করে বলেন, গত ১০ বছরে সাংসদদের তো এলাকায় দেখাই যায়নি। বাঁশপাহাড়ি, তামাজুড়ি, ভুলাভেদা এলাকায় ঘুরে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে ক্ষোভই দেখা গেল।

তাঁদের দাবি, রাজ্য সরকার উন্নয়নের কথা যতই বলুক, এখানকার মানুষ যে খুব একটা ভালো রয়েছেন তেমনটা নয়। স্থানীয় প্রশাসনের ওপর মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। এলাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বলছে, জঙ্গলমহলের মানুষের এই খুব একটা ভালো না থাকাটাই ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী কালিপদ সরেনের লিড নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করবে। আর মোদি হওয়া সে ভাবে কাজ না করলে বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুর ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দেবে। ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রটি মাহাতো এবং সাঁওতাল অধ্যুষিত। বিগত দিনে মাহাতোরা রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোট দিয়ে এসেছে। কিন্তু এবার তাদের দু'টি গোষ্ঠী দু'জনকে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। ফলে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি এবং তৃণমূলের ভোটের অংক ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে।

বিনপুর থানাগোড়া বাস স্ট্যান্ড থেকে শিলদা হয়ে বেলপাহাড়ি পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলির ঝান্ডা সে ভাবে চোখে পড়েনি। রাস্তার দু'পাশে বিক্ষিপ্ত ভাবে দেওয়াল লিখন দেখা গিয়েছে ঠিকই কিন্তু তা নজর কাড়ার মতো নয়। ভোট সামনে এলেও জঙ্গলমহলের এইসব এলাকায় প্রচারের তেমন কোনও উন্মাদনা কিংবা মানুষের মধ্যে ভোট চর্চা লক্ষ্য করা যায়নি। মানুষ এগিয়ে এসে সে ভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতেও রাজি হচ্ছে না বলে দাবি।

নারায়ণপুরের পাশের গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় মাহাতো জানালেন, এবারের ভোট নিয়ে মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস উন্মাদনা নেই। শিলদার মতো বাজারে কোথাও একটা ঝান্ডা বা ফ্লেক্স খুঁজে পাবেন না। শিলদা বাজার থেকে উত্তরের দিকে বাঁকুড়ার রাস্তা ধরে চার কিলোমিটার গেলেই [illegible]। সেখান থেকে ভেলাইডিহা যাওয়ার পথে দেখা হল রঞ্জিত পাল, দেবাশিস নায়েকদের সঙ্গে। রঞ্জিতবাবু বললেন, লোকসভা ভোট নিয়ে এলাকার মানুষের তেমন আগ্রহ নেই। গ্রামগুলিতে পানীয় জলের হাহাকার, যাতায়াতের রাস্তাগুলির দফারফা হয়েছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজনা নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। কর্মসংস্থানেরও কোনও ব্যবস্থা নেই এলাকায়। তাঁর দাবি, 'বাম আমলের পর ২০১৪ সালের নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জিতিয়েছিলাম। পরের বার বিজেপি প্রার্থীকে। তাঁরা জঙ্গলমহলের জন্য কী করেছেন? তাঁদের কোনও দিন এলাকায় দেখা যায়নি।' তবে এবার বিজেপি তাঁদের বিদায়ী সাংসদকে সরিয়ে নতুন প্রার্থী করেছে প্রণত টুডুকে। আর তৃণমূলও নতুন প্রার্থী করেছে কালিপদ সরেনকে। দু'জনের কাছেই পায়ের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে কুড়মি ভোট। তবে কুড়মিরা যে ভাবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে ভোটের লড়াইয়ে নামছে তাতে সাধারণ কুড়মিরা যে খুব অখুশি, সেই ছবি ধরা পড়েছে।

জয়পুর গ্রামের যামিনী মাহাতো জানালেন, এই এলাকার প্রতিটি গ্রামের কুড়ি পঁচিশ জন যুবক কাজের জন্য দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে চলে গিয়েছে। সেখান থেকে টাকা পাঠালে তাঁদের পরিবারগুলি চলে। ছেলেমেয়েরা এলাকার স্থানীয় স্কুল কলেজে পড়াশোনা করছে আর কাজের জন্য বাইরের রাজ্যে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তৃণমূলের প্রার্থী অবশ্য বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যে যে ভাবে উন্নয়ন শুরু হয়েছে মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবে না। উন্নয়নের নিরিখেই ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে জয়ী হবে এটা একশো শতাংশ নিশ্চিত।

বিজেপি অবশ্য এবারও গতবারের মতো ঝাড়গ্রাম আসনটিতে জয় পাবে বলে আশাবাদী। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য সুখময় সৎপথির বক্তব্য, গতবার খুব অল্প ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী লিড পেয়েছিলেন, এবার এক লক্ষ ভোটের বেশি ব্যবধান থাকবে।

হাইকোর্টের রায়ে চাকরি খোয়ানো ব্যক্তির পরিবার সহ পথে বসার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: হাইকোর্টের রায়ে ২০১৬ সালে সমস্ত প্যানেল বাতিল হয়েছে, ২৬ হাজারের ওপর শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী সহ বিভিন্ন মানুষ চাকরি হারিয়ে এখন বেকার হয়ে বাড়িতে। তেমনই মঙ্গলবারের বাতিল হওয়া লিস্ট অনুযায়ী, পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের কাঁকনাইল এলাকার বাসিন্দা তথা কালনা এক নম্বর ব্লকের তেহাটা হাইস্কুলে কর্মরত অশিক্ষক কর্মী খোকনলাল বিশ্বাসেরও চাকরি নেই। তাঁর দাবি, ছেলেমেয়ে, বউ নিয়ে কার্যত পথে বসার জোগাড় তাঁর।

এদিন মঙ্গলবার তাঁর বাড়িতে বসে খোকনবাবু সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, '২০১৮ সালে পরীক্ষা দিয়ে কার্যত ভালো নম্বর পেয়ে চাকরিতে যোগদান করি, আমরা কোনও রকমই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নই, যারা দুর্নীতি করল তাদের সঙ্গে আমাদের কেন বাতিল করা হল।' পাশাপাশি তিনি আরও সংযোজন করেন, 'যদি এই মুহূর্তে আমাদের টাকা সুদ সমেত দিতে হয়, তা হলে দেহের অঙ্গ বিক্রি করে আমাকে টাকা দিতে হবে।'

তাঁর দাবি, মায়ের অসুস্থতার কারণে প্রচুর টাকা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। মাসে মাসে তার সুদ গুনতে গিয়ে নিজস্ব বাড়িটাও বিক্রি করে ফেলেছেন খোকনলালবাবু, বর্তমানে ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে একটি ভাড়া বাড়িতে তিনি থাকেন। এমতবস্থায় তাঁর পরিবারে কোনও একটি দুর্ঘটনা ঘটালে তার দায় কি বিচারপতি নেবেন? প্রশ্ন ছুড়ে দেন তিনি। যদিও এদিন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি দাবি করে এসেছেন, স্বচ্ছ ভাবেই তিনি চাকরি পেয়েছেন, দুর্নীতিগ্রস্তদের সঙ্গে তাঁর মতো অনেককেই গুলিয়ে ফেলে চাকরিটা তাঁকেও খোয়াতে হয়েছে হাইকোর্টের রায়ে।

বিষ্ণুপুর লোকসভায় সিপিএমের প্রচারে কংগ্রেসের দেখা নেই!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর লোকসভায় সিপিএম প্রার্থীর প্রচারে কংগ্রেসের দেখা নেই বলে দাবি। লোকসভা নির্বাচনের আগেই মান-অভিমান দুই দলের! কটাক্ষের সুরে কংগ্রেসের দাবি, 'আমাদের তো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না যে আমরা গলায় গামছা দিয়ে আহ্বান না করলেও আমরা চলে যাব।' বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক নেই বললেই চলে পালটা দাবি সিপিএম প্রার্থীর।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম এবং কংগ্রেস একজোট হয়ে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য নেতৃত্বরা। যে কারণেই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে সিপিএম তাদের প্রার্থী দিলেও কংগ্রেস প্রার্থী দেয়নি। সিপিএমের প্রার্থী হয়েছেন পেশায় শিক্ষক শীতল কৈবর্ত। প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পরেই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যে ভোট প্রচার শুরু করেছেন। কিন্তু বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় সিপিএমের ভোট প্রচারে এখনও কংগ্রেসের পতাকা উড়তে দেখা যায়নি। কংগ্রেসের কোনও নেতাকর্মীকে এখনও দেখা যায়নি বলে দাবি। কারণ লোকসভা নির্বাচনের আগে দুই দলের মান অভিমানের পালা চলছে।

প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক তথা বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবু চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, 'সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপির বিরুদ্ধে আমাদের যে লড়াই দেশের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, সেই লড়াইতে বামফ্রন্ট এবং অন্যান্য দল একসঙ্গে রয়েছি। কিন্তু এখন জেলাস্তরে আসন সমঝোতাই বলুন বা জোট বলুন সেটা তো একতরফা হয় না। আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তৈরি হয়ে আছি সিপিএমকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু জেলাস্তরে যদি সিপিএম আমাদের আহ্বান না করে তা হলে কংগ্রেসের কর্মী যাঁরা রয়েছেন নেতৃত্ব যাঁরা রয়েছেন, আমাদের তো আর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না যে আমরা গলায় গামছা দিয়ে চলে যাব। আমাদের আহ্বান করলে আমরা অবশ্যই যাব।'

কংগ্রেসের এই মান অভিমান নিয়ে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী শীতল কৈবর্ত বলেন, 'এই বিষয়টা আমাদের জেলা নেতৃত্ব দেখেন। আমাদের জেলা নেতৃত্বের যেমন দায়িত্ব আছে কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বেরও একই দায়িত্ব রয়েছে পারস্পরিক যোগাযোগ করে আমরা যেখানে যেখানে প্রচারে যাচ্ছি তাদের উচিত কর্মী সমর্থক যা আছেন, তাঁদেরকে আমাদের সঙ্গে' যুক্ত করা। তবে কংগ্রেস এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে দাবি সিপিএম প্রার্থীর। তাঁর আরও দাবি, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় কংগ্রেসের সংগঠন সেভাবে নেই, কর্মী সমর্থক নেই বললেই চলে। আলোচনা করেও কিছু হবে না। তবে বিষয়টি জেলা নেতৃত্বকে জানানো হবে।

তীব্র গরমে পায়ে হেঁটে প্রচার আলুওয়ালিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বুধবার অণ্ডাল ব্লক এলাকায় ভোট প্রচার করলেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী এসএস আলুওয়ালিয়া। এদিন প্রচার শুরু করেন মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠান্ডারডিহি গ্রাম থেকে। বিভিন্ন এলাকায় পায়ে হেঁটে ভোটারদের কাছে এদিন ভোট প্রার্থনা করেন তিনি।

প্রচারের ফাঁকে সাংবাদিকদের একাংশের কাছে প্রার্থী আলুয়ালিয়া বলেন, 'আমি এখানকার ভূমিপুত্র। শারীরিক ভাবে আমি সুস্থ ও সবল। তাই পায়ে হেঁটে ভোটারদের কাছে পৌঁছচ্ছি। হাঁটার জন্য লাঠি অথবা অন্য কারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।' খনি অঞ্চলের দূষণ ধস ও পুনর্বাসন নিয়ে প্রার্থী আলুয়ালিয়া বলেন, 'দূষণ খনি এলাকার বড় সমস্যা। এর সমাধান এসিএলকে করতে হবে। এর জন্য প্রচুর গাছ লাগানোর প্রয়োজন। এখন ভোটের কারণে আদর্শ আচরণ বিধি লাগু রয়েছে। তাই এখন কোনও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না তবে কথা দিচ্ছি সাংসদ নির্বাচিত হলে ধস এবং পুনর্বাসন নিয়ে উদ্যোগী হব।' পাশাপাশি তিনি জানান ৫০০ বছর পর অযোধ্যাতে রামলালার মন্দির হয়েছে, মথুরায় কৃষ্ণ মন্দির ও কাশীতে মন্দির নিয়ে সমস্যা রয়েছে, আশা করি আগামী দিনে এর সমাধান হবে।

চাকরি বাতিল ব্যক্তিদের টাকা দিয়েছেন যাঁদের, তাঁদের কাছে যাওয়ার পরামর্শ অসীম সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: চাকরি বাতিল হওয়া ব্যক্তিদের আত্মহত্যা না করেন বরং যাঁদের টাকা দিয়ে তাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন অসীম সরকার।

এদিন এসএসসির আওতায় প্রায় ২৬ হাজার জনের চাকরি বাতিল হওয়া প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'হাইকোর্টের রায়র ওপরে আমরা কথা বলতে পারি না। এরপরেও যদি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্দেহ থাকে তা হলে তিনি সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারেন। অনেকবার গিয়েছেন। তবে সুপ্রিম কোর্ট থেকেই এই মামলা হাইকোর্টে সরানো হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী এখন অনেক কিছুই বলবেন এখন ওঁর মাথাটা কেমন কেমন যেন হয়ে গিয়েছে।' এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর শব্দ ব্যবহার নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। এমনকি চাকরি প্রার্থীরা যাতে ঘুষ নেওয়া সেই সকল নেতাদের নাম প্রকাশে আনেন, তাঁদের কাছ থেকে সমস্ত টাকা উদ্ধার করার কথাও বলেন তিনি। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে দুর্নীতি নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন অসীম সরকার।

আগামী লোকসভা নির্বাচনে সেহারা পঞ্চায়েত দখলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আশাবাদী বিজেপি নেতৃত্ব। এছাড়াও রায়না দুই ব্লকের উচালন, বুলচন্দ্রপুর, মিরেপোতা লোহাই, কাইতি সহ প্রত্যেকটা জায়গায় পথসভা করবেন বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার। আগামী

লোকসভা নির্বাচনে এই অঞ্চলে বিজেপি জয়লাভ করলে কেন্দ্র সরকারের যা কিছু প্রকল্প আছে সব চালু করার আশ্বাস দিলেন রায়না বিধানসভার বিজেপির কনভেনার সুভাষ পাত্র।

এদিন সেহারা অঞ্চলে চা চক্রে যোগদান করেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার। বুধবার বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারের সঙ্গে চা চক্রে এলাকার বিজেপি দলের নেতা কর্মী সমর্থকরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তার পাশাপাশি এদিন নির্বাচনী প্রচারও করা হয় বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী অসীম সরকারকে সঙ্গে নিয়ে। এই প্রচার অভিযানে ব্যাপক সাড়া মিলেছে বলে জানাচ্ছেন রায়না বিধানসভার বিজেপি কনভেনার সুভাষ পাত্র।

ভাবাদিঘি জটকে ইস্যু করে মহিলাদের নিয়ে ভোট প্রচার বিজেপি প্রার্থী অরূপ দিগারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিতালি বাগকে ভাবাদিঘি সংলগ্ন গ্রামে দেখা না গেলেও বিজেপি প্রার্থী অরূপ দিগার প্রচারে ঝড় তুললেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আরামবাগ লোকসভায় এবারে অন্যতম বড় ইস্যু হল ভাবাদিঘির জট। বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগার বুধবার নির্বাচনী প্রচার সারলেন গোঘাট বিধানসভার বিভিন্ন জায়গায়। তিনি কাঁটালি বারোয়ারী কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার শুরু করেন। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন বিজেপি প্রার্থী প্রচারে যান খবরের শিরোনামে থাকা ভাবাদিঘি গ্রামে। গ্রামে ঢুকতেই গ্রামের মানুষ ফুল ছড়িয়ে উচ্ছ্বাস দেখালেন। পাশাপাশি ভাবাদিঘি আন্দোলনের অনেক মহিলাকে অরূপ দিগার সঙ্গে ভোট প্রচারে দেখা যায়। ভাবাদিঘি গ্রামের মানুষ বিজেপি প্রার্থীকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের পর রেললাইন নিয়ে

ভাবাদিঘির জটের সমাধান করে দেওয়া হবে। এখন দেখার লোকসভা নির্বাচনের পর ভাবাদিঘির মানুষ কি পায়। এই বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগার বলেন, মানুষের ভালো সাড়া পাচ্ছি, আজকে ভাবাদিঘির মানুষের উচ্ছ্বাস দেখে ভালো লাগছে, তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আশির্বাদ করছেন। ভাবাদিঘির মহিলারা দেখেছেন মোদিজি কিভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মোদিজির আদর্শে তারা মুগ্ধ, সেই ভাবে তারা আসছেন এবং নিরাপত্তা বোধ করছেন। পাশাপাশি বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, আমাদের রাজ্যের সমস্ত আন্দোলনকারী মহিলারা এই তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে। তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করছেন। যেমন ভাবাদিঘি, সন্দেশখালিতে তৃণমূলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে মহিলারা। ভাবাদিঘিতে এদিন আমাদের মাতৃ শক্তি বিজেপির মিছিলে এসে পা মেলান। কারণ তারা জানে এই রেললাইন একমাত্র বিজেপি করতে পারবে। তাই তারা কাতারে কাতারে এসে আমাদের মিছিলে সামিল হয়েছেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনের পর আমরা কথা দিয়ে যাচ্ছি এই রেললাইন নিয়ে এবং দিঘির সেন্টিমেন্ট নিয়ে আমরা সমাধান করব। ভাবাদিঘির বাসিন্দা শ্রাবণী মালিক বলেন, যেখানে মিছিল হবে আমাদের যদি ডাকে আমরা অবশ্যই যাব। দিঘিকে আমরা বাঁচাতে চাই। কেননা আমাদেরকে হেনস্তা করা হয়েছে, যাতায়াত, বাজার এবং ওষুধ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই জন্য বিজেপির উপর আস্থা রাখছি। সবমিলিয়ে এদিন বিজেপি প্রার্থী অরূপ দিগার ভাবাদিঘিতে ভোট প্রচারে গিয়ে অনেকটাই ওই এলাকার মানুষের সমর্থন আদায় করে নিলেন। অপরদিকে তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ ভাবাদিঘির জট নিয়ে সেই ভাবে কোনও প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় এবারের লোকসভা নির্বাচনে অনেকটাই ব্যাকফুটে।

পুরপিতার উদ্যোগে চিকিৎসা পেল স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন করা ক্যানসার রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: হয় চিকিৎসার সুযোগ দিন, নয়তো স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিন। এই দাবি নিয়ে বুধবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাসকরের দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসেছিলেন সুজাউদ্দিন মণ্ডল নামে বছর ৩০ এর এক যুবক। অবশেষের বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বরের চিকিৎসক পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা অসুস্থ যুবকের পাশে দাঁড়ালেন। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই নিজের পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে এবং রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্য সৈনিক ডাঃ সুমিত কুমার সাহা। পুরপিতার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করলেন পরিবারের সদস্যরা। পুরপিতার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন বলেও জানালেন যুবকের কাকা হুজিউদ্দিন আখতার। তার দাবি, সরকারের উচিত এমন জনদরদী মানুষকে প্রশাসনের যোগ্য জায়গায় বসানো।

দেগঙ্গার নুরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা যুবকের বাবা মতিয়ার রহমান মণ্ডল বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত তার ছেলে ভ্যানচালক সুজাউদ্দিন। প্রশাসনের কাছে বারবার দরবার করেও কোনও সুরাহা হয়নি। এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে অস্ত্রোপচারের নির্দেশ দিলেও কোনও হাসপাতালে ভর্তি নিচ্ছে না বলে দাবি পরিবারের।

দুঃস্থ পরিবার, দুই সন্তান, স্ত্রী ও সুজাউদ্দিন সহ গোটা পরিবার অসহায়। শেষেমেশ কোনও উপায় না পেয়ে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসকের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানিয়েছে সুজাউদ্দিন। এদিন জেলাশাসকের দপ্তরে নিজের ওয়ার্ডের একটি কাজ করতে এসে বিষয়টি নজরে আসে, তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেন পুরপিতা। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদাই রাজ্যবাসীর সেবায় কাজ করছেন তার একজন সৈনিক হিসেবে এবং একজন চিকিৎসক হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। নিউটাউন নারকেলবাগান এলাকার এইচসিজি ইকো সেন্টারে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড অস্ত্রোপচার হবে। যদি কোনও বাড়তি টাকা লাগে তার ব্যবস্থাও নিজের দায়িত্বে করে দেব বলে জানান পুরপিতা। এদিন বিকেলেই এইচসিজি ইকো সেন্টারে ডাক্তার দেখিয়ে সুজাউদ্দিনের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়ে যায়। চিকিৎসক পুরপিতার এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বারাসাতবাসী।

সিউড়ির ১ নম্বর ব্লক কড়িধ্যা অঞ্চলের ঝোরা গ্রামে প্রচারে এলেন সন্দেশখালির নির্যাতিতা মা বোনেরা। বীরভূম যাতে সন্দেশখালি না হয় তার জন্য বীরভূম লোকসভার বিজেপি মনোনীত প্রার্থী দেবাশিস ধরকে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়ী করার আবেদন জানালেন।

উত্তরপাড়ায় গঙ্গায় বার্জে ধাক্কায় নৌকোডুবি, উদ্ধার ৬ মদ্যপ যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: গরমের পড়ন্ত বিকেলে গঙ্গায় নৌকো বিহারে বেরিয়েছিলেন ছয় বন্ধু। সঙ্গে চলছিল মদ্যপান! কিন্তু সেই দিলখুশ মেজাজ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। হঠাৎই বার্জে ধাক্কা মেরে বসল ডিঙি নৌকো! সঙ্গে সঙ্গে উলটে যায় নৌকোটি। ঝপাত করে নদীতে গিয়ে পড়েন ছয় বন্ধুই। কোন ও রকমে সাঁতরে পাড়ে উঠে প্রাণ বাঁচান তাঁরা। এই ঘটনার রেশ এখনও থেকে গিয়েছে। উত্তরপাড়া ও আড়িয়াদহ ঘাটের মাঝখানে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। সেই সময় নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন ব্যক্তি বিষয়টি দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি স্টিমার নিয়ে উদ্ধার করতে ছুটে যান। তাঁদের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ওই ৬ যুবক প্রাণে বাঁচেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, রিষড়া থেকে বুধবার বিকেলে চার যুবক ও এক মহিলা

একটি ডিঙি নৌকো করে গঙ্গা ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। মাঝিকে নিয়ে মোট ছয়জন ছিলেন ওই নৌকোয়। যাত্রা শুরুর কিছুক্ষণ পর থেকেই দেদার মদ্যপান শুরু হয় বলে দাবি। সন্ধে সাতটা নাগাদ উত্তরপাড়া খেয়াঘাট ও আড়িয়াদহ ফেরিঘাটের মাঝখানে গঙ্গায় একটি বার্জে ধাক্কা মারে নৌকোটি। তারপরই উলটে যায়। নৌকোয় থাকা ছয়জনই গঙ্গায় পড়ে যান। সাঁতার কেটে পারের দিকে আসার চেষ্টাও করেন। খেয়াঘাট থেকে লঞ্চে করে মাঝিরা এসে সবাইকেই উদ্ধার করেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে খেয়াঘাটে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া ওই ছয়জনকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। নৌকো ডুবির পর উদ্ধার হওয়া এক যাত্রী বলেন, 'আমরা ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। নৌকায় মদ্যপান করছিলাম। হঠাৎ নৌকোটা উলটে যায়।' তবে উদ্ধার হওয়ার সকল যাত্রী সুস্থ আছেন বলে জানা গিয়েছে।

উত্তর মালদা কেন্দ্রে গোঁজ প্রার্থী নিয়ে চরম অস্বস্তিতে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে গোঁজ প্রার্থী নিয়েই চরম অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। এবারে লোকসভার নির্বাচনে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস-সহ মোট ১৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে লড়াই করার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সেই মনোনয়নপত্রের জমা এবং প্রত্যাহার করার সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছে। আর এরপরেই উত্তর মালদা কেন্দ্রে গোঁজ প্রার্থী নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক স্তরে সমালোচনা। যার মধ্যে রয়েছে কুর্মি সমাজ থেকে আদিবাসী। রাজবংশী থেকে মতুয়া এরকম স্তরে নির্দল হয়ে অনেকে দাঁড়িয়েছেন। আর তাতেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা এইসব গোঁজ প্রার্থীদের কারণেই সমস্যায় পরতে পারেন উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। যদিও এব্যাপারে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর খগেন মুর্মু সাফ জানিয়েছেন, কে কোথায় কি প্রার্থী হয়েছে জানি না। উন্নয়ন করেছি বলেই এবারে গতবারের থেকেও বেশি ব্যবধানে জয়ী করবেন এলাকার মানুষ।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের এবারের তৃণমূল প্রার্থী রয়েছেন প্রাক্তন আইপিএস কর্তা প্রসূন ব্যানার্জি। পাশাপাশি বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন খগেন মুর্মু। তিনি গতবারের এই কেন্দ্রের সাংসদ। কংগ্রেস প্রার্থী রয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম।

এদিকে এই তিন প্রার্থীর পাশাপাশি আরো যারা নির্বাচনে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়াই করছেন, তাদের মধ্যে পুরাতন মালদার বাচামারি এলাকার বাসিন্দা নরেশ পাল ওরফে সাধু। তিনি ভারতীয় জনসংঘ থেকে বেলুন চিহ্নে দাঁড়িয়েছেন। বামনগোলা কুর্মী আন্দোলনের নেতা স্বপন মাহাতো এবারের নির্দল প্রার্থী। কামতাপুরী পিপলস পার্টির রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সুভাষ বর্মনও এবার নির্দল থেকে দাঁড়িয়েছেন। এই সুভাষ বর্মনের ঘাঁটি রয়েছে হবিবপুর এবং বামনগোলা ব্লক। যেখানে বিজেপির গড় বলে মনে করা হয়। পাশাপাশি গাজলের আদিবাসী নেতা জ্যোতিষ কিস্কু নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন। অন্যদিকে গাজোলের আরেক আদিবাসী নেতা মঞ্জু হেমব্রম এবারের উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন।

বিজেপির একাংশের ধারণা, গাজোল এবং হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি রয়েছে বিজেপির দখলে। কিন্তু এবারের লোকসভা নির্বাচনে মূলত গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা ব্লককেই কেন্দ্র বিন্দু করে একাধিক আদিবাসী, কুর্মি সমাজ ও সাধু-সন্ত নির্দলে দাঁড়িয়েছেন। এরফলে বিজেপির ভোট ব্যাংকে খানিকটা হলেও আঘাত আসতে পারে। যা নিয়ে এখন থেকেই বিজেপির মধ্যেই ভোট নিয়ে শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। অনেকেই মনে করছেন গত লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী খগেন মুর্মু বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সাংসদ হন। সেই সময় উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রে এক জোটে ১৫ জন প্রার্থী ছিলেন না। যাদের মধ্যে অন্তত আদিবাসী এবং কুর্মি সমাজের নেতারা নির্দল হয়ে দাঁড়াননি। কিন্তু এবারে অঙ্কটা অন্যরকম। তাতেই দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্বের।

বিজেপির জেলার কার্যকরী সভাপতি অজয় গাঙ্গুলী জানিয়েছেন, এসব নিয়ে আমরা ভাবি না। এগুলি সব তৃণমূলের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা। উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু গত পাঁচ বছরে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। যার জন্য মানুষ তাঁকে দু'হাত তুলে ভোট দিয়ে জয়ী করবে।

তৃণমূলের জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রসনজিৎ দাস বলেন, আসলে বিজেপি দলের মধ্যে চরম গোষ্ঠী কোন্দল রয়েছে। যার ফলে ওদের দলের অনেক নেতারাই মুখ বুজে নির্দলে প্রার্থী হয়েছেন। এতেই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে বিজেপির এই প্রার্থীকে তাদের দলের নেতাকর্মীরাই মানছেন না। ফলে এবারে উত্তর মালদায় ব্যাপক ভোটে জয়ী হবে তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি।

সার্টিফিকেট হারিয়েছে

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স ডাটসন এক্সপোর্টস লিমিটেড এর নামে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক,কলকাতা কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (সিওআর) নং ০৫.০০৬৮৩ তারিখ ৬ মার্চ ১৯৯৮ হারিয়েছে/স্থানান্তরিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রগতি ময়দান থানা, কলকাতায় ১৬ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে উল্লেখ্য জি ডি নং ১২৫৯ তারিখ ১৭ এপ্রিল ২০২৪ দায়ের করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনও অসাধু ব্যক্তি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অপব্যাবহার না করতে এবং সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট কোনও ব্যক্তি পেয়ে থাকলে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ১১/১সি/২, ইস্ট তপসিয়া রোড,কলকাতা-৭০০০৪৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানির পক্ষে
ডাটসন এক্সপোর্ট লিমিটেড
স্বা/-
নাম : রাঘব দাস মুন্দ্রা
ডেজিগনেশন : ডিরেক্টর
ডিন : ০০০১৩১৩৭

রিগা সুগার কোং লি (দেউলিয়াগ্রস্ত)
২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাবলিক নোটিশের সংশোধনী/বিশ্লেষণ

সংবাদপত্রে ২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত ই-নিলাম নোটিশের প্রধান নিয়ম এবং শর্তাদির সংক্ষিপ্ত অনুযায়ী ই-নিলাম মাধ্যমে মেসার্স রিগা সুগার কোং লি (দেউলিয়াগ্রস্ত) বিক্রয় নোটিশের-সংশোধিত/বিশ্লেষণাত্মক হিসেবে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট বিক্রয় নোটিশের প্রয়োজনীয় সংশোধনী নিম্নোক্ত মতে প্রকাশ করছি :

ক্রম **	বিবরণাদি	সংশোধনের পূর্বে	সংশোধন পরবর্তী
৭	উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ এবং ০.০৫ কোটি টাকা দাখিল	০৭ মে, ২০২৫	০৭ মে, ২০২৪

সংবাদপত্রে ভুলক্রমে প্রকাশিত নোটিশে উল্লিখিত তারিখ ব্যতীত পূর্ববর্তী প্রকাশিত নোটিশ অনুযায়ী নিয়ম এবং শর্তাদি প্রযোজ্য এবং অপরিবর্তিত থাকবে। কর্পোরেট ডেটরের ওয়েবসাইটেও সংশ্লিষ্ট ঘোষণার বিষয়েটি সংযুক্ত করা হয়েছে।কোনও বিশ্লেষণ/জিজ্ঞাসার জন্য অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে cirp.rigasugar@gmail.com যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নতুন সংযোজনের জন্য কর্পোরেট ডেটরের ওয়েবসাইট দেখুন www.rigasugar.com।

**ক্রম নং ২৩/০৪/২০২৪ তারিখে মূল প্রকাশিত মূল ঘোষণা নোটিশ অনুযায়ী।

নীরজ জৈন
লিকুইডেটর -রিগা সুগার কোং লি (দেউলিয়াগ্রস্ত)
তারিখ : ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01067/2017-2018/11758
স্থান : কলকাতা এএফএ বৈধতা : ১৪ জানুয়ারি ২০২৫

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ই-মেল আইডি- sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩০.০১.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী চিন্ময় নাথ পিতা জয়দেব নাথ,** ৫৮/৭, পশ্চিম রবীন্দ্র নগর, তৌজি নং - ১৭২/১৭৩, মৌজা - মাঠকল, ওয়ার্ড নং - ৩, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, থানা - দমদম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৬৫ (নতুন বাজার, কাঠপোল, কালীমন্দিরের নিকট) এবং ১৫৩১/১, তামালি অ্যাপার্টমেন্ট, জপুর রোড, হনুমান মন্দিরের পিছনে, সিম লভ্রীর বিপরীতে, দক্ষিণ দমদম (এম), মতিঝিল, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭৪ এবং আরও ৩১৭৫, বাগদা পোস্ট-দক্ষিণ দুর্গাপুর, থানা - বারুইপুর, জেলা - বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৬১০, আরও ক্ল্যাপবোর্ড এন্টারটেনমেন্ট, ১৫৩/১, এস.এইচ.কে.বি. সরণি, (দমদম রোড) উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৪ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫২,৯১,৩৫৪.০০ টাকা (বাহান্ন লাখ একানব্বই হাজার তিনশ চুয়ান্ন টাকা)** টাকা **৩০.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির **প্রতীকী দখল** করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া পরিমাণ **৫২,৯১,৩৫৪.০০ টাকা (বাহান্ন লাখ একানব্বই হাজার তিনশ চুয়ান্ন টাকা)** টাকা **৩০.০১.২০২৪ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ১ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৪ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন একতলার পরিমাণ ১১০০ বর্গফুট, দ্বিতীয়তলার পরিমাণ ১২৫০ বর্গফুট এবং তিনতলার পরিমাণ ২১৪ বর্গফুট সিমেন্টের মেঝে সমন্বিত বসবাসের জন্য, অবস্থিত মৌজা : মাঠকল, জেএল নং ১৫, দাগ নং ১৩৯৮, খতিয়ান নং ৫২২, পুরসভা হোল্ডিং নং ৬৬, পশ্চিম রবীন্দ্র নগর, থানা : দম দম, কলকাতা : ৭০০০৬৫, সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা ভোগের অধিকার সমন্বিত।

স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৩-২০২৩,পৃষ্ঠা ১৭২১৮ থেকে ১৭২৪০, দলিল নং ১৯০৩০০৩১৩ - ২০২৩ সালের।

সম্পত্তি শ্রী চিন্ময় নাথ, পিতা শ্রী জয়দেব নাথ এর নামে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে : দাগ নং ১৩৯৮-ননী গোপাল ব্যানার্জির ভূসম্পত্তি, দক্ষিণে : শ্রী সঞ্জয় পালের জমি, পূর্বে : বিদ্যুৎ লতা রায় এর সম্পত্তি এবং ১২০ বর্গফুট চওড়া মালিকের যাতায়াতের পথ, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৪.০৪.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানকে শোকজ নোটিস পাঠাল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: তৃণমূল কংগ্রেসে বিরোধী ভোটারদের প্রকাশ্যে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানকে শোকজ নোটিস পাঠাল নির্বাচন কমিশন। সম্প্রতি এক নির্বাচনী সভায় বিধায়ক (তৃণমূল কংগ্রেস) প্রকাশ্যে ভোটারদের এই হুমকি দিয়েছে, যে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট না দিলে ২৬ এপ্রিল কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে যাবার পর চোপড়ায় তার নিজস্ব বাহিনীরাই থাকবে। তখন বিরোধী ভোটারদের কিছু হলে তার সমাধান তিনি করবেন না। বুধবার দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের চুয়াগাড়ি চৌরঙ্গী মোড়ে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে চোপড়ার বিধায়ক বিরোধী দলের ভোটারদের এমনই হুমকি দিয়েছিলেন। বিধায়কের এই হুমকিকে ঘিরে জোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী চোপড়ার বিধায়কের এই হুমকি দেওয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন বিধায়ক হামিদুর রহমানকে শোকজ করে। বিজেপি শিবির এই ঘটনাকে তাদের নৈতিক জয় বলে ঘোষণা করলেও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই শোকজের সমালোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের মধ্যে সবচাইতে উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা ছিল চোপড়া। বিরোধী সিপিএম, কংগ্রেস মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাবার সময় মিছিলের উপর গুলি, বোমা ছোঁড়া হয়েছিল। গুলিবিদ্ধ হয়ে এক সিপিএম কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল। গুলি এবং বোমার আঘাতে বেশ কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। এই ঘটনার পর রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছিল। বিরোধীদের উপর তৃণমূল কংগ্রেসের এই হামলার পর বিরোধীরা কেউ মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেনি। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের আসনগুলিতে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সম্প্রতি চোপড়া ব্লকের চুয়াগাড়ি চৌরঙ্গী মোড়ে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, যে বিরোধী ভোটার তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না, ২৬ এপ্রিল ভোটের পর কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে, থাকবে এলাকার বাহিনী। তারা কিছু করলে তিনি তার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেবেন না। একই সঙ্গে বিধায়ক আরো জানিয়েছেন, চোপড়ার প্রতিটি পঞ্চায়েতে বিরোধী শূন্য। চোপড়া বিধানসভা এলাকায় প্রতিটি বুথে ৯০ শতাংশ ভোট তৃণমূল কংগ্রেস না পেলে তিনি দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের বসিয়ে দিয়ে দলের নেতাদের দিয়ে এলাকার উন্নয়ন করাবেন। পঞ্চায়েত সদস্যদের বুথে লিড দিলেই হবে না বুথে ৯০ শতাংশ ভোট দলের প্রার্থী গোপাল লামাকে পেতেই হবে। যদি এই কাজ না হয় তবে তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে প্রকাশ্যে মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেছেন। বিধায়কের এই হুমকির পর চোপড়া এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

বিধায়কের এই হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনী বিধিভঙ্গের দায়ে কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে হামিদুর রহমানকে শোকজ করা হয়।

এই ব্যাপারে বিধায়ক হামিদুর রহমানের একাধিকবার ফোন করেও পাওয়া যায়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানিয়েছেন, বিধায়কের বক্তব্যের বিকৃত অর্থ করা হয়েছে। তিনি বলতে চেয়েছেন, নির্বাচনের পর সেন্ট্রাল ফোর্স এলাকা থেকে চলে গেলে তার কর্মীরা আগের মতোই সাধারণ মানুষের সুখে, দুঃখে পাশে থাকবে আগের মতোই। তিনি ভোটারদের কোনোরকম হুমকি দেননি। তার বক্তব্যের বিকৃত অর্থ করে বিজেপি নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে। বিরোধী দলনেতার কাজই অবশ্য বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানানো। বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন, নিশ্চিত পরাজয় বুঝে গিয়েই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা হুমকি দিতে শুরু করেছে। পঞ্চায়েতের মতো ভোটলুট এবার আমরা করতে দেব না।

মালদায় মোতায়েন হবে আরও ১৪৩ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃতীয় দফায় মালদায় লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই মালদায় দুটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ১৪৩ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে জানাল প্রশাসন। পাশাপাশি এবারে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের থেকে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র। সেটি হল ইংরেজবাজার, মানিকচক, সুজাপুর, মোথাবাড়ি, বৈষ্ণবনগর, ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জ। এই ফারাক্কা এবং সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র দুটি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। এবারের লোকসভা কেন্দ্রের এই সাতটি বিধানসভার মোট ভোটার সংখ্যা রয়েছে ১৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮২৬ । পুরুষ ভোটার রয়েছে ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪৪৩। মহিলা ভোটার রয়েছে ৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৪৫। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ৪৮ জন। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে মোট বুথের সংখ্যা ১৭৫৯। এই লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে পড়ে ইংরেজবাজার পুরসভা। আর এই পুরসভার ২৯ টি ওয়ার্ডে মোট ২১৫ টি বুথ রয়েছে।

অন্যদিকে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে মোট সাতটি বিধানসভার মধ্যে রয়েছে- পুরাতন মালদা, হবিবপুর, গাজোল, চাঁচল, রতুয়া, মালতিপুর এবং হরিশ্চন্দ্রপুর। এই সাতটি বিধানসভা মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা রয়েছে ১৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ১১৬। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ৫৫ জন। পুরুষ ভোট রয়েছে ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৩৩। মহিলা ভোটার রয়েছে ৯ লক্ষ ১৩ হাজার ৭২৮ জন। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পুরাতন মালদা পুরসভাটি শহর কেন্দ্রিক। তাই এই পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের অন্তর্গত ৬১ টি বুথ রয়েছে। সব মিলিয়ে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোট কেন্দ্র রয়েছে ১৮১২ টি।

আগামী ৭ মে তৃতীয় দফার নির্বাচনে মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের ভোট পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে থেকেই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে দুটি লোকসভা কেন্দ্রের সবকটি বুথকেই স্পর্শকাতর হিসাবেই দেখা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভোট কেন্দ্রগুলিতেও সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি এবারের মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে প্রায় ৬০টি মহিলা পরিচালিত ভোট কেন্দ্রেও রাখা হচ্ছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। পরবর্তীতে সেই মহিলা ভোটকেন্দ্রগুলি বাড়তে পারে বলেও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। যেখানে মূলত মহিলা কর্মীরা ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে কাজ করবেন। এমনকী সেই মহিলা ভোট কর্মীকেন্দ্রগুলিতে থাকবে জোরদার নিরাপত্তা। শহর এবং বিভিন্ন এলাকার ব্লক অফিস কেন্দ্রিক এই মহিলা পরিচালিত ভোট কেন্দ্রগুলি থাকবে বলেও জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

মহামিছিলে মনোয়নপত্র দাখিল দিলীপ ঘোষের

‘পশ্চিমবঙ্গে যে ভাবে অত্যাচার চলছে, তার জন্য তাণ্ডবনৃত্য দরকার’

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: দিলীপ ঘোষের সমর্থনে বিজেপির জনসমুদ্র বর্ধমানের জিটি রোডে। নেতা কর্মীদের উপস্থিতিতে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন চত্বর থেকে কাছারি রোড পর্যন্ত অভিনব মহামিছিল করে পরে বর্ধমান জেলাশাসক অফিসে গিয়ে মনোনয়নপত্র পেশ করেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ মনোনয়নপত্র দাখিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এদিনের শোভাযাত্রায় নতুন পুরনো কর্মীরা রাস্তায় নেমেছিলেন। সাধারণ মানুষের সমর্থন ছিল চোখে পড়ার মতো। এই গরমের মধ্যেও সাধারণ মানুষ হাত দেখিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে যে ভাবে অত্যাচার চলছে তার জন্য তাণ্ডবনৃত্য দরকার। ভগবান শিব তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন সেজন্য শিবের প্রতীক হিসেবে বর্ধমানের সাধারণ মানুষ তাণ্ডব দেখালেন। আজকে তো শুধুমাত্র ট্রেলার দেখালাম, পুরো সিনেমা এখনও বাকি রয়েছে। আগামীতে আমাদের নেতারা এবং আমি জনসংযোগে নামব, তারপর আরও ছবি দেখতে পাবেন।’ প্রখর রোদ ও তাপপ্রবাহকে উপেক্ষা করে দিলীপ ঘোষের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্র কমিটির সদস্য রাহুল সিনহা ও পূর্ব বর্ধমান জেলার বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ তা। বিজেপির এদিনের মহামিছিলে হুডখোলা গাড়িতে হাতে ডুগডুগি (ডামরু) বাজাতে থাকেন দিলীপ ঘোষ এবং স্লোগান চলে ভোলে বাবা পার করেগা জয় শ্রী রাম।

তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই শক্তি বাড়ছে বসিরহাটের তৃণমূলের। বিরোধীরা সন্দেশখালিকে যতই ভোটের এজেন্ডা করছে ততই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের উপর আস্থা রাখছে বসিরহাটের মানুষ। সেই লক্ষ্যেই মঙ্গলবার তৃণমূলের সভায় কংগ্রেস ও সিপিআইএমের জয়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সহ কয়েকশো মানুষ যোগদান করেন তৃণমূলে। হাসনাবাদের আমলানির তকিপুর এলাকায় বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামের সমর্থনে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য এটিএম আবদুল্লাহ রনি, বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি এস্কেন্দার গাজী সহ কয়েকশো তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। এদিনের এই সভায় হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আলসাম গাজীর ও আমলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিঠু মণ্ডল, উপপ্রধান নাসিরুদ্দিন গাজীর সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় আমলানি পঞ্চায়েতের সুন্দরিয়া এলাকার সিপিআইএমের জয়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য রাজিয়া সুলতানা সহ এলাকার শতাধিক সিপিআইএমের কর্মী সমর্থকরা তৃণমূলে যোগদান করেন। এছাড়াও এদিনের মঞ্চে রাঘবপুর এলাকার শতাধিক কংগ্রেসে সমর্থকরাও তৃণমূলে যোগদান করেন। তাদের হাতে ঘাসফুলের পতাকা তুলে দেন প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাগাতার উন্নয়নে সামিল হতেই যোগদানকারীরা দল ত্যাগ করেছেন বলেই দাবি করেন।

চন্দননগরের প্রাক্তন মেয়র-বিধায়কের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: চন্দননগরের প্রাক্তন মেয়র ও প্রাক্তন বিধায়ক এবং কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সভাপতি অশোক সাউ বুধবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। বর্তমানে তাঁর ছেলে শুভজিৎ সাউ ও তাঁর স্ত্রী চন্দননগর কর্পোরেশনের কাউন্সিলর। অশোক সাউয়ের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ তাঁর চন্দননগরের বাড়িতে ছুটে যান। তিনি বহু পুরনো পার্টি কর্মী। তিনি মেয়র থাকাকালীন চন্দননগরের অনেক উন্নয়ন করেছেন বলে দাবি করেন চন্দননগরবাসীর বেশ কিছু বাসিন্দা। তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোকবার্তা পাঠিয়েছেন পরিবারের কাছে। বুধবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অমৃতলোকে যাত্রা করলেন চন্দননগরের প্রাক্তন মেয়র, বিধায়ক এবং কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সভাপতি শ্রী অশোক সাউ। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ
৮, জি. টি. রোড, উদরেজ ভবন
১ম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ইমেল : apcargarden.asansol@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত এবং ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ এবং ‘যেখানে যা আছে’ ভিত্তিতে ২২.০৫.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ঋণগ্রহীতা : ১. মেসার্স এ এম পি এম সার্ভিস স্টেশন, স্বত্বা : নাদিম ইকবাল পিতা আবদুল জব্বর, ৭০ ডা. এম এন সাহা রোড, হাটন রোড, অমরসরিয়া এনক্লেভের নিকট, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০১ ২. নাদিম ইকবাল (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) পিতা আবদুল জব্বর হাটন রোড, আসানসোল, পিন: ৭১৩৩০১ জামিনদাতা : সৈয়দ মহ রইস মসজিদ বাড়ি লেন, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০১ খ) আপকার গার্ডেন শাখা	ফ্ল্যাট নং এ-২, ২য় তল, অবস্থিত এম এফ প্লাজা, এস পি মুখার্জি রোড, আসানসোল, মুরগাসোল গুরুদ্বারার নিকট, পুরানো ওয়ার্ড নং ১৯, এবং নতুন ওয়ার্ড নং ৪১, আসানসোল পুরসভা কর্পোরেশন, জেএল নং ৩৫, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট, সমুদয় অংশ প্রেমিসেস জমির পরিমাণ এরিয়া ২৮ ডেসিমেল অবস্থিত আরএস প্লট নং ৯৫১ অংশ , আরএস খতিয়ান নং ৪৫৪, এলআর প্লট নং ১১৪৪, এলআর খতিয়ান নং ২৩১৯, পাঁচতলা বসবাসের (জি-৪) তথা বাণিজ্যিক ভবন উল্লেখ্য দান দলিল নং ৮৫৯। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক এবং শ্রী আর পি শাউ এর ভবন, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : শ্রী কালীদাস ভট্টাচার্যর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : এস পি মুখার্জি রোড সমন্বিত।	১,০৭,২৭,১১০.০০ টাকা (এক কোটি সাত লাখ সাতাশ হাজার একশ দশ টাকা) ২২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য মূল্য এবং চার্জ সহ ২৩.০৪.২০২৪ থেকে	ক) ১০,২৫,০০০.০০ টাকা (*) (দশ লাখ পঁচিশ হাজার টাকা) খ) ১,০২,৫০০.০০ টাকা (এক লাখ দুই হাজার পাঁচশ টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50435052623 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত
২.	ক) ঋণগ্রহীতা : ১. মেসার্স দেন্দওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেকানিক্যাল ওয়ার্কস স্বত্বা : মহ মকবুল আলম পাতিয়ানা মহল্লা, পো এবং থানা- কুলটি, আসানসোল, পিন- ৭১৩৩৪৩, ২) মহ মকবুল আলম (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) পতিয়ানা মহল্লা, পো এবং থানা-কুলটি, আসানসোল, পিন- ৭১৩৩৪৩। জামিনদাতা : মহ ইফতেকার আলম আতিয়ানা মহল্লা, পো এবং থানা - কুলটি, আসানসোল, পিন- ৭১৩৩৪৩, খ) আপকার গার্ডেন শাখা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি **মহ মকবুল আলমের** নামে, বিক্রয় দলিল নং ৫০৩০/১৯৯৩ তারিখ ০৩.০৮.১৯৯৩, বিক্রয় দলিল নং ৫০২৯/২০১৯ তারিখ ০৩.০৮.২০১৯, হেবানামা নং ৪৪২৬/২০০৫ তারিখ ২৬.০৮.২০০৫, মৌজা- সালানপুর, জেএল নং ২৭, প্লট নং ০৬, খতিয়ান নং ৭৯৫, সালানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এরিয়া-০৩ কাঠা, দেন্দওয়া চিত্তরঞ্জন রোড, থানা- সালানপুর, জেলা-বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩৫৭, **চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে:** উত্তরে : শ্রী ধনরাজ স্টেয়ার এর ক্রাসার, দক্ষিণে : শুকদেব মোদির ভবন, পূর্বে : নিয়ামতপুর- চিত্তরঞ্জন রোড, পশ্চিমে : অন্যান্যর খালি জমি সমন্বিত।	৫৯,২৬,৫৯৯.০০ টাকা - ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট ৮,৯০,৯৯৪.০০ টাকা - টার্ম লোন মোট বকেয়া ৬৮,১৭,৫৯৩.০০ টাকা (আটষট্টি লাখ সতের হাজার পাঁচশ তিরানব্বই টাকা) ২২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২৩.০৪.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং শুল্ক সহ	ক) ২৩,৫০,০০০.০০ টাকা (*) (তেইশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) খ) ২,৩৫,০০০.০০ টাকা (দুই লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50223786258 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
৩.	ক) শ্রীমতি নিবেদিতা ব্যানার্জি স্বামী শ্রী সুদীপ্ত ব্যানার্জি, ফ্ল্যাট নং ৩, পঞ্চম তল, শুভশ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, আপকার গার্ডেন, আসানসোল,পিন : ৭১৩৩০৪ আরও ঠিকানা : একতলা, ফ্ল্যাট নং ১/৩স নারায়ণী এনক্লেভ, আপকার গার্ডেন, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৪ খ) আপকার গার্ডেন শাখা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ৩, পঞ্চমতলে শুভশ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, আপকার গার্ডেন, আসানসোল,আরএস প্লট নং ৫৫৮, আরএস খ তিয়ান নং ১৪৯২২,মৌজা : আসানসোল পুরসভা, ফ্ল্যাট এরিয়া ৮০০ বর্গফুট,থানা : আসানসোল (দক্ষিণ),জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, আসানসোল পৌর সভা অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৫৪৯৫ তারিখ ০৮ আগস্ট ২০১৭। চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী নাগের জমি এবং ভবন, আরএস প্লট নং ৫৫৯, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : শ্রী ব্যানার্জির জমি এবং ভবন আরএস প্লট নং ৫৫৭।	১২,৪৩,০৫৪.০০ টাকা (বারো লাখ তেতাল্লিশ হাজার চুয়ান্ন টাকা) ২২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য মূল্য এবং চার্জ সহ ২৩.০৪.২০২৪ থেকে	ক) ১৩,০০,০০০.০০ টাকা (*) (তেরো লাখ টাকা) খ) ১,৩০,০০০.০০ টাকা (এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50398151227 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
৪.	ক) ১. শ্রী রাকেশ রোশন বর্মা (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) পিতা শ্রী উমেশ চন্দ্র বর্মা, ময়দা কল মোড়, শহিদ সুকুমার পল্লি, আসানসোল- ৭১৩৩০৩, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী মিথিলেশ কুমার বর্মা পিতা শ্রী উমেশ চন্দ্র বর্মা ২. শ্রীমতি নীতু বর্মা স্বামী রাকেশ রোশন বর্মা উভয়ের ঠিকানা - ময়দা কল মোড়, শহিদ সুকুমার পল্লি, আসানসোল- ৭১৩৩০৩, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, খ) আপকার গার্ডেন শাখা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ২ বিএইচকে ফ্ল্যাট নং ডি৪, পঞ্চমতলে,জি-৪ তলা, এম এফ প্লাজা ভবনে অবস্থিত ৫ম তল এম এফ প্লাজা অ্যাপার্টমেন্ট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৭৫ বর্গফুট এবং একটি ২ চাকা যানের পার্কিং স্পেস একতলায় মৌজা- আসানসোল, জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ৯৫১, আরএস খ তিয়ান নং ৪৫৪, থানা-আসানসোল দক্ষিণ অধীন, ওয়ার্ড নং ১৯, এস পি মুখার্জি রোড, মুর্গাসোল গুরদোয়ারার নিকট, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, আসানসোল পৌর সংস্থা অধীন। **চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : সড়ক এবং শ্রী আর পি শাউ এর ভবন, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্যর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : এস পি মুখার্জি রোড সমন্বিত।	৩০,২১,৫৮৮.০০ টাকা (তিরিশ লাখ একুশ হাজার পাঁচশ অষ্টআশি টাকা) ২২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য মূল্য এবং চার্জ সহ ২৩.০৪.২০২৪ থেকে	ক) ১৫,৮০,০০০.০০ টাকা (*) (পনের লাখ আশি হাজার টাকা) খ) ১,৫৮,০০০.০০ টাকা (এক লাখ আটান্ন হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50455933469 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
৫.	ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স সায়ন অটো সেন্টার, স্বত্বা : শ্রী তাপস আচার্য, পিতা শ্রী নিরোদবন্ধু আচার্য, নবীনপল্লি, মহীশিলা, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৩। জামিনদাতা : শ্রীমতি মুনমুন আচার্য স্বামী শ্রী তাপস আচার্য নবীনপল্লি, মহীশিলা, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৩ খ) আপকার গার্ডেন শাখা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ২ কাঠা কমবেশি জমি সম্পত্তি শ্রী তাপস আচার্যর নামে, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং : ১-৮৯২৩ তারিখ ০৪.৮.২০১২, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও- আসানসোল, অবস্থিত মৌজা-মহীশিলা, জেএল নং ৩৭, এলআর প্লট নং ৪৯৩/৩৫৮২, এলআর খতিয়ান নং ১২৮১, ওয়ার্ড নং ৩৬-আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে সত্রী মাজির সম্পত্তি, দক্ষিণে : সাজোনি সেন এবং ভানু ভদ্রর সম্পত্তি, পূর্বে : শ্রী পি বিশ্বাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : শ্রী রঞ্জিত মজুমদারের সম্পত্তি সমন্বিত।	৮৭,০১,৭১১.০০ টাকা (সাতাশি লাখ এক হাজার সাতশ এগার টাকা) ২২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য মূল্য এবং চার্জ সহ ২৩.০৪.২০২৪ থেকে	ক) ১৫,০০,০০০.০০ টাকা (*) (পনের লাখ টাকা) খ) ১,৫০,০০০.০০ টাকা (এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50259298690 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত
৬.	ক) ঋণগ্রহীতা : ১. মেসার্স সূর্য ডিজিটাল সার্ভিস স্বত্বা : শ্রী রীতেশ বর্মা পিতা শ্রী বিজয় কুমার বর্মা ২. শ্রী রীতেশ বর্মা (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) পিতা শ্রী বিজয় কুমার বর্মা জামিনদাতা : শ্রীমতি রশ্মি বর্মা স্বামী শ্রী রীতেশ বর্মা সকলের ঠিকানা : শশী শান্তি সদন, গ্যাস গোডাউনের বিপরীতে, পূর্বাশা কলোনি, পো : উষাগ্রাম, থানা : আসানসোল, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অধীন, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩০৩ খ) আপকার গার্ডেন শাখা	বর্ধমান জেলা অধীন, থানা- বারাবনী চৌকি এবং অ্যাডি. ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি, আসানসোল, মৌজা : মাজিয়ারা, জেএল নং ৪৩, পরিমাণ ৫৮.০০ ডেসিমেল খালি জমি, আরএস প্লট নং ২০০৮, এলআর খতিয়ান নং ২৬০০, ২৬০১, আরএস খতিয়ান নং ২৮১৭, বিক্রয় দলিল নং ১-১০২২৩ তারিখ ০৯.১১.২০১১। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রীকান্ত দাসের জমি, দক্ষিণে : নির্মল সাধু এবং অন্যান্যর জমি, পূর্বে : লালু মাঝির জমি, পশ্চিমে : সরকারি জমি সমন্বিত।	২,৭১,৫৪,৮৪৯.০০ টাকা ক্যাশি ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট এবং ৮,০৩,৩৩৮.০০ টাকা ডব্লিউসিটিএল মোট বকেয়া ২,৭৯,৫৮,১৮৭.০০ টাকা (দুই কোটি উনআশি লাখ আটান্ন হাজার একশ সাতাশি টাকা) টাকা ২৩.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য মূল্য এবং চার্জ সহ ২৪.০৪.২০২৪ থেকে	ক) ১৯,৫০,০০০.০০ টাকা (*) (উনিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) খ) ১,৯৫,০০০.০০ টাকা (এক লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50034041887 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিতর জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন : আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং - ৭৫০৭৭ ৩৩০০৬

পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০২.০৫.২০২৪ থেকে ০৪.০৫.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২২.০৫.২০২৪; সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি’র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ‘‘১৮০০১০২৫০২৬’’ এবং ‘‘০১১-৪১১০ ৬১৩১’’ যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২২.০৪.২০২৪ (ক্রম নং ১ থেকে ৫) এবং ২৩.০৪.২০২৪ (ক্রম নং ৬)
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III,
সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

পরিশিষ্ট - IV {রুল ৮(১)}
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট প্রতিটি অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা/শাখা	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী অজয় রাম **সহ-ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি চন্দ্রিমা দাস রাম **এ/সি : ৭১০৮৭৫৭৮২২** **শাখা :** চৌরঙ্গি রোড	ক. ১৭.০১.২০২৪ খ. ১৮.০৪.২০২৪	৩০,৫৮,২৪০.০০ টাকা (তিরিশ লাখ আটান্ন হাজার দুশো চল্লিশ টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ডি ৭ম তল, ব্লক ১১এ, পরিমাণ ১০৮১ বর্গফুট এবং একতলায় খোলা মজুতের জায়গা ১১এ, ব্লক নং ১১এ, সংশ্লিষ্ট ভবনের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৮১ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া ৮০৬ বর্গফুট কমবেশি বসবাসের ভবন কমপ্লেক্স প্রুডেন্ট প্রাণা নামে, ২৭২ বোরাল মেন রোড, বাঘারঘোল মার্কেটের নিকট, পিন - ৭০০১০৩। **উক্ত জমির প্লটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** আরএস দাগ নং ১১৯৫ এবং অন্যান্য দাগ, **দক্ষিণে :** আরএস দাগ নং ১১৭৭ এবং অন্যান্য দাগ **পূর্বে :** বোরাল মেন রোড, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর সম্পত্তি
২.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী সুনীল সিং **এ/সি : ৭৪২৬৪৫৩২২১ এবং ৬৫২৮৭৯০২০০৪৬৩৬৮১** **শাখা :** গড়িয়াহাট	ক. ০৪.১১.২০২৩ খ. ১৮.০৪.২০২৪	২৮,০০,৩০৮.৭৮ টাকা (আঠাশ লাখ তিনশ আট টাকা এবং আটাত্তর পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২সি, পরিমাণ ৭৮৬ বর্গফুট (কমবেশি) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ২ বেডরুম, ১ ড্রয়িং তথা ডাইনিং স্পেস, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং ১ ডব্লিউসি তৃতীয় তলে উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৯৭এ কবিগুরু সরণি, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১৮ এবং ডাক ঠিকানা ৪৪বি, আগরওয়ালা গার্ডেন রোড, বর্তমানে ১৯৭এ কবিগুরু সরণি, থানা - বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ। **সংশ্লিষ্ট ভবনের প্লটের চৌহদ্দি : উত্তরে** - তারামণি চৌধুরী, যতীন চৌধুরী, রঙ্গলাল জানার সম্পত্তি, **দক্ষিণে** - দিলীপ মাইতি এবং শম্ভু সাস্তার সম্পত্তি, **পূর্বে** - ১০ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **পশ্চিমে** -১৪ ফুট চওড়া পুর সড়ক। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি - উত্তরে** - খোলা জায়গা, **দক্ষিণে** - লবি, **পূর্বে** - খোলা জায়গা, **পশ্চিমে** - রবীন্দ্র অধিকারীর ফ্ল্যাট।
৩.	**ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স হ্যাবওয়ে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি **স্বত্বাধিকারী :** শ্রী বিমান কুমার নাগ **শাখা :** ধর্মতলা স্ট্রিট	ক. ৩১.০৫.২০২৩ খ. ১৯.০৪.২০২৪	১,০৫,০০, ০৬৪.০০ টাকা (এক কোটি পাঁচ লাখ চৌষট্টি টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ **বর্তমানে বকেয়া ৭৪,৬২,৮৬৯.০০ টাকা** (চুয়াত্তর লাখ বাষট্টি হাজার আটশ উনসত্তর টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের বাস্তু জমি পরিমাণ ২৬ ডেসিমেল-৫২ ডেসিমেল থেকে কমবেশি অবস্থিত মৌজা ধানিচা, জেএল নং ১১, তৌজি নং ১২, আরএস খতিয়ান নং ২০২, ১৮০, ৪০/১ এলআর খতিয়ান নং ১০০/৬, আরএস-এলআর দাগ নং ৫৭৫ এবং ৫৯২ হোল্ডিং নং ৪৬৭৭/১৩০১১৫২৭, তালতা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন গ্রাম ধানিচা পো. এবং থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, এডিএসআর চাকদহ, জেলা - নদিয়া, এডিএসআর চাকদহ অধীন এবং ডিএসআর কৃষ্ণনগর। পিন - ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (বিক্রয় দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে** - দাগ নং ৫৭৫ অসীম কুমার নাগ এবং অন্যান্য, **দক্ষিণে** - সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে** - মিলন প্রভা নাগের সম্পত্তি, **পশ্চিমে** - হরিপদ পালের সম্পত্তি এবং ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ, প্রকৃত (পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন) অনুযায়ী, **উত্তরে** - প্রদীপ কুমার বিশ্বাসের জমি, **দক্ষিণে** - নিত্যানন্দ পাল এবং সুবোধ কুমার পালের জমি, **পূর্বে** - কানাই লাল দাস এবং মিলন প্রভা নাগের জমি, **পশ্চিমে** - হরিপদ পাল এবং ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

তারিখ : ১৯.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দাবি বিজ্ঞপ্তি

আসানসোল প্রধান শাখা
৩৫৭ এবং ৩৫৮, জি.টি. রোড, আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান (পঃবঃ), পিন- ৭১৩ ৩০১, ই-মেইল: A659@indianbank.co.in

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর এক্ট নং-২) এর সেকশন ১৩(৩) ও ১৩(৮) এর সঙ্গে পঠিত ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি।)

নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিশদ বিবরণে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার আমাদের উদ্দেশ্য নির্দেশ করছি। সারফেইসি আইনের অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের জানানো হচ্ছে। তাদের আমাদের অফিসে পড়ে থাকা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ক্র. নং.	ক) ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা / জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	ক) এনপিএর তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) জগজিৎ সিং, পিতা- সুখদেব সিং ফ্ল্যাট নং ৪, ২য় ফ্লোর, বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট, ময়দা কল মোড়, এস.বি. গড়াই রোড, আসানসোল, পিন- ৭১৩৩০১। খ) আসানসোল প্রধান শাখা	**তফসিল - ‘ক’ উপরে উল্লেখিত :** বর্ধমান জেলায়, থানা - আসানসোল (দক্ষিণ), অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস- আসানসোল পৌর কর্পোরেশনের ১৯ নং ওয়ার্ডে, আসানসোল পৌরসভা মৌজার অধীনে - সিএস খতিয়ান নং ১১৬৯ এর অধীনে, সিএস প্লট নং ৮৮০৭ আরএস খতিয়ান নং ১০৯৫৬ এবং ১০৯৫৭ সম্পর্কিত প্লট নং ২৯৭৪২ এবং ২৯৭৩৯, পরিমাপ ৬ (ছয়) কাঠা ১৪ (চৌদ্দ) ছটাক জমি সেইসঙ্গে আসানসোলের এস.বি. গড়াই রোডের বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট নামে ও শৈলীর অধীনে একটি চারতলা ভবন, বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাটের দোকান, অফিস পার্ক স্পেস গ্যারেজ দুই চাকার পার্কিং জায়গা ইত্যাদি সমন্বিত। **যা চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** পূর্বে - হরি কৃষ্ণ প্রসাদ এবং অন্যান্যদের জমি এবং বাড়ি, পশ্চিমে - ৩'-৫" সাধারণ পথ এবং এইচ কে প্রসাদের বাড়ি, দক্ষিণে - স্বরাজ হাজমের জমি, উত্তরে - এস.বি. গড়াই রোড দ্বারা। **তফসিল - ‘খ’ উপরে উল্লেখিত :** উপরোক্ত জেলা, থানা - মৌজা প্রভৃতিতে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪, উল্লিখিত ‘‘বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট’’ এর ২য় ফ্লোরে যার পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৭২০ বর্গফুট। ২ বেড রুম, রান্নাঘর, দুটি টয়লেট, একটি পূজা ঘর, সমস্ত জিনিসপত্র সহ একটি ড্রয়িং রুম, এবং ফিক্সচারের সুবিধার অধিকার ইত্যাদি সমন্বিত। উল্লিখিত জি+৩ তলা বিল্ডিং দ্বারা আচ্ছাদিত ‘ক’ শিডিউল জমির সাথে সাধারণ পরিষেবা এলাকার শেয়ার সহ।	ক) ২৭.০৭.২০২৩ খ) ১৮.০৪.২০২৪ গ) ১,৩৪,৩৯৭.০০ টাকা (এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশো সাতানব্বই টাকা মাত্র) ১৮.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ১৮.০৪.২০২৪ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ বহন করে।
২.	ক) ১. সৈয়দ সালাহুউদ্দিন (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) ৭ম স্ট্রিট, ডি ব্লক নাইম নগর, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২০৩। ২. ফিরদৌস জাহান (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) ৭ম স্ট্রিট, ডি ব্লক নাইম নগর, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২০৩। খ) আসানসোল প্রধান শাখা	**সম্পদের সুনির্দিষ্ট বিশদ বিবরণ যেখানে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে :** পশ্চিম বর্ধমান জেলার মধ্যে, থানা- হীরাপুর, মহকুমা ও অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- আসানসোল, সান্তা মৌজার মধ্যে, জেএল নং ২০, সিএস খতিয়ান নং ২১ এর অধীনে, আরএস খতিয়ান নং ২৭, এলজেএ খতিয়ান নং ২৮, এলআর খতিয়ান নং ৫০৪৩, ৫০৪৪ এবং ৫০৪৫ এবং সিএস প্লট নং ৩৭৩১, আরএস প্লট নং ৩১৪৭ (তিন হাজার একশত সাতচল্লিশ), এল.আর. প্লট নং ২৮২৭ (দুই হাজার আটশত সাতাশ), শ্রেণী-বাস্তু, এলাকার পরিমাপ ১১ (এগারো) কাঠা ৮ (আট) ছটাক যা ১৯.৭৫ ডেসিমেল জমির সমতুল্য। পূর্বোক্ত প্রেমিসেস এর হোল্ডিং নং ৩৮২/৩৭৯ হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪৭ নং ওয়ার্ডের সীমার অধীনে রয়েছে। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ২০' প্রশস্ত রোড এবং তারপরে পোলো গ্রাউন্ড, দক্ষিণে -মিসেস চন্দ্রিকা পাঠকের বাড়ি, পূর্বে - ৫' প্রশস্ত প্যাসেজ এবং তারপরে ডাঃ গুরুদীপ কৌরের নার্সিং হোম, পশ্চিমে - এডিডিএ বাজার। প্রস্তাবিত বি+জি+৪ (বেসমেন্ট প্লাস গ্রাউন্ড প্লাস চার তলা বিল্ডিং) বিভিন্ন আবাসিক ইউনিট/ফ্ল্যাট পার্কিং স্পেস, বাণিজ্যিক দোকান ঘর ইত্যাদি সমন্বিত, অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী, পূর্বোক্ত জমির উপর দাঁড়ানো এবং নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে ‘‘শ্রী জগন্নাথ প্লাজা’’ নামে নামকরণ এবং শৈলীতে। **তফসিল ‘খ’ উপরে উল্লেখিত:** একই জেলার মধ্যে, মৌজা, থানা ইত্যাদি। ‘ক’ তফসিল এপার্টমেন্ট এর তৃতীয় ফ্লোরের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩০৩ , সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ ৮৬৩ (আটশত তেষট্টি) বর্গফুট (কমবেশি) এবং একটি চার চাকার পার্কিং স্পেস যা ১৩৫ (একশত পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট এলাকা সমন্বিত গ্রাউন্ড ফ্লোরে, সাধারণ সুবিধা সহ।	ক) ২৮.০২.২০২৪ খ) ১৮.০৪.২০২৪ গ) ১৮,০৮,৫৮৬.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ আট হাজার পাঁচশো ছিয়াশি টাকা মাত্র) ১৮.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ০৭.১১.২০২৩ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ বহন করে।

তারিখ: ২৫.০৪.২০২৪
স্থান: আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ভিভিপ্যাট নিয়ে কমিশনের জবাবে ‘সন্তুষ্ট’ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ইভিএম-ভিভিপ্যাট মামলার শুনানি চলাকালীন এই কথা জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, ভিভিপ্যাট নিয়ে যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা কাটিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাই আমজনতার মনে সংশয়ের ভিত্তিতে কোনও নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

লোকসভা নির্বাচন চলাকালীনই সুপ্রিম কোর্টে ইভিএমের ভোটের সঙ্গে ভিভিপ্যাট স্লিপ মিলিয়ে দেখার আবেদনের শুনানি চলছে। বুধবার সকালে শুনানি শুরু হওয়ার পরেই কমিশনের কাছে কয়েকটি বিষয়ে ব্যাখ্যা চায় বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ। দুপুর দুটোয় কমিশনের আধিকারিকরা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয়ে বিচারপতিদের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দেন। শুনানির শেষে শীর্ষ আদালত রায়দান স্থগিত রেখেছে বলেই সূত্রের খবর।

সুপ্রিম কোর্টের জবাবে কমিশনের আধিকারিকরা জানান, ব্যালট ইউনিট, ভিভিপ্যাট এবং চিপ-তিনটি আলাদা মাইক্রোকন্ট্রোলার রয়েছে। এই মাইক্রোকন্ট্রোলারগুলো অজ্ঞাত একটি জায়গা থেকে পরিচালিত হয়। একবার ব্যবহার হয়ে যাওয়ার পরে এই মাইক্রোকন্ট্রোলার পুড়ে যায়। কমিশনের জবাবে শীর্ষ আদালত সন্তুষ্ট। শুনানির শুরুতে বিচারপতিরা বলেন, ‘সব কিছুকে সন্দেহ করা ঠিক নয়। সব কিছুরই আপনারা সমালোচনা করতে পারেন না। যদি কমিশন কিছু ভালো কাজ করে থাকে সেটাও স্বীকার করতে হবে। সব কিছুরই নিন্দা করলে হবে না।’

বুধবার শুনানির পরেও কার্যত সেই অবস্থানই বজায় রাখল শীর্ষ আদালত। দুই বিচারপতির বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দেন, ‘সুপ্রিম কোর্ট তো নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। নির্বাচন কমিশনের মতো একটি সাংবিধানিক সংস্থার কাজেও হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ইভিএম নিয়ে সমস্ত ধোঁয়াশা কাটিয়ে দিয়েছে কমিশন। কিন্তু আবেদনকারীদের মানসিকতা বদল করা যায় না। কেবল সন্দেহের বশে তো কোনও নির্দেশও দেওয়া যায় না।’ তবে এই মামলার রায় কবে মিলবে তা এখনও জানা যায়নি।

লোকসভা ভোটে কনৌজ থেকে লড়বেন অখিলেশ

লখনউ, ২৪ এপ্রিল: লোকসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র প্রধান তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। বুধবার দলের রাজ্যসভার নেতা তথা অখিলেশের কাকা রামগোপাল যাদব এ কথা জানিয়েছেন।

রামগোপাল বুধবার বলেন, ‘আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোকসভা ভোটে কনৌজ আসন থেকে লড়বেন অখিলেশ।’ ২০০০ সালে উপনির্বাচনে জিতে প্রথম কনৌজ থেকেই সাংসদ হয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মুলায়ম সিং যাদবের পুত্র অখিলেশ। ২০০৪ এবং ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনেও ওই কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন তিনি। মুলায়মও একদা ওই কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন। প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটে রামগোপালের ছেলে অক্ষয় এ বার ফিরোজাবাদ কেন্দ্রে এসপির প্রার্থী।

অখিলেশের স্ত্রী ডিম্পল ২০১২-র উপনির্বাচন এবং ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে জিতেছিলেন কনৌজ থেকে। কিন্তু ২০১৯-এ তিনি বিজেপি প্রার্থী সুব্রত পাঠকের কাছে হেরে যান। ডিম্পল এ বার তাঁর প্রয়াত শ্বশুর মুলায়মের আর এক প্রাক্তন লোকসভা কেন্দ্র মৈনপুরী থেকে প্রার্থী হয়েছেন। আগামী ১৩ মে চতুর্থ দফায় কনৌজ লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। মনোনয়ন পেশের শেষ দিন বৃহস্পতিবার।

মধ্যপ্রদেশে সকাল সকাল ভোট দিলেই মিলবে বিশেষ ‘পুরস্কার’

ভোপাল, ২৪ এপ্রিল: আগুনে গরমে পুড়ছে গোটা দেশ। এই দাবদাহে আইসক্রিমের চাহিদা এমনিতেই হু হু করে বেড়ে চলেছে। তার উপর যদি আইসক্রিম পাওয়া যায় বিনামূল্যে, তাহলে কথাই নেই। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলা প্রশাসন ভোট চলাকালীন ভোটারদের এই আইসক্রিমই পুরস্কার হিসেবে দিতে চলেছে। ভোটদানে উৎসাহে দিতে এছাড়াও রয়েছে পোহা, জিলিপি, চাউমিন, মাঞ্চুরিয়ানের মতো খাবার।

আগামী শুক্রবার দ্বিতীয় দফায় ভোট রয়েছে ইন্দোরে। চাঁদিফাটা গরমে ভোটের হার কমতে পারে বলে আশঙ্কা নির্বাচন কমিশনের। ওইদিন বাংলা-সহ চার রাজ্যে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। সেই কারণেই সকাল সকাল ভোটদানের উৎসাহ দিচ্ছে জেলা প্রশাসন। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় এই কেন্দ্রে ৬৯ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছিলেন। মনে করা হচ্ছে তীব্র গরমে কমতে পারে শতাংশের এই হার। সেই কারণেই ‘বিশেষ পুরস্কার’ ঘোষণা নাগরিকদের জন্য।

জেলাশাসক আশিস সিং জানিয়েছেন, সকাল ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে ভোট দিতে আসা ষাটোর্ধ্ব এবং প্রথম বারের ভোটারদের বিনামূল্যে আইসক্রিম, পোহা এবং জিলিপি খাওয়ানো হবে। ওই একই সময় ভোট দিতে আসা সাধারণ ভোটারদের চাউমিন এবং মাঞ্চুরিয়ান দেওয়া হবে। ইন্দোরের যে কোনও নামী খাবারের দোকানে গেলেই মিলবে ‘পুরস্কার’। ভোট দেওয়ার পর আঙুলের কালির দাগ দেখালেই ভোটারদের বিনামূল্যে এই খাবার দেওয়া হবে।

ভোটদানের পর হোটেল বা রেস্তরাঁয় খেতে গেলে খাবারের বিলে পাওয়া যাবে ২০ শতাংশ ছাড়। এর আগে উত্তরাখণ্ডের এমন লোভনীয় অফারে চমকেছিল ভোটাররা। এই মর্মে মউ সাক্ষর করেছিল উত্তরাখণ্ড নির্বাচন কমিশন এবং ওই রাজ্যের সমস্ত হোটেল এবং রেস্তরাঁ সংগঠন। উত্তরাখণ্ডের ভোটারদের মধ্যে ভোটদানে উৎসাহ বৃদ্ধি করতেই এই বিশেষ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস পূর্ব, দক্ষিণ ভারত ও মুম্বইয়ে

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: দিল্লিতে মঙ্গলবারের বৃষ্টি স্বস্তি বয়ে এনেছে। কিন্তু বাকি দেশে সেই স্বস্তি আপাতত অধরাই থাকছে। পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারত পুড়ছে গরমে। বড় অংশে চলছে তাপপ্রবাহ। এর মধ্যেই বুধবার ভারতীয় মৌসম ভবন (আইএমডি) জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রের থানে, রায়গড় এবং মুম্বইয়ের কিছু অংশে ২৭ এপ্রিল, শনিবার থেকে ২৯ এপ্রিল, সোমবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।

বুধবার মৌসম ভবনের বিজ্ঞানী সুষমা নায়ার জানিয়েছেন, থানে, রায়গড় এবং মুম্বইয়ের কিছু অংশের উপর বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। সে কারণেই বৃদ্ধি পেতে চলেছে তাপমাত্রা। আগামী শনি এবং রবিবার সেখানে সব থেকে বেশি গরম পড়তে চলেছে। এর আগে গত ১৫ এবং ১৬ এপ্রিল মুম্বই এবং আশপাশের এলাকায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। নভি মুম্বইয়ে তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছিল।

মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, আগামী পাঁচ দিন পূর্ব ভারতে তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। রেহাই পাবে না দক্ষিণও। পশ্চিমবঙ্গ, কর্নাটক, ওডিশা,

তামিলনাড়ু, বিহার, সিকিম, তেলঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে চলেছে। দেশের পূর্ব এবং দক্ষিণে যখন তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তখন আচমকা বৃষ্টিতে সাময়িক স্বস্তি রাজধানী দিল্লির। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লি, এনসিআর এবং গাজিয়াবাদে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। সে কারণে সর্বনিম্ন তারমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এসেছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণের কথা থাকলেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে ১৫টি বিমান অন্যত্র নেমেছে। সেগুলির মধ্যে ন'টি জয়পুরে, দু'টি অমৃতসরে, দু'টি লখনউ এবং মুম্বই ও চণ্ডীগড়ে একটি করে বিমান অবতরণ করেছে। বেশ কিছু বিমান দেরিতে ছেড়েছে।

ইলেক্টোরাল বন্ডে কোটি কোটির দুর্নীতি, সিট গঠনের দাবিতে মামলা সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: ইলেক্টোরাল বন্ডে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি! তদন্তে গঠন করতে হবে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। এই দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানাল দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তাঁদের দাবি, নির্বাচনী বন্ড কেলেঙ্কারির তদন্তে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠিত হোক। ওই দুই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হয়ে মামলা দায়ের করেছেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ।

দিন কয়েক আগেই নির্বাচনী বন্ডের দুর্নীতির অঙ্ক নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। প্রশান্তের দাবি, আপাত দৃষ্টিতে এই কেলেঙ্কারি ১৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকার মনে হলেও আসলে এটা ১৬ লক্ষ কোটি টাকার। বন্ডের মাধ্যমে প্রত্যেক হাজার কোটির অনুদানের জন্য সংস্থাগুলি তার ১০০ গুণ সুবিধা সরকারের কাছ থেকে নিয়েছে।

মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উদাহরণ তুলে প্রশান্ত ভূষণ দাবি করেছেন, ওই সংস্থা বিজেপিকে ১৪০ কোটি টাকা বন্ডের মাধ্যমে দিয়েছে। তার বদলে সরকার ওই সংস্থাকে ১৪ হাজার কোটির বরাত দিয়েছে। সেই হিসাবে পুরো কেলেঙ্কারি ১৬ লক্ষ কোটির। শুধু তাই নয়, বন্ডের মাধ্যমে অনুদান না করলে ইডি-সিবিআই হয়তো বহু সংস্থার বহু টাকা বাজেয়াপ্ত করতে পারত, বা দুর্নীতি প্রকাশ্যে আনতে পারত। সেগুলোও হিসাবের মধ্যে আনতে হবে।

প্রশান্ত ভূষণের ওই দাবিকে হাতিয়ার করেই দুই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল। সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন এবং ‘কমন কজ’, নামের ওই দুই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দাবি, বন্ডের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে। এটার তদন্তে সিট গঠন করতে হবে। আর গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত।

ইরানের হাতে এল নতুন অস্ত্র বাভার-৩৭৩, ব্যাকফুটে মার্কিন যুদ্ধবিমানও

তেহরান, ২৪ এপ্রিল: আমেরিকাকে বেকায়দায় ফেলতে নতুন হাতিয়ার তৈরি করছে ইরান! জানা গিয়েছে, তেহরানের হাতে নাকি এমন সমরাস্ত্র চলে এসেছে যার আঘাত এড়াতে পারবে না মার্কিন বায়ুসেনার অত্যাধুনিক স্টেলথ যুদ্ধবিমানও। নতুন এই হাতিয়ারের নাম বাভার-৩৭৩। কী এই বাভার- ৩৭৩? নতুন এই হাতিয়ার হল ইরানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে ২০১৯ সালে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই বাভার ইরানের সেনার হাতে এসেছিল। সমর বিশেষজ্ঞদের মতে, শক্তিশালী এই বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্ষমতা আমেরিকার প্যাট্রিয়ট মিসাইল সিস্টেম বা রাশিয়ার এস- ৩০০ মিসাইল সিস্টেমের থেকে কোনও অংশে কম নয়। এবার এই বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেই আরও উন্নত ও ঘাতক করে তুলেছে তেহরান।

গত ১৭ এপ্রিল মহড়া করে বাভারের নতুন সংস্করণ প্রকাশ্যে

আনে ইরানি সেনা। তাদের দাবি ১৮৬ মাইল পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম বাভার। শুধু তাই নয়, ৭৫ মাইল উচ্চতায় প্রতিপক্ষের বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে পারে এই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। এমনকী ইরানের আধিকারিকরা এও দাবি করেছেন, মার্কিন বায়ুসেনার এফ-৩৫ ও এফ-২২ স্টেলথ যুদ্ধবিমানকেও খুঁজে বের করে নিশানা করতে পারে বাভার- ৩৭৩। এটিকে আরও উন্নত করার জন্য এখনও পরীক্ষানিরিক্ষা চালানো হচ্ছে।

বলে রাখা ভালো, মার্কিন স্টেলথ যুদ্ধবিমান কার্যত ‘অদৃশ্য’। শত্রুপক্ষের রাডারে তা ধরা পড়ে না। ফলে ফাইটার জেটগুলোর আঘাত প্রতিরোধ জন্য সেগুলোকে শনাক্ত করা যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এবার আমেরিকার এই অত্যাধুনিক হাতিয়ারের আঘাত প্রতিরোধ করতে বাভার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করেছে ইসলামিক দেশটি। উল্লেখ্য, হামাস-ইজরায়েল সংঘাতের মাঝেই মধ্যপ্রাচ্যে ফের ঘনিয়েছে যুদ্ধের মেঘ। এবার ইহুদি দেশটির সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছে তেহরান। আক্রমণ পালটা আক্রমণে দু'দেশের মধ্যেই সংঘাত তীব্র হচ্ছে। ইজরায়েলে মিসাইল ছোঁড়ার পরই তেহরানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে আমেরিকা। দু'দেশ সরাসরি যুদ্ধ শুরু করলে তেল আভিভকে সবরকম সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছে ওয়াশিংটন। ইতিমধ্যেই পারস্য উপসাগরে রণতরী পাঠিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ফলে ইজরায়েলে হামলা করতে গেলে ইরানকে মোকাবিলা করতে হবে মার্কিন ফৌজের। মনে করা হচ্ছে, ইজরায়েলের পাশাপাশি আমেরিকাকে নিশানায় রেখেই বাভার- ৩৭৩-এর মতো অস্ত্র তৈরি করছে ইরান।

নাভালনির শেষকৃত্যে কাজ করায় সাসপেন্ড রাশিয়ার পুরোহিত

মস্কো, ২৪ এপ্রিল: দেশের প্রেসিডেন্টের প্রবল সমালোচক অ্যালেক্সেই নাভালনির শেষকৃত্য পরিচালনা করেছিলেন। সেই ‘অপরাধে’ চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন রুশ পুরোহিত। রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুরোহিতের কোনও কাজ করতে পারবেন না ওই ব্যক্তি। এমনকী পুরোহিতদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক পরার অধিকারও থাকবে না তাঁর।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার জেলে মৃত্যু হয় রাশিয়ার বিরোধী নেতা তথা প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সমালোচক নাভালনির। জালিয়াতি ও দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগে নাভালনিকে দোষী সাব্যস্ত করে জেলে পাঠায় রাশিয়ার একটি আদালত। ১৯ বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল নাভালনিকে। তাঁর সমর্থকদের অভিযোগ, জেলে লাগাতার নির্যাতনের ফলেই নাভালনির মৃত্যু হয়েছে।

দীর্ঘ টালবাহানার পরে গত ২ মার্চ মস্কোতে সমাধিস্থ করা হয় রাশিয়ার প্রধান বিরোধী নেতাকে। সেইদিনের শেষকৃত্য পরিচালনা করেছিলেন রুশ অর্থোডক্স চার্চের পুরোহিত দিমিত্রি সাফ্রোনোভ। চার্চের সমস্ত রকম নিয়ম মেনেই নাভালনিকে সমাধিস্ত করেন তিনি। সেই জন্যই চার্চ কর্তৃপক্ষের রোষে পড়েন দিমিত্রি। মঙ্গলবার কর্তৃপক্ষের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়, আগামী তিন বছরের জন্য সাসপেন্ড

করা হল দিমিত্রিকে।

কেন আচমকা শাস্তির মুখে পড়লেন পুরোহিত? কী তাঁর অপরাধ? বিবৃতিতে কিছুই খোলসা করে বলেননি চার্চ কর্তৃপক্ষ। তবে আপাতত মস্কোর একটি গির্জায় বাইবেল পড়া ছাড়া আর কোনও কাজ করতে পারবেন না দিমিত্রি। পুরোহিতদের পোশাক পরার অধিকারও থাকবে না তাঁর। ২০২৭ সাল পর্যন্ত এইভাবেই চলবে। সাসপেনশনের মেয়াদ ফুরনোর পরে সকলের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে দিমিত্রিকে দায়িত্বে আবার বহাল করা হবে কিনা।

মণিপুরে তিনটি বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ল সেতু

ইম্ফল, ২৪ এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার লোকসভা ভোট শুক্রবার। আউটার মণিপুরেও রয়েছে ভোটগ্রহণ। তার দু'দিন আগে কাঙ্গপোকপি জেলায় পর পর তিনটি বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ল সেতু। মঙ্গলবার গভীর রাতে হয়েছে বিস্ফোরণ। যদিও এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। তবে ইম্ফল এবং ডিমাপুরের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী দু'নম্বর জাতীয় সড়কে যানজট বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিরাপত্তারক্ষী সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ১টা ১৫ মিনিটে ঘটেছে বিস্ফোরণ। কোনও জঙ্গি গোষ্ঠী এর দায় স্বীকার করেনি। তদন্ত শুরু হয়েছে। গোটা এলাকা ঘেরাও করেছে বাহিনী। অভিযুক্তদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। ১৯ এপ্রিল ছিল লোকসভার প্রথম দফার ভোট। ইনার মণিপুর লোকসভা কেন্দ্রে সে দিন ভোট ছিল। তাতে গুলি চলেছে। ইভিএম নষ্ট, ভোটে কারচুপি, ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। ভোটের দিন এক প্রবীণকে গুলি করার অভিযোগও উঠেছে। তিনি আহত হয়েছিলেন। রিগিং ও বুথ দখলের অভিযোগে কংগ্রেস ৪৭ বুথে পুনর্নির্বাচনের আর্জি জানিয়েছিল। ছ'টি বুথে পুনর্নির্বাচনের সুপারিশ করেছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। শেষ পর্যন্ত ১১টি বুথে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। ২২ এপ্রিল এই কেন্দ্রে ১১টি বুথে আবার ভোটগ্রহণ হয়।

প্রথম দফার ভোটের পর থেকেই মণিপুরের কাঙ্গপোকপি জেনা এবং মণিপুর পশ্চিম উত্তপ্ত। সংবাদ মাধ্যম পিটিআই জানিয়েছে, পাহাড়ি এলাকা থেকে কিছু মানুষজন কাঙ্গপোকপি জেলায় এসেছেন। তার পর থেকেই আওয়াঙ্গ সেকমাই এবং লুয়াংসাংগোল গ্রামে চলছে গুলি বিনিময়। এ বার সেই জেলাতেই বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ল সেতুর একাংশ।

ভোট প্রচারে গিয়ে মঞ্চে জ্ঞান হারালেন গড়কড়ি

মুম্বই, ২৪ এপ্রিল: নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গড়কড়ি । বুধবার মহারাষ্ট্রের একটি প্রচারে গিয়ে সভামঞ্চেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। জানা গিয়েছে সভামঞ্চ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তিনি। আচমকাই লুটিয়ে পড়েন মঞ্চে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বুধবার মহারাষ্ট্রের ইয়াভাতমাল-ওয়াসিম কেন্দ্রে প্রচারে গিয়েছিলেন তিনি। ওই কেন্দ্রে অবশ্য বিজেপি প্রার্থী দেয়নি। শিবসেনার শিন্ডে শিবিরের রাজশ্রী পাটিলের সমর্থনে বুধবার প্রচারে নেমে পড়েন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দুপুরের প্রবল গরম উপেক্ষা করেই বক্তৃতা চালিয়ে যান গড়কড়ি। কথা বলতে বলতে আচমকাই মঞ্চে লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ধরে ফেলেন মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য নেতারা। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিতে থাকেন। মঞ্চ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। পরে চিকিৎসাও শুরু হয় গড়কড়ির। গোটা ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে নেটদুনিয়ায়।

পাক সফরে ইরান প্রেসিডেন্ট, হুঁশিয়ারি হোয়াইট হাউসের

ওয়াশিংটন, ২৪ এপ্রিল: তিনদিনের সফরে পাকিস্তানে এসেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। মঙ্গলবার দুই দেশের মধ্যে আটটি মউ স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা জানা গিয়েছে। আর এর পরই আমেরিকার রোষের মুখে পড়েছে ইসলামাবাদ। হোয়াইট হাউসের তরফে পরিষ্কার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞার সম্ভাব্য ঝুঁকির মুখে পড়তে হতে পারে পাকিস্তানকে।

মার্কিন বিদেশ দপ্তরের উপ-মুখ পাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেছেন, আমরা এই নেটওয়ার্ক এবং এর গণধ্বংসী অস্ত্র কেনার কার্যক্রমকে

বাধা দেব এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, কেউ ইরানের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তিতে গেলে যেন নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ার সম্ভাব্য ঝুঁকির কথা খেয়াল রাখে। তবে শেষ পর্যন্ত, পাকিস্তান সরকার তাদের নিজস্ব বিদেশ নীতি অনুসরণ করতেই পারে। কিন্তু কেন এই নিষেধাজ্ঞা? সে প্রসঙ্গে বেদান্ত বলেন, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পিছনে কারণ হল, এরা গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যবসায়ী এবং সেগুলো বিতরণের মাধ্যম। চিন ও বেলারুশে রয়েছে এই সংস্থাগুলির ঘাঁটি, এই দাবিও করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি পাকিস্তানে এসেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট। আর এই সফরেই দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আটটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই মুহূর্তে অর্থ সংকটে জেরবার ইসলামাবাদ। এই পরিস্থিতিতে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে পাকিস্তানের কাছে বড় ভরসা হয়ে উঠতেই পারে ইরান। আর সেই কারণেই মার্কিন হুঁশিয়ারির মধ্যেই তেহরানের সঙ্গে বাণিজ্য, প্রযুক্তি, কৃষি, স্বাস্থ্য ও আরও নানা বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চুক্তি করেছে তারা।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

২৫.০৪.২০২৪ তারিখে পার্পল লাইনে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে

ইআই সিগন্যালিং সিস্টেম থেকে সিবিটিসি সিগন্যালিং সিস্টেমে রূপান্তর সম্পর্কিত কিছু পরিচালনগত কাজের প্রয়োজনে, **পার্পল লাইনে জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা ২৫.০৪.২০২৪ তারিখে (বৃহস্পতিবার) বন্ধ থাকবে। ২৫শে এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে জোকা--মাঝেরহাট শাখার মধ্যে কোনও বাণিজ্যিক মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে না।**

যাত্রীসাধারণের অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

৪৩ বলে ৮৮ রান, ৮ ছক্কা, ঝোড়ো ইনিংসে ঋষভের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল শুরু হওয়ার আগে কেউ ভাবতেও পারেননি, এই দৃশ্য এত তাড়াতাড়ি দেখতে পাবেন। গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়া ঋষভ পন্থ তখ ন সবে আইপিএলে ফিরতে চলেছেন। সবাই অপেক্ষা করছিলেন, পন্থ কেমন খেলবেন? তিনি খেললেন। শুধু খেললেন না, যত দিন গড়াল তত ভাল খেললেন। বুধবার গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৪৩ বলে ৮৮ রান করেছেন তিনি। আটটি ছক্কা মেরেছেন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। ভারতের বিশ্বকাপের দলে জায়গা প্রায় পাকা করে ফেলেছেন পন্থ। যে ভাবে এগোচ্ছেন, অন্তত উইকেটরক্ষকের জায়গাটা নিয়ে ভাবতে হবে না অজিত আগরকারের নির্বাচক কমিটিকে।

চলতি আইপিএলে এই ইনিংসের আগে দু'টি অর্ধশতরান করেছিলেন পন্থ। কয়েকটি ম্যাচে ঝোড়ো ইনিংসে খেলেছিলেন। বুধবারের ইনিংস সব কিছু ছাপিয়ে গেল। পন্থ যখন ব্যাট করতে নামেন তখন পাওয়ার প্লে-র মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে দিল্লি। সেখান থেকে অক্ষর পটেলের সঙ্গে শতরানের জুটি বাঁধলেন পন্থ। প্রথমে কিছুটা ধীরে খেলছিলেন। অক্ষর আউট হওয়ার পরে রান তোলার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিলেন তিনি।

শেষ দিকে পন্থের ব্যাট থেকে একটার পর একটা বল বাউন্ডারির বাইরে গিয়ে পড়ছিল। উইকেটের সব দিকে শট খেলেছেন তিনি। লেগ সাইডে কব্জির মোচড়ে তাঁর বিখ্যাত ফ্লিক দেখা গিয়েছে। আবার উইকেট থেকে সরে জায়গা তৈরি করে হাওয়ায় বল উড়িয়েছেন। এক একটি বল তো এত উঁচুতে উঠল, মনে হচ্ছিল অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম পার হয়ে যাবে।

শেষ ওভারে মোহিত শর্মাকে বেধড়ক মারলেন পন্থ। চারটি ছক্কা ও

একটি চার মারেন তিনি। ওভারের শেষ তিনটি বল গিয়ে পড়ল গ্যালারিতে। এ বারের আইপিএলে মোহিত ডেথ ওভার বিশেষজ্ঞ হিসাবে খেলছিলেন। সেই মোহিতই শেষ ওভারে দিলেন ৩১ রান। ২০৪.৬৫ স্ট্রাইক রেটে এই ইনিংস খেললেন পন্থ। দেখে মনে হল না কোনও সমস্যা হচ্ছে। বড় শট মারার পাশাপাশি জোরে দৌড়তেও দেখা গেল তাঁকে।

মহেন্দ্র সিংহ ধোনি-উত্তর পর্বে ভারতীয় দলে নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। কিন্তু ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন পন্থ। নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ভোরের দিকে হয়তো হঠাৎ চোখ লেগে এসেছিল। গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে ডিভাইডারে। তাতেই সব কিছু অনিশ্চিত হয়ে যায়। পন্থ প্রাণে বেঁচে গেলেও ক্রিকেট খেলতে পারবেন কি না তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। সেই সব কিছুর উত্তর এক এক করে দিচ্ছেন পন্থ। হয়তো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের জার্সি পরে মাঠে তাঁর প্রত্যাবর্তনের চক্র পূর্ণ হবে।

৪৫৪ দিন পর মাঠে ফিরেছিলেন পন্থ। গাড়ি দুর্ঘটনার পর মাথায়, পিঠে, হাঁটুতে চোট লেগেছিল। অস্ত্রোপচারও করতে হয়। ক্রাচ নিয়ে হাঁটতেন। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এখন তিনি বিশ্বকাপের দলে ঢোকার জন্য নির্বাচকদের ঘরে কড়া নাড়তে শুরু করে দিলেন। এমন অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের কথা সিনেমায় দেখ ালেও অবিশ্বাস্য মনে হত। কিন্তু পন্থ করে দেখালেন।

এখনও পর্যন্ত কমলা টুপির তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন পন্থ। ৯টি ম্যাচে ৩৪২ রান করেছেন তিনি। ৪৮.৮৬ গড় ও ১৬১.৩২ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন তিনি। এই আগ্রাসন ও ধারাবাহিকতার পরে বিশ্বকাপের দলে তাঁর দিকেই হয়তো ভোট যাবে নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর ও অধিনায়ক রোহিত শর্মার। ভারতের বিশ্বকাপের দলে নিজের জায়গা প্রায় পাকা করে ফেলেছেন পন্থ।

কোহলির ৪০ বলে সেঞ্চুরির করার সামর্থ্য আছে, মনে করেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে এবার ট্রাভিস হেডকে দেখছেন তো? অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার যেন খ ুনে মেজাজে ব্যাটিং করছেন! গত শনিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে করেন ৩২ বলে ৮৯। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে এর আগের ম্যাচে করেছেন ৩৯ বলে সেঞ্চুরি। সব মিলিয়ে ইনিংসটা ৪১ বলে ১০২ রানের।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সাবেক সভাপতি ও ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী মনে করেন, বিরাট কোহলিরও হেডের মতো ৪০ বলে সেঞ্চুরি করার সামর্থ্য আছে। আইপিএলে বেঙ্গালুরুর হয়ে ইনিংস ওপেন করছেন কোহলি। টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তাঁকে রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেন করার পরামর্শ দিয়েছেন সৌরভ।

এবারের আইপিএলে ৩৭৯ রান নিয়ে কোহলি রান সংগ্রাহকদের তালিকায় শীর্ষে থাকলেও তাঁর স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ১৫০.৩৯ স্ট্রাইক রেট টি, টোয়েন্টিতে খারাপ নয়।

কিন্তু এবারের আইপিএলে যে রকম রান-উৎসব দেখা যাচ্ছে, হেড,হাইনরিখ ক্লাসেনদের মতো প্রতিষ্ঠিত তারকারা কিংবা অভিষেক শর্মা,জেইক ফ্রেজার ম্যাগার্কদের মতো তরুণেরা যেভাবে ব্যাট হাতে 'মহাপ্রলয়' বইয়ে দিচ্ছেন, সে তুলনায় কোহলির স্ট্রাইক রেটকে কমই বলতে হচ্ছে। তাঁর রানও দলের তেমন কাজে দিচ্ছে না। ৮ ম্যাচের ৭টিতেই হেরে লিগ পর্ব থেকে বিদায়ের প্রহর গুনছে

বেঙ্গালুরু।

তবে সৌরভ মনে করেন, কোহলির ৪০ বলে সেঞ্চুরি করার সামর্থ্য আছে। এ মুহূর্তে আইপিএলের আরেক ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালের পরিচালকের দায়িত্বে থাকা সৌরভ বলেছেন, 'বিরাট কোহলির ৪০ বলে সেঞ্চুরি করার সামর্থ্য আছে। ওকে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে হবে, প্রথম বল থেকেই মারতে হবে।'

টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে কোন দুজনের ওপেন করা উচিত, সে ব্যাপারেও নিজের ভাবনা জানিয়েছেন সৌরভ, 'আমার ব্যক্তিগত মত হলো, রোহিত ও বিরাট টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওপেন করুক। এটা খেলায় বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন আনবে না। ওদের এটা করার সামর্থ্য আছে। ৫০ ওভারে বিশ্বকাপে আপনারা রোহিতকে দেখছেন। সে নেমেই মারত। এ কারণেই আমরা অসাধারণ দল ছিলাম। রোহিত প্রথম ৭,৮ ওভারে প্রতিপক্ষের ওপর যে চাপ তৈরি করত, সেটা মিডল অর্ডারকে দম ফেলার সুযোগ করে দিত। আমি মনে করি, বিরাট ও রোহিতেরও (টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে) সেটা করা উচিত। ওরা অসাধারণ খেলোয়াড়।'

টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভালো করতে হলে ভারতকে কী হবে, সেই পরামর্শ নাকি এখনকার প্রধান কোচ ও নিজের সাবেক সতীর্থ রাহুল দ্রাবিড়কে আগেই দিয়েছেন সৌরভ, 'টি,টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভয়ডরহীন খেলা। অস্ট্রেলিয়ার গত টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কথাটা আমি রাহুল দ্রাবিড়কেও বলেছি। ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ অনেক লম্বা। শুরুতে কয়েকটি উইকেট হারালেও ইনিংসের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সম্ভব। তাই আমার পরামর্শ, নেমেই মেরে খেলো।'

'ধোনি বিশ্বকাপে খেলতে চাইলে কেউ প্রত্যাখ্যান করবে না'

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্টকে বিদায় বলেছিলেন প্রায় বলেছিলেন প্রায় ১০ বছর আগে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অন্য দুই সংস্করণ থেকে অবসর নিয়েছেন প্রায় ৫ বছর আগে। এখন শুধু আইপিএলটাই খে লে যাচ্ছেন।

তবে এবারের আইপিএলে মহেন্দ্র সিং ধোনি যেন দুই দশক আগের ধোনিকে ফিরিয়ে এনেছেন। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের সেই লম্বা-ঝাঁকড়া চুল, ফিনিশারের ভূমিকায় নেমেই খুনে মেজাজের ব্যাটিং, দুর্দান্ত কিপিং আর ক্ষিপ্রগতির রানিং;ধোনি পুরো প্যাকেজ নিয়েই ফিরেছেন।

চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে এখ ন পর্যন্ত যে ৩৫ বল খেলার সুযোগ পেয়েছেন, তাতেই ধোনির পুরোনো রূপের দেখা মিলেছে। ৩৫ বলেই যে তিনি করেছেন ৯১ রান, স্ট্রাইক রেট ২৬০। ৬ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে একবারও আউট হননি।

ধোনির 'বুড়ো' হাড়ের ভেলকি দেখে অনেকেরই মনে হচ্ছে, অবসর ভেঙে তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরিয়ে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার প্রস্তাব দেওয়া উচিত।

এই দলে সর্বশেষ দুই নাম বরুণ অ্যারন ও ইরফান পাঠান, যাঁরা ভারতীয় দলে ধোনির সতীর্থ ছিলেন। সাবেক দুই ক্রিকেটার মনে করেন, ধোনি চাইলেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে পারেন। তিনি অবসর ভেঙে ভারতীয় দলে ফিরলে কেউ কিছু মনে করবে না; বরং তাঁর অগণিত ভক্তের আবেগ-অনুভূতি

নতুন করে প্রতিধ্বনিত হবে।

আইপিএলের অফিশিয়াল সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে সাবেক ফাস্ট বোলার অ্যারন বলেছেন, 'এমএস ধোনিকে আমরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিয়ে খেলতে দেখতে পারি। আসলে এটা হবে ওয়াইল্ডেস্ট কার্ড।'

এরপর সাবেক অলরাউন্ডার ইরফান বলেছেন, 'তিনি যদি বলেন যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে চান, তাহলে কেউ সেটা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। হয়তো এটা (অবসর ভেঙে ফেরা) হবে না, কিন্তু এতে কেউ কিছু মনে করবে না। কারও কোনো সমস্যাও থাকার কথা নয়। কারণ, তিনি আইপিএলে অসাধারণ ব্যাটিং করছেন।'

আগামী ১ জুন শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবারের আসর বসবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে। বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল ঘোষণা করতে বোর্ডগুলোকে আগামী ১ মে পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে আইসিসি।

অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন ভারতের নির্বাচক প্যানেল খেলোয়াড়দের আইপিএল ফর্ম দেখেই যে স্কোয়াড সাজাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিয়মিত ও ব্যাকআপ মিলিয়ে দুজন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানকে নিতে পারেন নির্বাচকেরা। নির্বাচকদের ভাবনায় আছেন ঋষভ পন্ত, লোকেশ রাহুল, সঞ্জু স্যামসন, এমনকি ৩৮ বছর বয়সী দিনেশ কার্তিকও। তাঁদের সঙ্গে ৪৩ ছুঁই ছুঁই ধোনিকেও রাখার পক্ষে অ্যারন ও পাঠান। ২০০৭ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ধোনির নেতৃত্বেই ভারত সম্ভাব্য সব শিরোপা জিতেছিল। এরপর আর কোনো বৈশ্বিক ট্রফি ছোঁয়ার সৌভাগ্য হয়নি ভারতের। কেউ কেউ মনে করেন, ধোনি অবসর ভেঙে আবার দেশের হয়ে খেললে শিরোপা-খরা কাটিয়ে উঠবে ভারত।

কিন্তু ধোনিকে কি রাজি করানো সম্ভব? কদিন আগে প্রশ্নটা করা হয়েছিল ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে। উত্তরে রোহিত বলেছেন, 'এমএসকে বোঝানো কঠিন হবে। যদিও তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন। তবে ক্রিকেট খেলতে নয়, অন্য কিছু করতে। তিনি তখন গলফ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন।'

বেঙ্গল টেনপিন বোলিং অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য র‍্যাঙ্কিং টেনপিন বোলিং টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম নকআউট রাউন্ড ১-এ, রোশন গোয়েঙ্কা অভিজিৎ দাসের বিরুদ্ধে খে লেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে ভাল পারফরম্যান্স করেছিলেন এবং অভিজিতের ৩০৯ পিনের তুলনায় ৩৮৮ পিনের পিনফল স্কোর করেছিলেন।

রাউন্ড ২ দ্বিতীয় নকআউট রাউন্ড, নবনীত লাহোতি বেণী গোপাল লাহোতির বিরুদ্ধে মোট ৩৯৪ পিন ফল নিয়ে খুব ভাল পারফরম্যান্স করেছিলেন, যেখানে বেনী গোপাল মাত্র ৩৩১ পিন স্কোর করতে পারেন।

অভিজিৎ দাস চতুর্থ অবস্থানে এবং বেণী গোপাল লাহোতি তৃতীয় স্থান অর্জন করে, ফাইনাল ম্যাচটি রোশন গোয়েঙ্কা এবং নবনীত লাহোতির মধ্যে খেলা হয়েছিল প্রথম গেমে, নবনীত রোশনের উপরে মাত্র ৫ পিনের একটি সংকীর্ণ লিড ধরেছিল। যাইহোক, রোশনের ক্রমাগত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, তিনি তার গতি বজায় রাখতে পারেননি, শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টটি নবনীত লাহোতি জিতেছিলেন, যিনি ৩য় রাজ্য র্যালঙ্কিংয়ের বিজয়ী হিসাবে আবির্ভূত হন। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে, উল্লেখ যোগ্য সাফল্যের সাক্ষী ছিল, যার মধ্যে নিখিল পোদ্দারের ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স সহ সর্বাধিক পাঁচটি নিখ ুঁত গেমের প্রতিটিতে ২০০ স্কোর রয়েছে। অভিজিৎ দাস অসাধারণ ধারাবাহিকতা প্রদর্শন করেছেন, ছয়টি খেলায় সর্বোচ্চ গড় স্কোর ১৯৪.৩৩ অর্জন করেছেন, যার মোট পিনফল ১১৬৬। রোশন গোয়েঙ্কার ১৮টি খে লায় চিত্তাকর্ষক পারফরম্যান্সের ফলে গড়ে ১৮৪.৬১ স্কোর এবং মোট পিনফল ৩৩২৩ হয়েছে।

এই টুর্নামেন্টে সব টেনপিন বোলারই ভালো পারফর্ম করেছে; এই তৃতীয় বেঙ্গল টেনপিন বোলিং টুর্নামেন্টে মোট ৪৩ জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিলেন।

জয় পার্সোনাল কেয়ারের উদ্যোগে এল ফোর-ডি অ্যানামর্ফিক ডিসপ্লে 'জয় কেকেআর ফোর-ডি ফ্যান-টাসি'

নিজস্ব প্রতিনিধি: জয় পার্সোনাল কেয়ার রুপোলি পর্দার তারকা মিমি চক্রবর্তীর সঙ্গে মিলে প্রকাশ করল কলকাতার অন্যতম প্রথম ফোর-ডি অ্যানামর্ফিক ডিসপ্লে 'জয় কেকেআর ফোর-ডি ফ্যান-টাসি'। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রুপোলি পর্দার তারকা মিমি চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত, মিমি পশ্চিমবঙ্গে জয় পার্সোনাল কেয়ারের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরও বটে। এই অতিকায় ইনস্টলেশনের লক্ষ্য কেকেআরের ক্রিকেটীয় মেজাজ উপভোগ করা। এটি জয় পার্সোনাল কেয়ারের কেকেআর-এর সঙ্গে টানা তিন বছর যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই অতিকায় অ্যানামর্ফিক ডিসপ্লেকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে ফ্যানরা কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে ম্যাচ দেখার প্রতিটি মুহূর্ত অনুভব করেন। সঙ্গে আঁচ পেতে পারেন ওই ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্তের উত্তজনাও। এমন এক উদ্ভাবনীমূলক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কেকেআর ফ্যানদের সামনে এক ব্যতিক্রমী স্টেডিয়াম সুলভ অভিজ্ঞতা জোগাতে চায় জয় পার্সোনাল কেয়ার।

আইপিএল শেষেই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভুলে গিয়েছিলেন ফ্রেজার, ম্যাগার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিলামে দল না পেলেও জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক আইপিএলে সুযোগ পেয়েছেন লুঙ্গি এনগিডির চোটের কারণে। আইপিএলে প্রথমবার সুযোগ পেয়েই বেশ কয়েকবার শিরোনাম হয়েছেন এই অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান। গত শনিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে করেছেন ১৫ বলে ফিফটি, যা এবারের আইপিএলে দ্রুততম।

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে ঝড় তোলায় জুনে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফ্রেজার-ম্যাগার্ক নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ার দলে জায়গা প্রত্যাশা করছেন? প্রত্যাশাটা স্বাভাবিক হলেও এই প্রশ্ন উঠছে অন্য কারণে। আইপিএলের পরই যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ফ্রেজার-ম্যাগার্ক তো সেটা ভুলেই গেছেন!

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা মিচেল মার্শের। এই অলরাউন্ডারও এবার খেলেছেন দিল্লির হয়ে। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে মার্শের আইপিএল শেষ হয়ে গেছে। দিল্লির প্রধান কোচ রিকি পন্টিং এর আগে জানিয়েছেন, চোটের চিকিৎসায় অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাওয়া মার্শ ভারতে ফিরবেন না।

তবে মার্শের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে সমস্যা দেখেন না পন্টিং। মার্শের সঙ্গে এর আগে এক আলাপচারিতায় সময় ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ভুলেই গিয়েছিলেন সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সংবাদ সংস্থা এএফপিকে ফ্রেজার-ম্যাগার্ক বলেছেন সে কথা, 'মিচেল মার্শও দিল্লিতে, সে আমাকে বলেছে, আমরা বার্বাডোজ ও আমেরিকা যাচ্ছি। এরপর আমি বললাম, আপনি কী সেখানে খে লবেন? মার্শ অবাক হয়ে বলল, না, বিশ্বকাপ। ব্যাপারটা আসলে মাথায় ছিল না।'

অস্ট্রেলিয়ার ২১ বছর বয়সী এই ওপেনার এবি ডি ভিলিয়ার্সের রেকর্ড ভেঙে আলোচনায় আসেন। গত বছরের অক্টোবরে প্রোটিয়া কিংবদন্তির লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্রুততম শতকের রেকর্ড ভাঙেন ফ্রেজার-ম্যাগার্ক। সেঞ্চুরি করেছিলেন মাত্র ২৯ বলে। এর আগে ডি ভিলিয়ার্স সেঞ্চুরি করেছিলেন ৩১ বলে। ২০১৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪৪ বলে ১৪৯ রানের ইনিংস খেলার পথে এই কীর্তি গড়েছিলেন ডি ভিলিয়ার্স।

২৬ মে আইপিএল শেষে ১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আর এ বছর ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে ফ্রেজার-ম্যাগার্কের। ম্যাচ খে লেছেন মাত্র দুটি, অভিষেক ম্যাচে প্রথম দুই বল 'ডট'। পরের বলে চার, এরপর ছক্কার পরই আউট;৫ বলে করেন ১০ রান।

সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে করেন ১৮ বলে ৪১। এ ইনিংস দেখে অনেকেই তাঁর মধ্যে ডেভিড ওয়ার্নারের ছায়া দেখেছেন। অস্ট্রেলিয়ার সাবেকরা তো তাঁর কাঁধে ওয়ার্নার হওয়ার গুরুভার অর্পণ করেছেন। সেই ওয়ার্নারের সঙ্গেও দারুণ সম্পর্ক হয়ে উঠছে ম্যাগার্কের, 'তাকে এখানে (আইপিএল) পেয়ে, আরও ভালো করে জানার পর, আমাদের মধ্যে দারুণ সম্পর্ক, বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে।'

বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে তেভেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুকে অস্বস্তির কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আর্জেন্টিনার সাবেক ফরোয়ার্ড কার্লোস তেভেজকে। চিকিৎসার জন্য গতকাল রাতে সান ইসিদ্রোর একটি ক্লিনিকে থাকতে হয় তাঁকে। আর্জেন্টিনার ক্লাব ইন্দিপেন্দিয়েন্তের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তেভেজের প্রাথমিক পরীক্ষা,নিরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। আজ তাঁর আরও পরীক্ষা করানো হবে। সেসব পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হলে আজই ইন্দিপেন্দিয়েন্তের অনুশীলনে যোগ দেবেন তিনি। গত বছর ক্লাবটির কোচের দায়িত্ব নেন ৪০ বছর বয়সী তেভেজ। ইন্দিপেন্দিয়েন্তের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স',এ দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, 'বুকে ব্যথা নিয়ে আমাদের কোচ কার্লোস তেভেজ লা ত্রিনিদাদ হাসপাতালে গিয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে যে পরীক্ষা করা হয়েছে, তার ফল সন্তোষজনক। আজ তাঁর সাধারণ চেকআপের অংশ হিসেবে আরও পরীক্ষা করা হবে। টেস্টগুলো শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তেভেজ হাসপাতালে ভর্তি থাকবেন।'

আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, উচ্চ রক্তচাপের জন্য তেভেজ এমনিতেই নিয়মিত চেকআপের জন্য হাসপাতালে যেতেন। ইন্দিপেন্দিয়েন্তের কোচ হিসেবে ২০২৬ সাল পর্যন্ত চুক্তি আছে তেভেজের। গত বছরও এক দুর্ঘটনায় হাসপাতালে যেতে হয়েছিল তেভেজকে।

২০০৪ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার হয়ে ৭৬টি ম্যাচ খে লেন তেভেজ। গোল করেছেন ১৩টি। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে খেলেছেন এমন ১৪ জন ফুটবলারের মধ্যে তেভেজ একজন। সব মিলিয়ে ক্লাব ক্যারিয়ারে ম্যাচ খেলেছেন ৫১৭টি, গোল করেছেন ২২৭টি। ইউনাইটেডের হয়ে জিতেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ ও প্রিমিয়ার লিগ। সিটির হয়ে জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগ ও এফএ কাপ।

কোচ হিসেবে তেভেজের শুরু আর্জেন্টাইন ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালের হয়ে। তবে ৫ মাস পরই কোচের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। এরপর ইন্দিপেন্দিয়েন্তের কোচের দায়িত্ব নেন।

আইপিএলে খেলতে এসে দিনে ঘুমোতেন রাসেল, নারাইন, জেগে থাকতেন রাতে!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতে খেললেও মনে মনে ওয়েস্ট ইন্ডিজে থাকতেন তাঁরা। আইপিএলে খেলতে এসে সারা দিন ঘুমিয়ে থাকতেন আন্দ্রে রাসেল ও সুনীল নারাইন। এমনটাই জানালেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন বোলিং কোচ ওয়াসিম আক্রম।

২০১০ সালে কেকেআরের বোলিং কোচ তথা মেন্টর হয়েছিলেন আক্রম। ২০১৬ সাল পর্যন্ত সেই দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ২০১২ ও ২০১৪ সালে কেকেআরের ট্রফি জেতার নেপথ্যে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। কেকেআরে কোচিং করানোর সময় নিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেছেন আক্রম। তিনি বলেন, তকেকেআরে থাকাকালীন আমি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতাম। এক দিন প্রাতঃরাশ করার সময় নারাইনকে দেখলাম। ওর চোখ ফুলে ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে? নারাইন জবাবে যা বলব তাতে আমি অবাক।দ

ঠিক কী বলেছিলেন নারাইন? আক্রম বলেন, তও বলল, সারা রাত জেগে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তাতে বলল, ও এখানে এসেও ওয়েস্ট ইন্ডিজরে সময় ধরে চলে। তাই সারা রাত জেগে থাকে। সারা দিন ঘুমোয়। রাসেলও সেটাই করে। তবে ম্যাচের দিন বিষয়টা আলাদা। অনুশীলনের পর হোটেলে ফিরেই ওরা ঘুমিয়ে পড়ত।দ

চলতি মরসুমে বলের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও ফর্মে রয়েছেন নারাইন। ৭টি ম্যাচে ২৮৬ রান করেছেন তিনি, যা কেকেআরের ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক। নারাইনের ব্যাটিংয়ের কথা উঠে এসেছে আক্রমের কথাতেও। তিনি বলেন, তসবাই ভাবে নারাইন খ ুব ভাল বোলার। পাশাপাশি ও খুব ভাল ব্যাটারও। বিশ্বের সব বড় লিগে ব্যাটিংয়ের জন্যও ওর নাম রয়েছে। আমি জানি গৌতম গম্ভীর ওর উপর সেই বিশ্বাসটা দেখিয়েছে। সেই কারণে নারাইন এত ভাল খেলছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**